পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

মহাপুরুষচরিত।

প্রথম খণ্ড।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত।

" যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মার জ্ঞান রাখে না সে ব্যতীত কে এব্রাহিমের ধর্ম্মহইতে বিমুখ হয়? সত্যই আমি তাহাকে ইহলোকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং সত্যই সে পরলোকে সাধুদিগের একজন।" (কোরাণ)

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪।

মূল্য ।০ মাত্র।

ভূমিকা।

মানবজাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, মহাপুরুষ ও সাধারণ মনুষ্য। মহাপুরুষ যে সকল আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তি লাভ করিয়া যেরূপ অসাধারণ কার্য্য সাধন করেন, সাধারণ মনুষ্য তদ্রূপ কখন সংসাধন করিতে সক্ষম নহে। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের বিশেষ চিহ্নিত; তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরহইতে ধর্ম্মালোক জ্ঞানালোক লাভ করিয়া প্রভূত তেজ ও শক্তি সহকারে জগতে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। সাধারণ মনুষ্যগণ মহাপুরুষদিগের উপদেশ, জীবনের দৃষ্টান্ত ও আলোক অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ সকল স্থানে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না, যখন পৃথিবীর বা দেশ বিশেষের বিশেষ অভাব ও দুরবস্থা হয় তখন পরমেশ্বর এক এক জন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার জীবন দ্বারা সেই অভাব মোচন ও অবস্থার সংশোধন করিয়া লন। ধর্ম্মবিষয়ে বিজ্ঞান, কাব্য ও অন্য অন্য বিষয়ে জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। যথা এব্রাহিম মুসা ঈসা মোহম্মদ বুদ্ধ নানক চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ে মহাপুরুষ; সক্রেটিস, নিউটন গেলিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ে, কালিদাস, সেক্‌স্‌পিয়র, ফরদোসী প্রভৃতি কাব্য বিষয়ে মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি ঈদৃশ মহা কার্য্য সম্পাদন করেন যাহা অন্য লোকে সম্পাদন করিতে পারে না তিনিই মহাপুরুষ। অনেকে মনে করেন যে আমরাও চেষ্টা যত্ন করিলে ঈসা মুসা সক্রেটিস ও কালিদাস হইতে পারি, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহারা চেষ্টা যত্ন করিয়া জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সাধু ভক্ত জ্ঞানী কবি হইতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষ হইতে পারেন না। মহাপুরুষদিগের জীবনের সেই মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও অলৌকিকতা তাঁহাদের প্রাপ্য নহে। প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষের

অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অতএব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ কাহাকে বলে তাহার বিশেষ লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষকে স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকও বলা হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও মহা ধার্ম্মিক হেজ্জতোল্‌এস্‌লাম আবুহামেদমোহম্মদ গজালি স্বরচিত কিমিয়ায়সাদতনামক প্রসিদ্ধ পারস্য ধর্ম্ম গ্রন্থে তত্ত্ববাহকের এই-রূপ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন "ঈশ্বর যাঁহার প্রতি মানব জাতির কল্যাণ প্রদর্শনের পথ মুক্ত করিয়াছেন, যিনি তাহা লোকের নিকটে প্রচার করেন এইরূপ ব্যক্তিই স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক এবং যে কল্যাণের পথ প্রদ-র্শিত হয় তাহাই ধর্ম্মবিধি।" ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মালোক লাভ করিয়া জগতে তাহা বিস্তার করেন, ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রত্যাদেশ প্রচার করিয়া বিষয়াসক্ত বিপথগামী লোকদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদের চির জীবনের ব্রত। তাঁহারা ঈশ্বরের একান্ত অনুগত ভৃত্য ও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া এই মহাব্রত সাধনে প্রাণ-পণে যত্ন করেন, প্রভুর আজ্ঞা পালন ব্যতীত তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না, তজ্জন্যই তাঁহাদের জীবন ধারণ। এই মহাপুরুষদের জীবনের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়, পৃথিবী নূতন শ্রী ধারণ করে, নর নারী চিরকাল পুণ্য প্রেম সত্য তাঁহাদের নিকটে লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জগতে নূতন আলোক ও নূতন সত্য দান করিবার জন্য আবির্ভূত হন, ভ্রম কুসংস্কার কর্দ্দমে জড়িত সত্যরত্নকে উদ্ধার করিয়া নূতন আকারে প্রকাশ করেন, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধান সকলকে সুসজ্জিত সমুন্নত বেশে উপস্থিত করেন। তাঁহাদের জীবনের তেজ ও প্রতাপে ভূপালগণ পর্য্যন্ত ভীত ও কম্পিত হন। পাপাসক্ত কপট বিষয়ী লোক ও পুরাতন প্রিয় স্বার্থপর কুসংস্কারান্ধ মানবগণের পক্ষে মহাপুরুষদিগের জীবনের তেজ ও তাঁহাদের প্রচারিত নূতন আলোক সহ্য করা দুষ্কর হয়। তাহারা মহাপুরুষদিগকে নানা-প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা করিতে এবং তাঁহার শোণিতপাত ও প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করে না। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রায় কোন মহাপুরুষই জীবদ্দশায় লোকের নিকটে আদৃত হন না। কেবল পরি

ত্রাণার্থী সত্যপিপাসু লোকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন। তিনি কতিপয় চিহ্নিত অনুবর্ত্তীর সাহায্যে জগতে বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। পূর্ব্বতন কোন মহাপুরুষ যোগ, কেহ বা ভক্তি, কেহ বৈরাগ্যতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মহা-পুরুষদিগের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাদের প্রদর্শিত বিধির অনুসরণে সিদ্ধ হইয়া যোগী ভক্ত বৈরাগী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি নানা প্রকার লাঞ্ছিত অপমানিত অনলে দগ্ধ বা ক্রুশে নিহত হইয়াছেন পরে সেই মহাপুরুষকেই লোকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে। জীবদ্দশায় মহাপুরু-ষের পরীক্ষা সংগ্রাম কষ্ট যন্ত্রণার সীমা থাকে না। একে তিনি জগতের পাপ ও দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া সর্ব্বদা আকুল, তাহার উপরে আবার বিধান-বিরোধী অহঙ্কারী পাষণ্ড লোকদিগের দ্বারা সত্যের অবমাননা ও নানা প্রকার অত্যাচার। তিনি একমাত্র প্রভুর প্রসন্নাননের প্রতি আশা ও বিশ্বাসপূর্ণ নয়নে দৃষ্টি করিয়া সমুদায় সহ্য করেন। পরিণামে সকল অন্ধকার কাটিয়া দুরাশয় বিধানবিরোধীদিগের পরাজয় সত্যের জয় হয়, জগতে স্বর্গের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ পায়। লীলাময় হরি মহাপুরুষগণের আত্মাতেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হন। মহাপুরুষগণ যে, সকল বিষয়ে পূর্ণ ও অভ্রান্ত তাহা নহে, তাঁহারা যে বিধি ও যে সত্য বিশেষ ভাবে প্রচার করিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও নিয়োজিত তদ্বিষয়ে অভ্রান্ত। মহাপুরুষও অন্য অন্য মনুষ্যের ন্যায় শারী-রিক মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন ; তিনি মনুষ্য বৈ ঈশ্বর নহেন, সুতরাং তাঁহাতে অপূর্ণতা থাকিবেই। কোরাণশরিফে ঈশ্বরের উক্তি স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে "বল (হে মোহম্মদ,) আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহি।" মহাপুরুষদিগের মানবীয় ভাব ও দুর্ব্বলতাদি আমরা ভাবিব না, তাঁহাদের জীবনে যে ঐশ্ব-রিক অংশ ও দেবত্ব বিরাজমান তাঁহাকে আদর ও শ্রদ্ধা করিয়া আমরা আমাদের চরিত্রকে তাঁহাদের দেব চরিত্রে পরিণত করিব। তাঁহাদের প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বৈরাগ্যাদি আমাদের জীবনের অন্ন পান হইবে। নব-বিধান কোন বিশেষ মহাপুরুষের পক্ষপাতী নহেন, বিশেষ মহাপুরুষে নিবদ্ধ

নহেন, সকল দেশের সকল জাতীয় মহাপুরুষকে আদর করেন। তিনি সমুদয় মহাপুরুষের সমন্বয় সাধনে প্রবৃত্ত। বর্ত্তমান বিধানবাদিগণ এ প্রদেশের কি ভিন্ন দেশের কি হিন্দু জাতীয় কি ইহুদি কি মোসলমান সকল দেশের সকল জাতীয় মহাপুরুষকে শিরোধার্য্য করিতেছেন, সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

পরলোকগত মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত আলোচনা ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হওয়ার অন্য উপায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল তাঁহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি জীবনচরিতের ভিতর দিয়াই তাঁহারা স্বস্ব জীবনের আলোক বিকীর্ণ করিয়া নর নারীর আত্মাকে আলোকিত করিতেছেন। নব বিধান মণ্ডলীর কোন সুযোগ্য ভ্রাতা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত সুললিত বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিয়া সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তিনি এইক্ষণ মহাপুরুষ ঈশার পবিত্র চরিত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ মহাপুরুষ শাক্যসিংহের চরিতামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। মহাপুরুষ নানকের জীবন চরিতও লিখিত হইয়াছে, সত্বরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। পশ্চিম এসিয়া মহাতেজস্বী পুরুষরত্ন মহাপুরুষদিগের আকর। তুরুষ্ক ও আরব্য ভূমিতে কিয়ৎকাল অন্তর এক এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এতাধিক জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। মহাপুরুষ এব্রাহিমকে তত্রত্য প্রায় সমুদায় মহাপুরুষের আদি পিতা বলা যাইতে পারে। মূসা ঈসা দাউদ সোলয়মান মোহম্মদ প্রভৃতি ইহুদি ও মোসলমান মহাপুরুষগণ তাঁহারই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি পশ্চিম এসিয়ার কয়েকজন মহাপুরুষের জীবনচরিত বঙ্গ ভাষায় সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এই গুরুতর কার্য্য সাধনে আমার নানাপ্রকার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা আছে। কিন্তু যখন কোন সুযোগ্য লোক এ বিষয়ে সত্বর হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখিতেছি না, তখন আমাকেই নানা অযোগ্যতা সত্ত্বে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আপাততঃ ইহুদি ও মোসলমান জাতির আদি

পিতা হনিফী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনচরিত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইল। ক্রমশঃ মহাপুরুষ মুসা দাউদ ও হজরত মোহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। মেরাজোল্নবুঅত, জামেওত্তওয়ারিখ, খোলাসতোল্আম্বিয়া এই কয়েক ইতিহাস গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এব্রাহিমের জীবনচরিত লিখা গেল। প্রসিদ্ধ পারস্য পুরাবৃত্ত মেরাজোল্নবুঅত হইতেই বিশেষ সাহায্য লাভ করা গিয়াছে। এই জীবনের অনেক ঘটনাই জনশ্রুতি মূলক, সত্যের সঙ্গে যে কল্পনা মিশ্রিত আছে তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত পুস্তক সকলের লিখার মধ্যে সর্ব্বাংশে পরস্পর ঐক্য নাই। বহু গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতদূর সাধ্য সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা গিয়াছে। বাইবেলের আদি পুস্তক ও কোরাণ শরিফ এবং তদ্ভাষ্য হইতেও কিছু কিছু আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই দুই ধর্ম্ম গ্রন্থে রীতিমত মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবন চরিত নাই, প্রসঙ্গমাত্র আছে।

লেখক।

সূচীপত্র।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনচরিত।

দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজা নম্‌রুদের ত্রাস ও শিশুহত্যা।

আরব দেশের অন্তর্গত কুফা নগরের অনতিদূরে ফোরাত নদীর পূর্ব্ব কূলে বাবেল নামে এক মহা সমৃদ্ধ নগর ছিল। এই নগর নম্‌রুদ নামক ঈশ্বরদ্রোহী দুর্দ্দান্ত রাজার রাজধানী ছিল। আমিই পরমেশ্বর আমাকে পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে, নম্‌রুদ স্বীয় রাজ্য মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল। প্রজামণ্ডলী তাহাকেই ঈশ্বরপদে বরণ করিয়া পূজা করিতে বাধ্য হয়, সকলেই স্ব স্ব গৃহে ও সাধারণ মন্দিরে নম্‌রুদের প্রতিমূর্ত্তি পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত করে। স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকল লোকেই নম্‌রুদ প্রধান ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে ও তাহার একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া তাহার সেবায় ও আজ্ঞাপালনে রত থাকে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির পূজা ও অপর কোন কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজাও তখন সেদেশে প্রচলিত ছিল। একদা নম্‌রুদ এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয় এবং প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে ও তাহার শুভাশুভ ফলাফল ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করে। নম্‌রুদ স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে আকাশমার্গে অতিশয় উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র উদিত হইয়া আপন জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিকে পরাস্ত করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে নম্‌রুদ এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিল, একটি প্রকাণ্ড হরিণ আসিয়া তাহার সিংহাসনে শৃঙ্গাঘাত করে, তাহাতে সিংহাসন ভগ্ন হইয়া যায়। যাহা হৌক স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া নিবেদন করিল যে "মহারাজ, গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধও গতি পর্য্যালোচনায় অবগতি হইল যে অচিরে আপনার রাজ্যে অতিশয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে এক মহা তেজস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই

সেই বিপ্লবের কারণ হইবেন, তিনি মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। সেই মহাপুরুষ প্রতিমাপূজার মূল উৎপাটন করিয়া জগতে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাঁহার অভ্যুদয়ে রাজত্বের মূল কম্পিত ও রাজবংশ বিলুপ্ত হইবে। তখন খলিদ নামক প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল যে এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাহার প্রতি বিধানের চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। সুযুক্তি এই যে রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রহরীরূপে কতগুলি লোক নিযুক্ত করা যাউক, কোন পুরুষকে স্ত্রীসঙ্গ করিতে না দেওয়া তাহাদের কার্য্য হইবে। যে সকল নারী এই ক্ষণ গর্ভবতী আছে, তাহাদের কাহার পুত্র সন্তান প্রসূত হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে হত্যা করিবে। ভয়াকুল নির্দ্দয় নম্‌রুদের নিকটে এই পরামর্শ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নম্‌রুদ অনন্যোপায় হইয়া আত্মজীবন ও রাজ্য সম্পদ্ রক্ষার জন্য তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। বাবেল নগরে এক জন সুনিপুণ প্রতিমানির্ম্মাতা ছিলেন, তাঁহার নাম তেরখ, তাঁহার অপর নাম আজর, তিনি রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। নম্‌রুদ তাঁহার প্রতি প্রহরী নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করে নাই, বরং তাঁহাকে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিল। গর্ভবতী নারী-দিগের প্রতি শত শত স্ত্রীলোক প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদা গৃহে গৃহে যাইয়া অনুসন্ধান লইত, কাহার পুত্র সন্তান হইয়াছে জানিবামাত্র সেই শিশুটীকে কালভবনে প্রেরণ করিত। কথিত আছে এই নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডে প্রায় লক্ষ শিশুর প্রাণনাশ হয়। তেরখের পত্নীর নাম আদনা। তিনি একদিন রজনীতে গোপনে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হন, তাহাতে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। এই গর্ভেই মহাপুরুষ এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন। যে রাত্রিতে আদনা গর্ভবতী হয় তাহার পর দিন ভবিষ্য-দ্বক্তৃগণ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল "মহারাজ আপনি যে বালকের জন্য চিন্তিত আছেন, ও যাহার বিনাশ সাধনে যত্ন করিতেছেন, সে গত রজনীতে গর্ভস্থ হইয়াছে।" নম্‌রুদ ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, গর্ভপরীক্ষা ও শিশুহত্যা বিষয়ে অতিশয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিল, চেষ্টা যত্নের একশেষ হইল।

গর্ত্তমধ্যে এব্রাহিমের জন্ম।

আদনা প্রথমতঃ স্বীয় অন্তঃসত্বার বিষয় স্বামীকে জ্ঞাপন করেন নাই। পরে যখন গোপন করা দুঃসাধ্য হইল তখন বলিলেন যে "আমি গর্ভবতী, আমার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে তাহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করা যাইবে, তাহা হইলে আমাদের প্রতি মহারাজ অধিকতর প্রসন্ন হইবেন।" এই কথা শুনিয়া তেরখ সন্তুষ্ট হইলেন। প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে আদনা স্বামীকে বলিলেন "সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির ভয়ানক বিপদ হইয়া থাকে, অনেকের জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া পড়ে, আমি ভাবিত আছি যে সেই সময়ে বা প্রাণসংশয় বিপদে পতিত হই, এজন্য প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি বিশেষ ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক দেবমন্দিরে অবস্থান করিয়া আমার কল্যাণের জন্য প্রধান দেবের নিকটে প্রার্থনা করিতে থাক, তাহা হইলে আমি সেই বিপদের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিব। যে পর্য্যন্ত আমার প্রসব না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি প্রার্থনা ও স্তুতি বন্দনাদি হইতে বিরত হইবে না।" তদনুসারে তেরখ ভার্য্যার মঙ্গলার্থ ক্রমাগত চল্লিশ দিন মন্দিরে প্রধান দেবমূর্ত্তির ভজনা করেন, দিবা রাত্রি ভার্য্যার শুভ প্রসবের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করিতে থাকেন। ইত্যবসরে আদনা স্বীয় আবাসের অদূরে এক নির্জন প্রদেশে গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে এক গৃহ প্রস্তুত করিলেন, ও প্রসবকালে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার আয়োজন করিয়া রাখিলেন এবং যথাকালে তথায় পুত্র প্রসব করিলেন। প্রসবান্তে তিনি স্বামীর নিকটে এই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তফ্‌সির আজিজিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে নুহের জলপ্লাবনের সতর শত বৎসর পরে এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তেরখ মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আদনা বলিলেন "অত্যন্ত রুগ্ন ও ক্ষীণাঙ্গ পুত্র হইয়াছিল, প্রসূত হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।" তেরখ তাহার এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন ও আদনা বিপন্মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া দেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

মাতা পিতার নিকটে শিশু এব্রাহিমের প্রশ্ন।

তেরখ যখন কার্য্যানুরোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন তখন আদনা সন্তানের তত্ত্বাবধান করিতেন, গর্ত্তের ভিতরে যাইয়া তাঁহাকে স্তন্য দান করিয়া আসিতেন। শিশুটিকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গর্ত্তের এক পার্শ্বে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, আদনার আগমনে বিলম্ব হইলে তিনি আপন অঙ্গুষ্ঠ চোষণ করিতেন, ঈশ্বরের কৃপায় অঙ্গুষ্ঠ হইতে দুগ্ধ ও মধু তাঁহার মুখে নিঃসৃত হইত। প্রকৃত কথা এই ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও যত্নে সেই অন্ধকারময় গর্ত্তের ভিতরে এব্রাহিম নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্নেহ ক্রোড়েই তিনি প্রতিপালিত হইতেছিলেন। শিশু সপ্তাহে যত দূর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় এব্রাহিম যেন একদিনে তদ্রূপ দেহোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই অলৌকিক শ্রীধারণ করিলেন। তাঁহার রূপের ছটায় অন্ধকারপূর্ণ গর্ত্ত আলোকিত হইল। তিনি দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্তন্য ত্যাগ করিলেন। যখন তাঁহার বাক্যস্ফুট হইল, তখন হইতেই তদীয় অন্তরে স্বর্গীয় তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, জননীর নিকটে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেন " আমার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? " মাতা বলেন "আমি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করেন "তবে তোমার ঈশ্বর কে ? " আদনা বলিলেন "আমার ঈশ্বর তোমার পিতা তেরখ"। আবার এব্রাহিম প্রশ্ন করেন "তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা ? " জননী বলিলেন "মহারাজ নম্‌রুদ।" এব্রাহিম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন "রাজার ঈশ্বর কে ? " মাতা বলেন "চুপকর এরূপ কথা বলিও না, রাজা পরমদেব ও প্রধান ঈশ্বর। কেহই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে, তিনি সকলের ঈশ্বর।" কথিত আছে যে একদা এব্রাহিম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমি অধিক সুন্দর, না তুমি ? " জননী বলিলেন "তুমিই অধিক সুন্দর।" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন " তোমার সৌন্দর্য্য অধিক, না পিতার ? " আদনা বলিলেন "আমার।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌন্দর্য্যে রাজা শ্রেষ্ঠ, না আমার পিতা ? " মাতা বলিলেন " তোমার পিতা রাজা

অপেক্ষা অধিক সুন্দর।" তখন এব্রাহিম বলিলেন "মাতঃ যদি আমার পিতার সৃষ্টিকর্ত্তা মহারাজ নম্রুদ, তবে তিনি আপনা অপেক্ষা অধিক সুন্দর করিয়া পিতাকে কেন সৃষ্টি করিলেন। তেরখ তোমার ঈশ্বর হইলে তিনি তোমাকে আপনা অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য কেন দান করিলেন? যদি তুমি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, তবে আমাকে কেন আপনা অপেক্ষা অধিক রূপবান্ করিলে?" মাতা বালকের এই কথার উত্তরদানে অক্ষম হইলেন। উদ্বিগ্নচিত্তে স্বামীর নিকটে চলিয়া আসিলেন। তেরখ তাঁহার মুখ বিবর্ণ দেখিয়া বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। পরে তেরখ বিশেষ অনুরোধ করিলে বলিলেন "যে বালক রাজার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট করিবে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বলিয়াছেন সে তোমারই পুত্র।" তেরখ এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ বালক?" তখন আদনা এক এক করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইলেন। তেরখ পুত্রের বিবরণ অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। যখন বালকের নিরুপম মুখচন্দ্রের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তখন স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিল, সন্তানকে হত্যা করিতে কিছুতেই তাঁহার মন সম্মত হইল না। তেরখকে দেখিয়াই শিশু এব্রাহিম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি এই কথা জিজ্ঞসা করিলেন "পিতঃ আমার ঈশ্বর কে?" তেরখ বলিলেন "তোমার মাতা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতার ঈশ্বর কে?" তেরখ বলিলেন "আমি।" বালক প্রশ্ন করিলেন "তোমার ঈশ্বর কে?" পিতা বলিলেন "নম্রুদ।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "নম্রুদের ঈশ্বর কে?" এই বাক্য তেরখের অসহ্য হইল, তিনি বালককে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "চুপকর্, তুই এই কথা বলিবার উপযুক্ত নহিস্; রে ক্ষুদ্রবালক, এইক্ষণও তোর মুখে স্তন্যের গন্ধ রহিয়াছে, তুই উচ্চ কথা বলিস্! বুড় ছেলে, তুই ঈশ্বর প্রসঙ্গরূপ উচ্চাসনে যাইয়া আরোহণ করিতেছিস্, ধর্ম্মগ্রন্থে লেখনী চালাইতেছিস্।" মূর্খ তেরখ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে স্বর্গের বিদ্যালয় হইতে শিশু এব্রাহিম জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছেন, গূঢ়তত্ত্বের আলোক স্বর্গ

হইতে তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। যে জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে প্রকাশ পায় তাহা নিঃসংশয় অভ্রান্ত, যে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্ঞানের কথা বলেন তিনি তত্ত্বের সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

গর্ত্তের বাহিরে এব্রাহিমের আগমন।

একদিন এব্রাহিম জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, এই যেস্থানে আমি আছি ইহা ব্যতীত কি আর স্থান আছে?" জননী বলিলেন "বৎস, ইহা অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত, ভয়ঙ্কর স্থান, শত্রুর আক্রমণভয়ে তোমার জন্য এই স্থান মনোনীত করিয়াছি ও শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে এখানে রাখিয়াছি। নতুবা বিস্তৃত ভূমি ও উন্নত আকাশ বিদ্যমান, পৃথিবীর সীমা পাওয়া যায় না, জগতের অন্ত নাই।" এব্রাহিম ইহা শুনিয়া গর্ত্তের বাহির হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। আদনা স্বামীর মত গ্রহণ করিয়া এব্রাহিমকে বাহিরে লইয়া আসিলেন। তখন মহাত্মা এব্রাহিমের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম। সন্ধ্যাকালে তিনি সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইয়া প্রসারিত ভূমিতে পদার্পণ করেন, সর্ব্বপ্রথমে গগণ প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র তাঁহার নয়ন গোচর হয়। তিনি সেই নক্ষত্রটিকে দেখিয়াই আনন্দে বলিয়া উঠেন "ইহাই কি আমার পরমেশ্বর?" পরে যখন নক্ষত্র অস্তমিত হইল, "না, এ আমার পরমেশ্বর নয়, যে বস্তু চঞ্চল ও অস্তগত হয় তাহাকে আমি ঈশ্বর বলিতে পারি না।" অতঃপর ভুবন মোহন সুধাকর উদিত হইয়া সুবিমল জ্যোৎস্নাজালে ধরাতলকে উৎভাসিত ও অনুরঞ্জিত করিল, ইহা দেখিয়াই এব্রাহিম পুলকিত অন্তরে বলিয়া উঠিলেন "এই বুঝি আমার ঈশ্বর।" পরে চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে বলিলেন "না, না, এ আমার ঈশ্বর নয়, আমি অস্তগামী বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রেম করিব না।" পরে পূর্ব্ব দিকে প্রভাকর প্রভা বিস্তার করিল, এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে দেখিয়া মহা উৎসাহে এব্রাহিম বলিয়া উঠিলেন "ইহাই বুঝি আমার ঈশ্বর" অবশেষে সূর্য্যকে অস্তগত হইতে দেখিয়া তাহাকেও অস্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার অন্তর্শ্চক্ষু বিশেষরূপে উন্মিলিত হইল, তিনি বাহ্য বস্তু ও বাহ্য

জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন। নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্যাদি জড় পদার্থের ভিতর দিয়া বিশ্বপতি আসিয়া অন্তরে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তখন তিনি দুর্জ্জয় বিশ্বাস বল লাভ করিলেন, এবং অকুতোভয়ে জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা সকল বলিয়া জড়বাদী পৌত্তলিক দিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। এব্রাহিমের নক্ষত্র দর্শনাবধি কোরা-ণের কয়েকটী উক্তির অনুবাদ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "অন-ন্তর যখন তৎপ্রতি রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সে এক নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, তখন বলিল আমি অস্তগামী বস্তু সকলকে প্রেম করি না। পরে যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল সে বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, বলিল যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিপথগামী দিগের একজন হই। অনন্তর যখন সূর্য্যকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল ইহাই আমার প্রতিপালক, ইহাই শ্রেষ্ঠ, পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, সে বলিল হে লোক সকল, তোমরা যে (ঈশ্বরের) অংশী স্থা-পন কর নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি। যিনি দ্যুলোক ভূলোক সৃজন করিয়াছেন সত্যই আমি তাঁহার দিকে স্বীয় আনন সমুদ্যত রাখিয়াছি, আমি সত্য ধর্ম্মাবলম্বী, আমি পৌত্তলিক নহি। তাহার স্বগণ তাহার সঙ্গে বিবাদ করিলে সে বলিল "ঈশ্বর বিষয়ে তোমরা কি আমার সঙ্গে বিরোধ করিতেছ? নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার ঈশ্বর যাহা কিছু ইচ্ছা করিতেছেন তাহা ব্যতীত তোমরা তাঁহার সঙ্গে যাহাকে অংশীরূপে স্থাপন করিতেছ আমি তাহাকে ভয় করি না, আমার ঈশ্বর জ্ঞান প্রভাবে সমুদায় পদার্থকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছনা?" (সুরা এনাম।)

এব্রাহিম কর্ত্তৃক প্রতিমা সকলের অবমাননা।

আদনা এব্রাহিমকে গর্ত্তের বাহিরে আনিয়া গৃহে লইয়া গেলেন ও তাঁহার প্রতি অতুল স্নেহ ও আদর যত্ন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এ

দিকে পৌত্তলিকতা বিনাশ করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে এব্রাহিমের মন উৎসাহী ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমা সকলের প্রতি ও প্রতিমাপূজক দিগের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। একদিন পিতাকে বলিলেন "তাত, তোমার কি লজ্জা হয় না, পরমেশ্বর যে উত্তমাঙ্গ শীর্ষ সৃজন করিয়াছেন তাহা কাষ্ঠ খণ্ডের নিকটে প্রণত ও ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত কর, যে, মন স্বর্গীয় তত্ত্বালোক লাভের অধিকারী তাহাকে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের প্রেমে উৎসর্গ করিতেছ? যাহার দর্শন শক্তি শ্রবণ শক্তি নাই, তুমি এমন বস্তুকে পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছ, সে তোমাকে কোনরূপ ফল দান করিতে সক্ষম নহে। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহার পূজা করিবে সেই ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তোমার জন্য নরকের অগ্নি উদ্দীপন করিয়া তুলিবে। তেরখ স্বীয় উপাস্যদেবদিগের বিরুদ্ধে পুত্রের এই সকল উক্তি শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হন, তাঁহাকে বিশেষ রূপে ভৎর্সনা ও শাসন করেন।

তেরখ কাষ্ঠদ্বারা প্রতিমা গঠন করিতেন; প্রতিমা নির্ম্মাণে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ শিল্পী কেহই ছিল না। তিনি যে সকল দারুময়ী মূর্ত্তি গঠন করিতেন তাহা অন্য সকল কারিকরের নির্ম্মিত মূর্ত্তি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইত, এবং অধিক মূল্য দিয়া লোকে তাহা গ্রহণ করিত। তিনি আপন সন্তান গণের প্রতি প্রতিমা বিক্রয়ের ভার অর্পণ করিতেন, তাহারা তাহা বাজারে ও অন্য অন্য স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। বিক্রয়ের রীতি এই যে বিক্রেতা বণিক্‌গণ আপন বিক্রেয় বস্তুর প্রশংসা করিয়া থাকে, সেই গুণ বর্ণনা শুনিয়া লোকে তাহা ক্রয় করিতে আগ্রহ করে। এব্রাহিমের ভ্রাতৃগণও প্রতিমা সকলের নানা প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। একদিন তেরখ একটি পরম সুন্দর বৃহৎ প্রতিমা গঠন করিয়া বাজারে লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য এব্রাহিমের প্রতি অর্পণ করেন। এব্রাহিম পিতার শাসন ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া প্রতিমা সহ গৃহ হইতে বহির্গত হন, কতক দূর যাইয়াই প্রতিমার পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া পথে পথে ও বাজারে তাহা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "যে বস্তু দ্বারা কোন উপকার হয় না, কাহার কোন রূপ অনিষ্ট করিবারও যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা নাই কে এমন বস্তু ক্রয় করিতে চাহে?"

এইরূপে তিনি যত দূর হইতে পারে প্রতিমার নিন্দা ঘোষণা করিতে ছিলেন এবং মূর্ত্তিটী আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান ও ধূলি কর্দ্দমের মধ্য দিয়া টানিয়া চলিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কেহই তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছু হইল না, এব্রাহিমের কথায় ও ব্যবহারে প্রতিমাসম্বন্ধে লোকের ভক্তি বিশ্বাস হ্রাস হইতে লাগিল। গৃহে প্রত্যাগমনকালে এব্রাহিম একটি জলপ্রণালীর তীরে উপস্থিত হন। তিনি প্রতিমার মুখ জলে স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ঠাকুর, ক্লান্ত হইয়াছ, পিপাসা পাইয়াছে জল পান কর।" তখন প্রতিমার উপাসকদিগের নির্বুদ্ধিতা ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। যখন তিনি নানা প্রকার দুর্গতি ও লাঞ্ছনা করিয়া প্রতিমাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন এই প্রতিমাকে বিক্রয় করিলে না? তোমার ভ্রাতৃগণ উপযুক্ত মূল্যে সমুদায় প্রতিমা বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে।" এব্রাহিম বলিলেন "তাত, তোমার এই প্রতিমার গ্রাহক নাই, তোমার এই ঈশ্বরকে কেহই আদর করে না।" তেরখ বলিলেন "তুমি প্রতিমার গুণ বর্ণনা কর না, ইহাই অনাদরের একটী কারণ, এ নগরের লোক বিক্রেয় বস্তুর প্রশংসা না শুনিলে ক্রয় করিতে চাহে না।" এব্রাহিম বলিলেন "পিতঃ, আমি কেমন করিয়া প্রশংসা করি, এসকল বস্তু কোন প্রশংসারই যোগ্য নহে। ইহারা অন্ধ ও বধির এবং নিতান্ত দুর্ব্বল। হে পিতা, যাহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি নাই, যে তোমার হিতাহিত করিতে কিছুমাত্র সক্ষম নহে, তুমি তাহাকে পূজা করিও না।"

উক্ত হইয়াছে যে এক দিবস এব্রাহিম একটি প্রতিমাকে পথে পথে ঘুরাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে ইহাদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, যে ব্যক্তি কিনে তাহার অর্থক্ষতি হয় মাত্র।" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এক গলির ভিতর প্রবেশ করেন, তথায় একটি বৃদ্ধা নারী গৃহের বাহির হইয়া বলিল, "এব্রাহিম, তোমার পিতা কোথায়? তাহা হইতে আমি একটি দেবমূর্ত্তি ক্রয় করিব।" এব্রাহিম বলিলেন "আমা হইতে কেন ক্রয় কর না?" বৃদ্ধা বলিল "তুমি আমাদের পরমেশ্বরের নিন্দা করিয়া থাক, প্রশংসা কর না, এজন্য তোমা হইতে কিনিব না।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যে ঈশ্বরকে গৃহে রাখিয়াছিলে তাহা

কি হইল ?" বৃদ্ধা বলিল "গত রজনীতে তাহা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" এব্রাহিম কহিলেন "আমিও তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা করি শ্রবণ কর।" আমার নিকট তোমার এমন ঈশ্বর আছে যে তুমি তদ্দ্বারা চুল্লী উষ্ণ করিয়া রুটিকা প্রস্তুত করিতে পারিবে, যদি তুমি অন্ন পাক করিতে চাও তিনি তোমার অন্নস্থালী উষ্ণ করিয়া তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করিয়া দিবেন।" বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। তখন এব্রাহিম বলিলেন, "যদি এই ঈশ্বর ক্রয় না কর অন্য ঈশ্বর আছে, বিপদে পড়িলে তোমাকে তিনি আশ্রয় দিবেন, ডাকিলে শুনিবেন, তোমার প্রার্থনা তিনি গ্রাহ্য করিবেন। দুঃখের প্রান্তরে শ্রান্ত ও অবসন্ন ব্যক্তিদিগকে তিনি দয়া করেন ও তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ পাতকীর উপরে ক্ষমাবারি বর্ষণ করেন। তিনি স্তন্যপায়ী শিশুস্বরূপ পাপগ্রস্ত আত্মাকে দয়ার স্তন হইতে পুণ্য প্রেমরূপ দুগ্ধ দান করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম উচ্চারণে রসনার শোভা, তাঁহার গুণ শ্রবণে প্রাণের শান্তি।" এই কথা শ্রবণে বৃদ্ধার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, সে বলিল "এব্রাহিম, এইরূপ ঈশ্বরকে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করা যায় না, আমি নিতান্ত দরিদ্রা।" এব্রাহিম বলিলেন "ভাবনা নাই, একটি মন্ত্র বলি, তাহার সাহায্যেই তুমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তুমি বিশ্বাস করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ কর।" নারী তৎক্ষণাৎ সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিল, এবং বলিল "এব্রাহিম, প্রতিজ্ঞা করিলাম যেপর্য্যন্ত জীবন আছে তোমার পরমেশ্বরের দ্বারে মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিব।" তৎপর এব্রাহিম গৃহে চলিয়া গেলেন।

এব্রাহিমের প্রতিমা ভঙ্গ করা।

এব্রাহিম অনুক্ষণ স্বীয় ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন ও তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ এবং পৌত্তলিকতার নিন্দা ও তাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা পুত্তলিকার এইরূপ অবমাননা হইতেছে দেখিয়া লোক সকল ক্ষিন্নমনে তেরখের নিকটে যাইয়া অভিযোগ করিল। তেরখ পুত্রকে অনেক

তিরস্কার ও নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিলেন। এব্রাহিমও তাঁহাকে সমুচিত উত্তর দান করিলেন। তাহাতে নগরবাসিগণ বলিতে লাগিল "এব্রাহিম, তুমি এ কিরূপ নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলে, পিতা পিতামহের ধর্ম্মকে বিলুপ্ত করিতে চলিলে।" তিনি বলিলেন "যিনি আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও অনুগ্রহের দ্বার আমার প্রতি উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং আমাকে তোমাদের পরমেশ্বরগণের সংস্রব হইতে দূরে আনিয়াছেন তোমরা কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ আমার নিকটে অন্বেষণ করিতেছ?" তখন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার জ্ঞান শক্তি প্রেমের কথা এবং পুত্তলিকার হীনতা ও নির্জ্জীবতা যত দূর হইতে পারে মুক্তকণ্ঠে জ্বলন্ত ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে তাঁহার নিকটে এই সুসংবাদ আসিতে লাগিল যে "এব্রাহিম, একত্ববাদ, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার কর, ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলকে সত্য পথ প্রদর্শন কর।" সেই সময়হইতে এব্রাহিম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলকে আহ্বান করিয়া সভা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে সেদেশের এক মহোৎসব উপস্থিত হইল। সেই উৎসবের এই রীতি ছিল যে সকলে নানা প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেন, উৎসবের দিন প্রাতঃকালে সেসমস্ত নগরের প্রধান মন্দিরে লইয়া গিয়া পুত্তলিকা সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিতেন ও তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া উৎসবক্ষেত্রে চলিয়া যাইতেন, প্রত্যাগমন কালে পুনর্ব্বার মন্দিরে আসিয়া সেই সকল খাদ্য সামগ্রীকে দেবতাদের প্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে তাহা করিলে আরোগ্য লাভ হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। পরিচ্ছদ সকল দেবতাদিগের সুদৃষ্টিতে বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পরিধান করিতেন, তাহা পরিলে সম্বৎসর কাল সুখে ও আনন্দে এবং সুখ্যাতিতে যাপন করা যায়, তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল। উৎসব দিনের উষা কালে নগরবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে খাদ্য সামগ্রী ও পরিচ্ছদাদি মন্দিরে স্থাপন করিয়া উৎসবক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন, স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে যাইয়া উৎসবে যোগ দিলেন। এদিকে এব্রাহিম কোন ছল করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে না যাইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। সকল লোক চলিয়া গেলে মন্দিরকে

শূন্য দেখিয়া তিনি কুঠার হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রতিমা-দিগের সম্মুখে নানা প্রকার চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রী স্থাপিত দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বরগণ, ইহা খাইতেছ না কেন ? ব্যাপার কি কথা বলিতেছনা কেন ?" এই বলিয়া পুত্তলদিগের উপর কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই গৃহে সত্তর আশিটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি প্রথমতঃ তাহাদের সকলের হস্ত ছেদন করিলেন, অবশেষে সমুদায় মূর্ত্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূমিতলে ফেলিলেন। তন্মধ্যে উচ্চসিংহাসনে স্থাপিত নানা রত্নে খচিত একটি পরম সুন্দর ধাতুময়ী বৃহৎ প্রতিমা ছিল। তাহাকে মাত্র অক্ষত রাখিয়া তাহার স্কন্ধে পরশু স্থাপন করিলেন, এবং মন্দিরের দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। যখন নগরবাসিগণ উৎসবক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন তখন পূজনীয় দেবতাদিগকে কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও ভূপতিত দেখিয়া সকলে শোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ও চীৎকার বলিয়া উঠিলেন " কে আমাদের পরমেশ্বরগণের প্রতি এইরূপ আচরণ করিল, নিশ্চয় সে অত্যাচারী পাষণ্ড।" তাঁহারা জানিতেন যে পুত্তলিকার প্রতি এব্রাহিমের নিদারুণ আক্রোশ ও বিদ্বেষ, তিনি উৎসবে যোগ না দিয়া গৃহে একাকী ছিলেন, তাঁহা দ্বারাই এই দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে সকলে বিশ্বাস করিলেন। প্রধান প্রধান লোকেরা নম্‌রুদের নিকটে যাইয়া এতদুর্ঘটনা জানাইলেন। নম্‌রুদ জিজ্ঞাসা করিল "ঈশ্বরগণকে কে এরূপ অবমাননা করিল ?" সকলেই এব্রাহিমের একার্য্য এপ্রকার নির্দ্দেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া নম্‌রুদ এব্রাহিমকে রাজসভায় উপস্থিত করিবার জন্য আজ্ঞা করিল।

নম্‌রুদ্ ও এব্রাহিমের প্রশ্নোত্তর।

এব্রাহিম নিঃশঙ্কভাবে নম্‌রুদের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তখন এই-রূপ রীতি ছিল যে যে ব্যক্তি রাজার নিকটে উপস্থিত হইত সর্ব্বাগ্রে সিংহাসন পার্শ্বে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। এব্রাহিম সেই রীতির অনুসরণ করিলেন না, তিনি সেই অহঙ্কারী পাপিষ্ঠ রাজকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নম্‌রুদ প্রণাম না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এব্রা-

হিম বলিলেন "আমি পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে নমস্কার করি না।" নমরুদ জিজ্ঞাসা করিল "কে তোমার পরমেশ্বর?" এব্রাহিম বলিলেন "যিনি জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন তিনিই আমার পরমেশ্বর।" এই কথা শুনিয়া নমরুদ কারাগারহইতে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত দুই জন কারাবাসীকে আনয়ন করিয়া তখনি সেই দুই জন কারাবাসীর এক জনকে মুক্তি দান অপর জনের শিরশ্ছেদন করিল। তাহাতেই নমরুদ এক জনের জীবন দান অন্য জনের প্রাণ হরণ করিল মনে করিতে লাগিল। সেই মূর্খের এত দূর জ্ঞান ছিল না যে জীবনদানে জীবনের সৃষ্টি বুঝায়, কাহার প্রাণদণ্ডে বিরত হওয়া নয়; প্রাণহরণ অর্থে হত্যা করা নয়, হত্যাদি ক্রিয়া ব্যতিরেকে প্রাণকে দেহচ্যুত করা। ইহা নমরুদ ও তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুবর্ত্তীগণের মনে কিছুতেই স্থান পাইল না। যাহা হউক তখন এব্রাহিম বলিলেন "ঈশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত পশ্চিমদিকে অস্তমিত করেন, যদি তুমি পশ্চিম দিকে সূর্যকে উদিত করিতে পার তবে তোমার ঈশ্বরত্বের স্পর্দ্ধা করা শোভা পায়।" এই কথা শুনিয়া নমরুদ নিরুত্তর হইল। এবিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিল "আমাদের পরমেশ্বরগণের প্রতি তদ্রূপ দুর্ব্ব্যবহার কে করিল?" তিনি বলিলেন "প্রধান পরমেশ্বরটী অর্থাৎ বৃহৎ পুত্তলটী এ কাণ্ড করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন।" তখন রাজার অনুচরগণ বলিল "তুমি কি ভ্রান্ত নও যে প্রতিমা সকল কথা বলিতে অক্ষম, কোন ক্রিয়া তাঁহাদের দ্বারা হয় না, এ কার্য্য কোন প্রতিমা করিয়াছেন কেমন করিয়া বলিতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "ভাল মন্দ করিতে যাহার কোন ক্ষমতা নাই, বরং আপনার উপর অত্যাচার হইলে নিবারণ করিতে পারে না, তাহাকে পূজা করা কি তোমাদের নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য নয়?" পৌত্তলিকগণ ইহার উত্তর দানে অক্ষম হইলেন। সকলে লজ্জিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন, আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আপনাদের উপাস্য দেবদিগের অপমান ও দুর্গতির প্রতিক্রিয়ার জন্য এব্রাহিমকে গুরুতর শাস্তিদানে শাসন করিতে পরামর্শ স্থির করিলেন।

নমরুদ তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি কি বিশেষ শাস্তি বিধান করিবেন মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সকলের পরামর্শে এব্রাহিমকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করা স্থির হইল।

এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন ও তাহা হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি।

মহাত্মা এব্রাহিমকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করা ও তাহা হইতে তাঁহার নিরাপদে নিষ্কৃতি লাভ ব্যাপারে পারস্য ইতিহাসলেখকগণ নানা অলৌকিক ক্রিয়া ও অপ্রাকৃতিক ঘটনার কথা বাহুল্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন, বঙ্গীয় লেখক তাহার অনুসরণ না করিয়া সঙ্ক্ষেপে সার সার কথা দ্বারা উক্ত ঘটনাটী ব্যক্ত করিতেছে। কেহ বলেন চল্লিশ দিন কেহ বলেন সাত বৎসর এব্রাহিম কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। পরে নমরুদ সেই জ্যোতিষ্মান্ পুরুষকে প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর হুতাশনে নিক্ষেপ করে। একটি পর্ব্বতমূলে কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করা হয়। মহাশব্দে অগ্নি আকাশে ভয়ানক শিখা বিস্তার করিলে হস্তপদ বন্ধন করিয়া এব্রাহিমকে পর্ব্বতের উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রযোগে তাহাতে নিক্ষেপ করে। রাজকিঙ্করগণ তাহাকে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য যখন অগ্নির নিকট আনয়ন করিল, তিনি সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে আসিলেন, তখন সেই ধর্ম্মবীরের বদনে আশ্চর্য্য স্বর্গীয় জ্যোতি, নয়নে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছিল। তিনি বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত স্বীয় প্রভুকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনা দান করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই ভীষণ বহ্নিকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সেই প্রলয়াগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া ভক্তের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ঝড় বৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। ইতিহাসলেখকগণ বলেন যে মেঘ ও বায়ুর দেবতা আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের কোন কার্য্য করিতে হয় নাই। এব্রাহিম অগ্নিতে

বিসর্জ্জিত হইয়া ছিলেন, ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার গাত্ররোমে ও পরিধান বস্ত্রেও অগ্নির উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই, অগ্নি শীতল হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে যে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়াছিল সেই স্থান পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। দেবতাগণ এই অগ্নিপরীক্ষা ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। তখন তাঁহারা সকলে ভক্তের জয়ঘোষণা ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। ভয়ঙ্কর অগ্নি মধ্যে অলৌকিকরূপে এব্রাহিমের জীবন রক্ষা পাইতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

এব্রাহিমের ধর্ম্ম প্রচার ও তাঁহার বাবেল রাজ্য পরিত্যাগ।

যখন এব্রাহিম সেই ভয়ঙ্কর অগ্নির ভিতর হইতে অক্ষত শরীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, তখন শত সহস্র লোক এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র লুত যাঁহাকে পরমেশ্বর প্রেরিতত্ব পদে বরণ করিয়াছিলেন এব্রাহিমের নিকটে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এব্রাহিমের পিতৃব্যপুত্রী সারা নাম্নী এক পরম রূপবতী মহিলা এব্রাহিম কর্ত্তৃক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, পরে এব্রাহিম তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে সারা হেরাণ দেশের রাজার কন্যা ছিলেন, যে সময়ে এব্রাহিম হেরাণে যাইয়া বাস করেন তখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সারা যে এব্রাহিমের পিতৃব্য কন্যা একথাই অধিকতর প্রামাণিক। বহুলোক এব্রাহিমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, দিন দিন তাঁহার ধর্ম্মের উন্নতি ও অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া নমরুদ চিন্তিত ও ভীত হইল। এক দিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিল "তোমার এই নূতন ধর্ম্মের প্রচারে আমার রাজ্যে শান্তি রক্ষা পাইতেছে না, রাজকীয় কার্য্যে বিঘ্ন ও শাসন প্রণালীতে নানা বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইয়াছে, এই ক্ষণ তুমি আপন বন্ধু বান্ধব ও অনুচরগণ সহ এদেশ হইতে চলিয়া যও, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন, তিনি তোমার সহায় ও বন্ধু আছেন।" এব্রাহিম

এই কথায় সম্মত হইলেন; তখন তিনি বাবেল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কেনাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে যে এব্রাহিমের প্রজ্বলিত অগ্নিহইতে নিরাপদে প্রাণ রক্ষা পাওয়ারূপ অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া নমরুদ অত্যন্ত চমৎকৃত হয়, এব্রাহিমের বিশেষ প্রতাপ ও ক্ষমতা আছে বুঝিতে পারে, তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তখন নম্রুদ এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া ভূমিতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলে "এব্রাহিম, আমি তোমার ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে ইচ্ছু; তাঁহার জন্য কিছু বলির সামগ্রী উপস্থিত করিতেছি।" এব্রাহিম বলিলেন "তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিলে তিনি বলিদান গ্রাহ্য করিবেন না। যে পর্য্যন্ত তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবে তোমার কোন অনুষ্ঠানই ফলপ্রদ হইবে না।" নম্রুদ বলিল "এব্রাহিম, ধন সম্পদ্ মান সম্ভ্রমের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিব না, যখন তোমাদ্বারা আমি ঈশ্বরের ক্ষমতা দর্শন করিলাম তখন তাঁহার নিকটে আমার দীনতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া নম্রুদ চারি সহস্র গো, কোন কোন ইতিহাসবক্তা বলিয়াছেন যে চল্লিশ সহস্র গো ও চল্লিশ সহস্র ছাগ ও উষ্ট্র ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিদান করিয়াছিল। রাজা ধর্ম্ম গ্রহণেও উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাতে বাধা দেয়, এব্রাহিমের পিতৃব্য হারাণনামক ব্যক্তি নম্রুদের প্রধান সচিব ছিল। সেই বিশেষভাবে নিবারণ করিয়া বলে "আপনি পৃথিবীর ঈশ্বর হইয়া স্বর্গের ঈশ্বরের দাস হইবেন, আপন ঈশ্বরত্ব পরিত্যাগ করিবেন আপনার পক্ষে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমান।" নমরুদ তাহার এই মন্ত্রণা গ্রাহ্য করে। পরমেশ্বর এব্রাহিমকে নম্রুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন, তাহাতে তিনি বাবেল নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

যখন এব্রাহিম হনিফ * ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, নর নারী

---

* "হনিফ" শব্দের অর্থ সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এব্রাহিমের এক উপাধি "হনিফ" তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে এজন্য "হনিফী" ধর্ম্মবলে। এব্রাহিমের অপর উপাধি "খলিল্লালা"। ইহার অর্থ ঈশ্বরের সত্য বন্ধু।

সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। নম্‌রুদ ও নম্‌রুদের অনুবর্ত্তী লোকদিগের ইচ্ছা হইল যে তাঁহাকে হত্যাকরে, তিনি অনলে দগ্ধ হইলেন না ভাবিয়া তাহারা তাঁহার হত্যা দুঃসাধ্য মনে করিল, সুতরাং তাঁহাকে নির্ব্বাসন করাই যুক্তি যুক্ত বলিয়া জানিল। এব্রাহিম লুত ও সারাকে সঙ্গে করিয়া বাবেল নগর হইতে প্রস্থান করিলেন। একদিনের পথ চলিয়া গেলে পর সারার পাণিগ্রহণ করিতে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, তদনুসারে তিনি সারাকে বিবাহ করেন। অতঃপর একটি গর্দ্দভ ক্রয় করিলেন ও সারাকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া হেরাণ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন এব্রাহিমের বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর। তিনি হেরাণে যাইয়া কিছুকাল অবস্থিতি করেন, তথাহইতে মেসর দেশাভিমুখে চলিয়া যান।

এব্রাহিমের মেসরে গমন করা ও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া।

মেসরে কিবতী বংশীয় সাদুক নামক এক পশুপ্রকৃতি দুর্দান্ত নরপতি ছিল। সাদুক কোথাও কোন সুন্দরী নারী আছে জানিতে পাইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া আপন অন্তঃপুরে বদ্ধ করিত। যখন এব্রাহিম মেসরের নিকটে উপনীত হইলেন, লুত তাঁহাহইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। এক বিশেষ জাতিকে ধর্ম্মালোক দান করিবার জন্য তিনি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত পদে বরিত হইয়াছিলেন। কোরাণের ভাষ্য তফ্‌সির হোসেনীতে লুতের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, "লুত আজরের পৌত্র হারণের পুত্র ও মহাত্মা এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এব্রাহিম যখন বাবেলহইতে কেনান দেশে চলিয়া যান তখন লুত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমেশ্বর লুতকে প্রেরিতত্ব দান করিয়া মওতফক্কাতনামক স্থানের অধিবাসীদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। মওতফক্কাতে পাঁচটি নগরের সম্মিলন। সাদোমা সেই সকল নগরের মধ্যে প্রধান ছিল। আমুরা, দাউমা, সাবুরা ও সউদা অপর চারিটি নগর। প্রত্যেক নগরে চারি সহস্র লোকের বাস ছিল। লুত সাদোমাতে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করেন। উনত্রিশ বৎসর তিনি সেখানে বাস করিয়া সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত

হইবার জন্য উপদেশ দেন। উক্ত নগরবাসী পুরুষদিগের দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে বিগর্হিত ব্যভিচার প্রধান ছিল। ঈশ্বর সেই সকল লোকের পরিণাম জানাইলেন।"

এদিকে এব্রাহিম মেসরের দুরাচার রাজার চরিত্র শ্রবণ করিলেন এবং জানিতে পাইলেন যে, স্থানে স্থানে সুন্দরী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানার্থ রাজার ভৃত্য সকল নিযুক্ত আছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া এক সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া সারাকে সেই সিন্দুকের ভিতরে স্থাপনপূর্ব্বক মেসরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজনিয়োজিত শুল্কগ্রাহী লোকেরা সিন্দুকের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্য দ্রব্য আছে ভাবিয়া তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখিতে চাহে। এব্রাহিম তাহাতে অনেক আপত্তি করেন ও বহু অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে সিন্দুক উদ্ঘাটনে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন, তাঁহার এই অনুরোধ বিফল হয়। তাহারা সিন্দুক উন্মোচন করিয়া তন্মধ্যে সেই ভুবনমোহিনী কামিনীকে দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হয়, এবং রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করে। রাজা সংবাদমাত্র সারাকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। তখন এব্রাহিম নানা প্রকার ছল কৌশল করিয়াও সারাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই দুরাচার রাজা সারার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া যায়, হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমুদ্যত হয়। সতী আকুল হইয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হন ও কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকেন। বিপদ্‌ভঞ্জন পরমেশ্বর তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। তখন ঈশ্বরের অভিসম্পাতে সাদুকের হস্ত স্পন্দনশক্তিহীন অসার হইয়া পড়ে। তাহার মহাত্রাস উপস্থিত হইল, সে চতুর্দ্দিক্‌ অন্ধকার দেখিতে লাগিল, তাহার প্রাসাদ যেন কাঁপিয়া উঠিল। সতীর প্রতি অত্যাচার করাতে তাঁহার পবিত্র জীবনের তেজ প্রভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে সাদুক ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কাতর ভাবে বলিল যে "আর আমি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিব না, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর।" ঈশ্বর প্রসাদে তখন তাহার মনের উদ্বেগ চলিয়া যায় ও হস্ত প্রকৃতিস্থ হয়। কথিত আছে এই শিক্ষা পাইয়াও সাদুক পরক্ষণে ভুলিয়া যায়, পুনর্ব্বার কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়ে ও আপন কলঙ্কিত হস্ত প্রসা-

রণ করে। আবার তাহার মনে উদ্বেগ ও অশান্তি এবং হস্ত অবসন্ন হয়, পুনর্ব্বার সারার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। তিনবার এরূপ ঘটনা হইয়াছিল, পরে সাহুক বিশেষরূপে অনুতপ্ত হইয়া সেই দুরভিসন্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, এবং সবিনয়ে সারাকে জিজ্ঞাসা করে "দেবি, তুমি কে? তোমার বিবরণ আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" সারা বলিলেন "আমি ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা এব্রাহিমের ভার্য্যা, ঈশ্বর আপন ভক্তদিগের রক্ষক ও আশ্রয়, কাহার সাধ্য যে তাঁহার ভক্তের সহধর্ম্মিণীর প্রতি অত্যাচার করে? আমি স্বামীর সঙ্গে এদেশে আগমন করিয়া তোমা কর্ত্তৃক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, আমার মুক্তির প্রতীক্ষায় তিনি বহির্দ্দেশে স্থিতি করিতেছেন।" তখন এব্রাহিম ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন। সাহুক হাজেরা নাম্নী এক পরম রূপবতী দাসীকে সারাকে উপহার দেয়, কথিত আছে সাহুক হাজেরার প্রতি ও অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে ও তাহার হস্ত অসার হইয়া পড়ে, ও সে নানা ক্লেশে পতিত হয়, পরে অনুতপ্ত হইয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। অতঃপর সাহুক এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁহাকে গোমেষাদি অনেক পশু উপহার দেয়। সারা রাজপ্রাসাদহইতে বাহিরে আসিয়া এব্রাহিমকে উপাসনায় প্রাপ্ত হন। এব্রাহিম পত্নীর সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া আনন্দমনে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করেন।

এব্রাহিমের ফলস্তিনে গমন।

অতঃপর এব্রাহিম মেসরে অবস্থিতি করা উচিত বোধ করিলেন না, তথা হইতে তিনি সস্ত্রীক কেনানের অন্তর্গত ফলসতিন নামক প্রদেশে চলিয়া যান, সেদেশের একজন শূন্য স্থানে যাইয়া বাস করেন। সেখানে জলাশয় ছিল না, তিনি একটি কূপ খনন করেন, তাহাতে প্রভূত জল উৎপন্ন হয়, এমত কি কূপের মুখ ছাপিয়া ভূমিতে নির্ম্মলজলের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। তাঁহার সঙ্গে অল্প পরিমাণ খাদ্য ছিল, কিয়দ্দিন পরেই তাহা নিঃশেষিত হয়। ঈশ্বর কৃপায় তিনি সেই অরণ্য ভূমিতে অলৌকিকরূপে খাদ্য প্রাপ্ত হন।

অবশেষে সেই কূপের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃষ্ণাতুর লোকেরা দেশদেশান্তর হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহুলোক তথায় বাসস্থান স্থাপন করে, ক্রমে সেই বনভূমি নগরে পরিণত হয়। সমাগত লোকেরা প্রথমতঃ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এব্রাহিমের আনুগত্য স্বীকার করে, পরে ধর্ম্মদ্রোহী অবাধ্য ও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি তাহাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রমলা ও আয়লিয়া ভূমির মধ্যবর্ত্তী কেশু নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। বয়তোল্‌মকদ্দসের নামান্তর আয়লিয়া। এব্রাহিম চলিয়া গেলে পর উক্ত কূপের জল অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন তাঁহার শত্রুগণ আপনাদের অসদাচরণের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়, তাহারা এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে তথায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করে, তিনি সম্মত হন না। কথিত আছে এব্রাহিম তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাতে পুনর্ব্বার কূপের জল বৃদ্ধি হয়।

এব্রাহিমের বাবেলে প্রত্যাগমন, ও নম্‌রুদের মৃত্যু।

যখন এব্রাহিম ফনসতিন প্রদেশে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয় যে তুমি নম্‌রুদের নিকটে যাইয়া তাহাকে ও তাহার অনুচরবর্গকে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান কর। এব্রাহিম তদনুসারে বাবেলে যাইয়া নম্‌রুদকে বলিলেন "তুমি বল যে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন কর ও ঈশ্বরকে এক মাত্র প্রভু বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।" নম্‌রুদ ইহা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "তোর ঈশ্বরদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, দেখ্‌ আমি তোর ঈশ্বরহইতে স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইতেছি। আমি তোর ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করিব, তাহাকে বল্‌ যেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সসৈন্যে উপস্থিত হয়।" দুরাত্মা নির্ব্বোধ নম্‌রুদ এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল, বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিল ও ঈশ্বরের সৈন্যের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, এবং গর্ব্ব করিয়া এব্রাহিমকে বলিতে লাগিল, "কোথায় তোর ঈশ্বর ও তাহার সৈন্য, ভয় পাইয়াছে বুঝি।" এব্রাহিম

বলিলেন "ব্যস্ত হইও না, শীঘ্র আমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিবেন। স্বর্গহইতে তাঁহার দুর্জ্জয় সৈন্য আসিবে, প্রতীক্ষা কর।" এব্রাহিম ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে রণ-ক্ষেত্রের আকাশ যেন প্রলয় মেঘে আচ্ছন্ন হইল, উহা মেঘ নয় বন্য মশক-পুঞ্জ, ঈশ্বরের প্রেরিত অগণ্য সৈন্য; সেই মশক রাশি গভীর নাদে চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় ও আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিয়া নম্‌রুদের সৈন্যকে আক্রমণ করিল। সেনাগণের শরীর ও অশ্ব উষ্ট্রাদি বন্য পশুর গাত্র আপাদ মস্তক মশকজালে আচ্ছাদিত হইল, তাহাদের কর্ণ ও নাসারন্ধ্রে পুঞ্জ পুঞ্জ মশক প্রবেশ করিল। মশকের দংশনে তাহারা চীৎকার করিয়া সমর ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং দলে দলে প্রাণত্যাগ করিল। নম্‌রুদের নাসাচ্ছিদ্রে একটি মশা প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিল। কথিত আছে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

এব্রাহিমের পুনর্ব্বার কেনান দেশে যাত্রা।

নম্‌রুদ প্রাণত্যাগ করিলে পর তাহার অমাত্য ও অন্য অন্য প্রধান রাজকর্ম্মচারী এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে "এপর্য্যন্ত এরাজ্য নম্‌রুদের ছিল, এইক্ষণ আপনার হইল, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় করুন।" এব্রাহিম বলিলেন "পৃথিবীর রাজত্বদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই, যে রাজ্যে আমি বাস করিতেছি তাহা অবিনাশী রাজার রাজ্য, আমি সেই অবিনশ্বর প্রভুর কিঙ্কর। এদেশ ও মেসর দেশ ভূপতিদিগের স্থান, কেনান দেশ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রেরিত পুরুষগণের বিহার ভূমি। আমি এরাজ্যে বাস না করিয়া কেনানে যাইয়া বসতি করিব।" তখন নম্‌রুদের অনুচর ও জ্ঞাতিবর্গ বলিল "আপনার সঙ্গে আমরাও কেনানে যাইয়া অবস্থিতি করিব।" তৎপর এব্রাহিম সদলে কেনান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথমতঃ রহিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন, তিনি সেই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করেন, তথা হইতে ফোরাত নদীর কূলে আগমন করিয়া একটি নগর স্থাপন করেন, সেই নগরের নাম রকিয়া। সেই স্থান হইতে [illegible]

চলিয়া যান, তথা হইতে যেস্থানে মেসরাধিপতি হাজেরা কে সারা দেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তথায় উপনীত হন। তখন মেসর রাজ্যেশ্বর সাহুকের ধর্ম্মে মতি হয়, সাহুক এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মগ্রহণ করে। ফলতঃ যিনি মহাত্মা খলিলাল্লার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তিনিই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া দীক্ষিত হইতেন এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া বিদায় লাভ করিতেন। তৎপর এব্রাহিম দমস্কে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা দেন। দমস্ক হইতে তিব নগরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া ধর্ম্মদ্রোহী নগরবাসিগণ পলাইয়া যায়, কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকেরা উপঢৌকন সহ আসিয়া এব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তথা হইতে কেনানে উপস্থিত হন ও ফল্‌স তিনে যাইয়া সারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সারা তাঁহার কুশলাগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ দান করেন!

এস্মায়িল ও এস্‌হাকের জন্ম ও হাজেরার নির্ব্বাসন।

সারা বন্ধ্যা ছিলেন, যৌবনকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সন্তান হইল না, ইহা দেখিয়া তিনি স্বামীকে বলিলেন "তুমি হাজেরাকে বিবাহ কর, হয় তো পরমেশ্বর তাহার গর্ভে তোমাকে পুত্র সন্তান দান করিবেন ও তোমার বংশ রক্ষা পাইবে।" তাহাতে এব্রাহিম হাজেরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হাজেরা পরম রূপবতী যুবতী ছিলেন। তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হইল, তিনি যথাকালে একটি পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। মোহম্মদীয় জ্যোতি এই সন্তানেই সঞ্চারিত হইল। ইহাঁর বংশেই জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ মোহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বালকই মোসলমান জাতির আদি পুরুষ। হিব্রু ভাষায় এই বালকের আস্মুয়েল নাম হয়, পরে তিনি এস্মায়িল নামে প্রসিদ্ধ হন। এব্রাহিম পুত্রকে অতিশয় সুন্দর ও সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিতে থাকেন, এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে কষ্ট বোধ করেন। সারা অনপত্যা, দাসী হাজেরা পুত্রবতী হইল, পুত্রের জন্য সে স্বামীর

বিশেষ আদর ও প্রীতি লাভ করিল, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হইল, তিনি হাজেরার নানা প্রকার অশিব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন "এব্রাহিম, তুমি সারাকে বিষণ্ণ রাখিও না, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার মনোরঞ্জন কর, সে যাহা ইচ্ছা করে তাহা সম্পাদন কর।" এব্রাহিম হাজেরা অপেক্ষা সারাকে অধিক সম্মান ও সেবা করিতে বাধ্য ছিলেন। অন্তরে ঈশ্বরের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সারার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছু হন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "হাজেরার সম্বন্ধে তোমার মানস কি বল।" সারা বলিলেন, "যেস্থানে লোকালয় নাই, জল নাই, শস্যক্ষেত্র নাই এমন স্থানে হাজেরাকে পুত্র সহ নির্ব্বাসিত করিয়া আইস, এই আমার ইচ্ছা, তাহা হইলে আমার সন্তোষ সাধন হয়।" এব্রাহিম এই কথায় সম্মত হইলেন, তিনি হাজেরা ও এস্মায়িলকে সঙ্গে করিয়া বোরাক * আরোহণে মক্কার প্রান্তরে চলিয়া গেলেন। তখন সেই স্থান জনশূন্য জলশূন্য কণ্টকবনাকীর্ণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। এইক্ষণ মক্কা নগরে যেস্থনে জমজম্ কূপ ও কাবা মন্দির বিদ্যমান সেস্থানে এব্রাহিম স্বীয় পত্নী ও পুত্রকে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নিকটে কতগুলি খোর্ম্মা ফল ও এক মশক জল রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। হাজেরা দেখিলেন যে এব্রাহিম তাঁহাকে ফেলিয়া একাকী চলিয়া যাইতেছেন, তখন তিনি সভয়ে আস্তে ব্যস্তে তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী রাখিয়া কোথায় যাইতেছ?" কোন উত্তর পাইলেন না। এব্রাহিম এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাজেরার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। যেহেতু তিনি সারার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে জলহীন ও শস্যহীন দুর্গম স্থানে হাজেরাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে কোন কথা কহিবেন না ও তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না। হাজেরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া পরে এই মাত্র প্রশ্ন করিলেন "নাথ, আজ তুমি আমার প্রতি যে আচরণ করিতেছ তাহা কি পরম প্রভুর আদেশানুসারে করিতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন, হাঁ। হাজেরা এই কথা শুনিয়া নীরব

---

* "বোরাক" এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।

হইলেন. এবং এব্রাহিমের পশ্চাদ্গমনে ক্ষান্ত রহিলেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হউক বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন, ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া রহিলেন, ক্রমে এব্রাহিম তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন। তখন হাজেরা করপুটে নিবেদন করিলেন "প্রভু পরমেশ্বর, আমি শিশু পুত্রসহ শস্যহীন জলহীন প্রান্তরে তোমারই আশ্রয়ে বাস করিতেছি।" অতঃপর এব্রাহিম শোকার্ত্তহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে সারার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। সারার সঙ্গে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে তাঁহার ও সারার বৃদ্ধাবস্থা, তাঁহার একশতবৎসর সারার নব্বইবৎসর বয়ঃক্রম ; তখন সন্তান হইবে কোন আশা ও সম্ভাবনা ছিল না, তজ্জন্য উভয়ে দুঃখিত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় বৃদ্ধাবস্থায় সারা গর্ভবতী হইলেন ও যথাকালে পরম রূপবান্ পুত্র প্রসব করিলেন, শিশুর সৌন্দর্য্যের ছটায় গৃহ আলোকিত হইল। এব্রাহিম তাঁহার নাম এস্‌হাক রাখিলেন। এই এস্‌হাকই ইহুদি জাতির আদি পিতা, তাঁহার বংশে মুসা ঈসা প্রভৃতি বহু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন। কেনানের লোকেরা বলে যে এস্‌হাক এব্রাহিমের ঔরস পুত্র নহেন, বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পালন করিয়াছিলেন।

জমজমের উৎপত্তি ও মক্কা নগরের সূত্রপাত।

এদিকে হাজেরা সেই মহা ভীষণ অরণ্যে স্তন্যপায়ী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। একটি বন্ধু নাই, কোনরূপ আশ্রয় নাই, কি ভয়ানক অবস্থা। কখন মাতা পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করেন, কখন শিশু জননীর মুখের দিকে তাকাইয়া কান্দিয়া উঠেন। হাজেরা স্বামিপ্রদত্ত সেই খোর্ম্মাভল ভক্ষণ ও পানীয় পান করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছিলেন, এস্মায়িল স্তন্য পান করিয়া জীবিত ছিলেন। অল্পদিন পরে জল নিঃশেষিত হইল, হাজেরা প্রবল পিপাসায় অস্থির হইলেন। এস্‌মায়িলকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোন লোকের সহায়তা প্রাপ্ত হন কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সফা গিরি

নিকটে ছিল, তাহার উপরে যাইয়া আরোহণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নামিয়া আসিলেন। তথা হইতে মরওয়া শৈলের নিকটে চলিয়া গেলেন, সেখানেও কাহার কোন চিহ্ন পাইলেন না। সফা ও মরওয়ার ব্যবধান দুইশত পদ ভূমি। তিনি জল ও লোকের অন্বেষণে সফা হইতে মরওয়া শৈলে, মরওয়া হইতে সফা শৈলে উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। এইরূপ এক পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে সাত বার করিয়া তাঁহাকে দৌড়িতে হইয়াছিল। যাঁহারা ব্রতধারী হইয়া হজ্জ করিতে মক্কা-তীর্থে উপস্থিত হন, হাজেরার সেই প্রধাবন স্মরণার্থ তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ সাত বার করিয়া সফা ও মরওয়ায় ধাবমান হইতে হয়। হাজেরা এক এক বার দৌড়িতেছিলেন আর প্রাণাধিক পুত্র এস্মায়িলের সংবাদ লইতেছিলেন, যেহেতু শিশুটি বা হঠাৎ কোন হিংস্র জন্তুর করাল কবলে পতিত হয় এই ভয়ে ভীতছিলেন। ইতি মধ্যে তিনি মরওয়া গিরির দিকে শব্দ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু কে কথা বলিতেছে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন, কেহ যেন এই বলিতেছে, "হাজেরা, স্বস্থানে ফিরিয়া যাও, তোমার সন্তান বিনষ্ট হইবে না, সে আপন পিতার সাহায্যে এই স্থানে ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, তাহা দ্বারা লোকের অশেষ কল্যাণ হইবে।" হাজেরা এই কথা শ্রবণে মনে সান্ত্বনা লাভ করিয়া এস্মায়িলের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে এক জন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন "নারি, তুমি কে?" তিনি বলিলেন "আমি এব্রাহিমের ভার্য্যা।" আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি তোমাকে এই ভয়ানক স্থানে কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন ও কাহার আশ্রয়ে রাখিয়াছেন?" হাজেরা বলিলেন "পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রাখিয়াছেন।" তখন সেই তেজস্বী পুরুষ বলিলেন "তিনি উত্তম আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, ভয় নাই।" এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন। কথিত আছে হাজেরা সেই সময়ে সম্মুখ ভাগে দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ একটি সুনির্ম্মল জলের উৎস দেখিতে পাইলেন। পরমেশ্বর সেই উৎস হাজেরার জন্য উৎসারিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্রবণই জম্‌জম্‌ নামে আখ্যাত, ইহার জল পুণ্য জল বলিয়া সমাদৃত। হাজেরা উৎস দেখিয়া মহা আনন্দ

লাভ করেন, তাহার জলপান করিয়া তিনি ও শিশুটি পরিতৃপ্ত হন।

ইহার কিছুকাল পরে এয়মন দেশের জরহম বংশীয় এক দল বণিক্ মক্কার পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, জলাভাবে তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া ছিল, তাঁহারা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ জল অন্বেষণ করিতে ছিলেন। ইতি মধ্যে একদল জলচর পক্ষীকে উড়িয়া আসিতে দেখিলেন। তাঁহারা সেই বিহঙ্গকুল দেখিয়া মনে করিলেন যে এই প্রান্তবের কোন স্থানে অবশ্য জল আছে, যেহেতু এই সকল পক্ষী জল ছাড়া থাকিতে পারে না। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা দুই ব্যক্তিকে অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সেই দুই জন জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই উৎসের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয়। তথায় দেখে যে এক পরম রূপবতী নারী একটি সুন্দর শিশুকে সঙ্গে করিয়া প্রস্রবণের এক পার্শ্বে বাস করিতেছেন। সেই প্রস্রবণ দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না, তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে হাজেরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি দেবী, না মানবী ?" হাজেরা আত্ম বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে " প্রভু পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাকে ও এই বালককে এই নির্ঝর দান করিয়াছেন।" তৎপর তাহারা জম্‌জমের জল পান করিয়া সেই জল অতিশয় নির্ম্মল ও সুরস প্রাপ্ত হইল। তৎক্ষণাৎ যাইয়া সঙ্গীদিগকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। তখন তাঁহারা সকলে সহর্ষে আসিয়া সেই জল পান করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন, এবং সেই প্রান্তরকে পশু চারণের বিশেষ উপযুক্ত স্থান ও তথাকার বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ করিলেন। আবাসের জন্য তাঁহারা সেই স্থান মনোনীত করিয়া হাজেরার নিকটে বলিলেন যে, "আমরা তোমার প্রতিবেশী হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের দ্বারা তোমার যথোচিত সেবা হইবে।" হাজেরা বলিলেন "এই প্রস্রবণে আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিবে, এই অঙ্গীকারে তোমরা এস্থানে বসতি করিতে পার।" তাঁহারা একথায় সম্মত হন, এবং স্বদেশে যাইয়া স্বজনবর্গ ও গোমেষাদি পশু এবং কতুরা নামক সম্প্রদায়কে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আইসেন। উক্ত জরহম জাতি মক্কার উচ্চভূমিতে এবং কতুরা জাতি নিম্ন ভূমিতে বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। মজাজনামক ব্যক্তি জরহমদিগের

দলপতি এবং সমিদা কুতুরাদের দলপতি ছিলেন। তাঁহারা সকলে সে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং হাজেরা ও এস্‌মায়িলের প্রতি বিশেষ যত্নপরায়ণ হইলেন। এইরূপে মক্কার নির্জ্জন প্রান্তরে লোকের বসতি হইল। জরহমদিগের সংসর্গ ও বন্ধুতা লাভ করিয়া হাজেরা ও এস্‌মায়িল অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইলেন। এস্‌মায়িল তাঁহাদের সাহায্যে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের নিকটে আরবি ভাষা শিক্ষা করিলেন, কথিত আছে যে আরব্য ভাষায় তিনি প্রথম সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে এব্রাহিমের চরিত্রের সদ্গুণ সকলে অধিকার লাভ করেন, অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠেন।

পুত্রবলিদানে এব্রাহিমের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা ও তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া।

এব্রাহিম মাসান্তে একবার অশ্বারোহণে মক্কায় আসিয়া হাজেরা ও এস্‌মায়িলের সংবাদ লইয়া যাইতেন। তিনি সারাকর্ত্তৃক এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া ছিলেন যে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে হাজেরার গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহার সেবা ও আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং সেই অঙ্গীকার পালনের জন্য এব্রাহিম হাজেরার নিকটে আসিয়াই চলিয়া যাইতেন, অশ্ব হইতে নামিয়া বিলম্ব করিতেন না। এই রূপে কতিপয় বৎসর অতীত হয়, ক্রমে এস্‌মায়িল ষোড়শবৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হন, তাঁহার শরীর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তখন তিনি সময়ে সময়ে ধনুর্ব্বাণ লইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইতেন। তৎকালে এব্রাহিম কখন কখন আসিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক দুই এক দিন রাত্রি যাপন করিতেন। সেই অবস্থায় তিনি একদিন রজনীতে প্রিয়তম সন্তানকে বলিদান করিবার জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। একদল ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত বলেন যে এস্‌মায়িলের বলিদানে আদেশ হইয়া ছিল, আর একদল এস্‌হাককে বলিদান করিতে আজ্ঞা হইয়া ছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। এবিষয়ে দুই দলের নির্দ্ধারণে বিষম অনৈক্য। কিন্তু অধিকাংশ প্রধান

ইতিহাসবিদ্ এস্মায়িলের সম্বন্ধে আদেশ হওয়ার কথাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, লিখকও সেই অধিকাংশের নির্দ্ধারণ অবলম্বন করিল। একদিন এব্রাহিম স্বপ্নে দেখেন যে এস্মায়িল তাঁহার ক্রোড়ে আছে, এক দেবতা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে "এব্রাহিম, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, এই বালককে আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।" স্বপ্ন দর্শনের পর এব্রাহিমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি এই ভয়ানক স্বপ্নের বিষয় ভাবিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন, ইহা পাপাসুরের কার্য্য ভাবিয়া তাহাকে অভিসম্পাতপূর্ব্বক অবশিষ্ট রজনী উপাসনা প্রার্থনায় যাপন করিলেন। পর দিন ভাবিতে লাগিলেন যে, এই স্বপ্ন কি আমার চিন্তাসম্ভূত, না, পাপাসুরের কার্য্য, না ঈশ্বরের লীলা; নিশ্চয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই দিবস শুদ্ধ স্থানে যাইয়া শুদ্ধ মনে নিদ্রিত হইলেন, পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলেন যে দেবতা তাঁহাকে বলিতেছেন "আমি পরমেশ্বরের প্রেরিত, তোমার সন্তানকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলি দান কর।" পরক্ষণে এব্রাহিম জাগরিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে ইহা কখন শয়তানের কার্য্য নয়, ইহা ঈশ্বর-প্রেরিত স্বপ্ন। সেই দিন পুনরায় স্বপ্নে দেখিলেন যে দেবতা আসিয়া বলিতেছেন "এব্রাহিম, পরমেশ্বর তোমাকে আদেশ করিতেছেন, উঠ, স্বীয় পুত্রকে বলিদান কর, নিশ্চয় জানিও ঈশ্বর পাপ করিতে আজ্ঞা করেন না, সৎকর্ম্মেই আদেশ করিয়া থাকেন।" এই তৃতীয় দিবসের স্বপ্ন দর্শনে এব্রাহিম সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইলেন, জানিলেন যে পুত্রকে বলিদান করার সময় উপস্থিত, ইহা একান্ত ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তখন হাজেরার নিকটে যাইয়া বলিলেন, এস্মায়িলকে স্নান করাইয়া তাহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করিয়া দেও, এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহাকে সুসজ্জিত কর।" হাজেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য বালককে সুসজ্জিত করিবার কারণ কি?" এব্রাহিম বলিলেন "তাহাকে কোন বন্ধুর নিকটে লইয়া যাইতেছি, এজন্য তাহার বেশ বিন্যাস আবশ্যক।" (কেহ কেহ বলেন এব্রাহিম মক্কাতে এই স্বপ্ন দেখেন নাই, কেনানে দেখিয়া এস্মায়িলকে বলিদান করিবার জন্য মক্কায় চলিয়া আসিয়াছিলেন।) অনন্তর এস্মায়িলকে বলিলেন "বৎস,

ছুরিকা ও রজ্জু সঙ্গে লও, কোরবাণি (বলিদান) হইবে।" এস্‌মায়িল পিতার আজ্ঞানুসারে তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাত, কোথায় যাইতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "বন্ধুর নিমন্ত্রণে যাইতেছি।" এস্‌মায়িল জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই বন্ধুর গৃহ কোথায়?" এব্রাহিম বলিলেন "তাঁহার আলয় পবিত্র ভূমিতে, এই দ্যুলোকপ্রাসাদ ও ভূলোকশয্যা তাঁহারাই কৃত।" এস্‌মায়িল জিজ্ঞাসা করিলেন "পিতঃ, তোমার সেই সখা আমাদের সঙ্গে কি একত্র ভোজন করিবেন?" এব্রাহিম বলিলেন, "না, তিনি পান ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন না, তিনি ভোজন করান, ভোজন করেননা।" সরলপ্রকৃতি এস্‌মায়িল প্রশ্ন করিলেন "তাত, তোমার সখা কি অত্যন্ত ধনবান্?" এব্রাহিম বলিলেন "হাঁ স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য তাঁহারই।" কথিত আছে এইরূপ কথোপকথন করিয়া পিতা পুত্র কিয়দ্দূর পথ চলিয়া গেলে পাপপুরুষ ভাবিল যে এস্‌মায়িল ও তাহার পিতা মাতাকে বিপাকে ফেলিবার এই উপযুক্ত সময়, অন্য সময় সুযোগ ঘটিয়া উঠিবে না। ইহা ভাবিয়া সে বৃদ্ধ পুরুষের আকারে প্রথমতঃ হাজেরার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এব্রাহিম তোমার সন্তানকে কোথায় লইয়া গিয়াছে?" হাজেরা বলিলেন "তিনি তাহাকে লইয়া এক বন্ধুর আলয়ে গিয়াছেন।" সেই পুরুষ বলিল "তাহা নয়, বরং তাহাকে বধ করিতে লইয়া গিয়াছে।" হাজেরা বলিলেন "এব্রাহিমের হৃদয় অতিশয় স্নেহপ্রবণ, তিনি পিতা হইয়া কি পুত্রকে হত্যা করিবেন? ইহা কখন হইতে পারে না।" বৃদ্ধরূপী পাপপুরুষ বলিল "এব্রাহিমের এইরূপ বিশ্বাস যে এস্‌মায়িলকে বলিদান করিবার জন্য সে আদিষ্ট হইয়াছে।" তখন হাজেরা বলিলেন "যদি তিনি বলিদানে আদিষ্ট হইয়া থাকেন তবে প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ মন প্রাণে পালন করিতে আমরা প্রস্তুত। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা অপেক্ষা কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ।" তখন বৃদ্ধ নিরাশ হইয়া হাজেরার নিকট হইতে চলিয়া গেল, এস্‌মায়িলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বলিল, "এস্‌মায়িল, পিতা তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, অবগত আছ?" এস্‌মায়িল বলিলেন "এক বন্ধুর সন্নিধানে লইয়া যাইতেছেন।"

পাপাত্মর বলিল "না, তোমাকে হত্যা করিতে লইয়া যাইতেছেন।" এস্মায়িল বলিলেন "পিতা পুত্রকে হত্যা করেন ইহা কি কখন দেখিয়াছ?" তখন সে বলিল "এব্রাহিম মনে করিতেছে যে ঈশ্বর তাহাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন।" এস্মায়িল বলিলেন "ঈশ্বরের এ প্রকার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহা শিরোধার্য্য।" শয়তান এস্মায়িলের নিকট নিরাশ হইয়া এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিল "সাধো, তুমি পুত্রকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" এব্রাহিম বলিলেন "এই পর্ব্বতের গুহায় কোন প্রয়োজনে যাইতেছি।" বৃদ্ধ বলিল, তুমি তাহাকে বলিদান করিতে লইয়া যাইতেছ, আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যে মনে করিতেছ ঈশ্বর এরূপ আদেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং শয়তান স্বপ্নে দর্শন দিয়া এই কথা বলিয়াছে যে আপন পুত্রকে বলিদান কর, সাবধান! শয়তানের কথায় স্বীয় স্নেহাস্পদ তনয়কে বধ করিও না, পরে সন্তাপিত হইবে, সেই সময় অনুতাপ করিয়া কোন লাভ হইবে না।" তখন এব্রাহিম বুঝিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধই শয়তান, দূর হও বলিয়া ধম্কাইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন "নিশ্চয় ঈশ্বর আমার এই হৃদয়-নন্দন পুত্র এস্মায়িলকে বলিদান করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, আমা দ্বারা ও আমার সন্তান দ্বারা তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না।" এই কথা শুনিয়া বর্ষীয়ান্ ক্ষুব্ধ ও নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিল। পর্ব্বতের ভিতর হইতে এই রূপ শব্দ হইল, "এস্মায়িল, এইক্ষণ পিতা তোমার শোনিতপাত করিবে, আমার গর্ভে তোমার কবর হইবে।" পর্ব্বতে এই ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইল শুনিয়া এস্মায়িল বলিলেন "পিতঃ, পর্ব্বত আমাকে এই আশ্চর্য্য কথা শুনাইতেছে।" তিনি যাহা শুনিয়া ছিলেন তাহা পিতাকে জানাইলেন। এব্রাহিম বলিলেন "বৎস, উহা পাপপিশাচের উক্তি, পর্ব্বতের ভিতর হইতে সে এই কথা বলিতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ করিও না।" অতঃপর এব্রাহিম তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গিরিগুহায় লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন "বৎস, সত্যই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে তোমাকে বলিদান করিতেছি, এইক্ষণ তোমার কি অভিপ্রায়।" এস্মায়িল এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও কিছুই বিচলিত হইলেন না, শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"পিতঃ, প্রভু পরমেশ্বর কি আমাকে বলিদান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন?" এব্রাহিম বলিলেন। "হাঁ, তিনি আদেশ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া এস্‌মায়িল অক্ষুব্ধমনে বলিলেন "এই দেহ প্রভুর কার্য্যে ব্যয় হইবে আমার সৌভাগ্যের বিষয়, প্রভুর আদেশ হইয়া থাকিলে আর বিলম্ব করিবে না, কেননা বিলম্ব হইলে আজ্ঞা সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সত্বর আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া গলদেশে ছুরিকা অর্পণ কর।" পরে বা স্নেহবশতঃ এব্রাহিম বলিদানে সঙ্কুচিত হন এবং মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া নিজে অধৈর্য্য ও অনিচ্ছুক হন, এজন্য এস্‌মায়িল বলিদানে সত্বর হইবার জন্য পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিরূপ প্রণালীতে বন্ধন ও স্থাপন করিয়া বলিদান করিতে সহজ হইবে নিজেই পিতাকে তাহা বলিয়া দিলেন। এব্রাহিম এস্‌মায়িলকে তদ্রূপ বন্ধন ও বেদীর উপর স্থাপন করিয়া ছুরিকা হস্তে বলিদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন সময় অধ্যাত্ম জগতের এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন "এব্রাহিম, তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, ক্ষান্ত হও, স্নেহভাজন পুত্রকে আর বলিদান করিতে হইবে না, তুমি আমার যথার্থ দাস, এইক্ষণ তোমার প্রতি আমার কৃপা প্রকাশের সময় উপস্থিত, পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি কর, যাহা তোমার নয়নগোচর হয় তাহা আমার উদ্দেশ্যে বলিদান কর।" এই মহাবাণী শ্রবণে এব্রাহিম পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, একটি প্রাচীন মেষ পর্ব্বত হইতে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই মেষটিকে যাইয়া ধরিলেন, এবং এস্‌মায়িলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে সেই মেষটিকে বলিদান করিলেন। তখন পিতাপুত্র উভয়ে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া আনন্দমনে গৃহে চলিয়া গেলেন।

কাবা মন্দির স্থাপন।

হাজেরার আগমনের পর মক্কার অরণ্য কি প্রকারে লোকালয়ে পরিণত হয় পূর্ব্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে, ক্রমে লোক বৃদ্ধি হইয়া নগরে পরিণত

হয়। এব্রাহিম হইতেই মক্কা নগরের সূত্রপাত ও তাঁহা হইতেই সেই স্থান তীর্থে পরিণত হইয়া উঠে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তথায় এক মন্দির স্থাপন করেন। এব্রাহিম স্বয়ং স্থপতি হইয়া এস্‌মায়িলের সাহায্যে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। এব্রাহিম প্রতিষ্টিত সেই মন্দিরই বর্ত্তমান কাবা মন্দির। ইহার এইক্ষণ পূর্ব্বের অবস্থা নাই, পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার করিতে হইয়াছে। এব্রাহিমের সময় হইতেই এই মন্দিরের মহা গৌরব ও মাহাত্ম্য, এইক্ষণও নানাদেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসিয়া এই মন্দির দর্শন ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর এব্রাহিমের পদচিহ্ন আছে, তাহাকে লোকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। কাল ক্রমে প্রতিমার বিনাশকারী এব্রাহিমের এই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হয়, বহুকাল যাত্রিকগণ এখানে প্রতিমা দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে আইসে। অনন্তর প্রায় তের শত বৎসর হইল এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ সেই সমুদয় প্রতিমা ধ্বংস করিয়া কাবামন্দিরে অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তদবধি কাবার সঙ্গে পৌত্তলিকতার কোন সংস্রব নাই।

এব্রাহিমের দান ও আতিথ্য সৎকার।

এব্রাহিমের অগণ্য গোমেষাদি পশু ছিল, তিনি সেই পশুপাল চরাইতেন ও তদ্দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন একজন ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকটে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তৎশ্রবণে এব্রাহিম প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া সেই ভিক্ষুককে নিজের সমুদায় সম্পত্তি প্রদান করেন। এব্রাহিম অতিথিকে অত্যন্ত আদর করিতেন, আতিথ্য সৎকারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। একদিন তিনি একত্র ভোজন করিবার আকাঙ্ক্ষায় অতিথির অন্বেষণ করিতে ছিলেন। পথে এক বৃদ্ধকে পাইয়া গৃহে লইয়া আইসেন। বৃদ্ধ ধর্ম্মবিরোধী ছিল, এব্রাহিম ইহা জানিতে পাইয়া

অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তাহার মন পরিবর্ত্তনের জন্য বহুচেষ্টা করিলেন, কোন মতেই সে, ধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হইল না। এব্রাহিমের পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধ ক্ষুব্ধ হইয়া ভোজন না করিয়াই চলিয়া গেল। তখন পরমেশ্বর এব্রাহিমকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন "এব্রাহিম, আমি এই বৃদ্ধকে তাহার বিদ্রোহিতা সত্ত্বে চিরজীবন অন্নদান করিয়াছি, আমার ভাণ্ডার তাহার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, অদ্য এক দিনমাত্র অন্নের জন্য তোমার প্রতি সে অর্পিত হইয়াছিল, হায়! তাহাকে তুমি অন্নে বঞ্চিত করিয়া ক্ষুধিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলে।" এব্রাহিম এই বাণী শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের পশ্চাতে দৌড়িলেন, ও সবিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ পূর্ব্বে অনাদর পরে আদর করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এব্রাহিম সেই প্রত্যাদেশের কথা জানাইলেন। এই কথা বৃদ্ধের মনে অতিশয় সংক্রামিত হইল। এই বিষম বিদ্রোহী পাষণ্ডের প্রতি তাঁহার এত দয়া এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের একজন পরম ভক্ত হইল।

এব্রাহিমের পুত্র মদয়ন।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের পুত্র মদয়ন সারার গর্ভজাত, না হাজেরার তাহার নিশ্চয় তত্ত্ব পাওয়া যায় নাই। বোধ করি মদয়ন হাজেরার গর্ভোৎপন্ন এস্মায়িলের অনুজ ছিলেন। সারা বন্ধ্যা বলিয়াই প্রসিদ্ধা। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার গর্ভে একমাত্র এস্‌হাক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন এস্‌হাক তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নহেন, পালিত পুত্র ছিলেন। মদয়নের বংশোৎপন্ন লোকেরা মদয়ন জাতি বলিয়া খ্যাত হয়। কোরাণশরিফে ঈশ্বরের উক্তিস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে "মদয়ন জাতির প্রতি তাঁহার ভ্রাতা শোঅয়বকে (প্রেরণ করিয়া ছিলাম")। তফসিরে বিবৃত হইয়াছে যে "মদয়ন জাতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই প্রকার তুল ও পরিমাণ যন্ত্র রাখিত, বৃহৎ যন্ত্রদ্বারা ক্রয় ক্ষুদ্র যন্ত্রদ্বারা বিক্রয় করিত, এইরূপে তাহারা সকলকে ঠকাইত। শোঅয়ব এই প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইবার

জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন। মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন, সেই মদয়নের বংশোদ্ভব লোকদিগকে মদয়ন জাতি বলে, তাহাদের প্রতি শোঅয়ব প্রেরিত হইয়াছিলেন।" মদয়ন নম্রুদের কন্যা রগজার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি পরীক্ষা ব্যাপারের পর এব্রাহিমের প্রতি রগজার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়া ছিল, তখন তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া ধর্ম্মগ্রহণ করেন। নম্রুদ কন্যার এই আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া বহু বৎসর নানা প্রকার যন্ত্রণা দান করে। অবশেষে রগজা পরমেশ্বরের অদ্ভুত কৌশল ও কৃপা বলে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া এব্রাহিমের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন। এব্রাহিম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল এব্রাহিমের সঙ্গে দেশ পর্য্যটনে থাকিয়া নানা প্রকার কষ্টভার বহন করিয়াছিলেন। তৎপর এব্রাহিম স্বীয় পুত্র মদয়নের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। রগজার গর্ভে মদয়নের ক্রমে বিংশতি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এব্রাহিমের জীবনের মহত্ত্ব।

মহাপুরুষ এব্রাহিমের প্রতি হজরত মোহম্মদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তিনি আপনাকে তাঁহার অনুবর্ত্তী বলিয়া পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন ও লোকদিগকে বলিয়াছেন যে তোমরা এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুসরণ কর। মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনে প্রত্যাদেশের গৌরব আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাই-য়াছে। তিনি পরমেশ্বরের একান্ত অনুগত জ্বলন্ত বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন, ঈশ্বরাদেশ ও তাঁহার প্রেমের অনুরোধে আপন শরীর স্ত্রী পুত্র সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হাসিতে হাসিতে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন, ঘোর অরণ্যে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, এক ভিক্ষুকের মুখে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব দান করিলেন। ফলাফল চিন্তা কিছুই করিলেন না। ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ঈশ্বরের একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্য কাহাকে বলে তিনি আপন জীবন দ্বারা যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ বিরল।

এব্রাহিম দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ছিলেন, কেহ বলেন যে তিনি দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। কেহ বলেন পঞ্চান্নব্বই বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিম হইতে ত্বকচ্ছেদ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়. এব্রাহিম প্রথম পাদুকা ও পায়জামা পরিধান করেন।

উপদেশবাণী।

পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বিংশতি পুস্তিকা দান করিয়া ছিলেন। প্রায় সকল পুস্তিকাই উপদেশপূর্ণ, সেই সকল উপদেশের কয়েকটি উপদেশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

" হে মানব, তোমার প্রাত্যহিক উপাসনা সাধনের জন্য আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন, তুমিও আমার প্রদত্ত প্রাত্যহিক উপজীবিকা লাভ করিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

হে মানব, যাহা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ভবিষ্যদ্দিবসের জন্য প্রেরণ কর।

হে মানব, যিনি তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ তুমি তাহাকে দান কর।

হে মানব, তুমি সমগ্র জীবন অনিত্য সংসার উপার্জ্জনে ব্যয় করিলে, পরলোক সাধন কখন করিবে?

হে মানব, আমি তোমার চক্ষুর উপর আবরণ এজন্য সৃজন করিয়াছি যে কুদৃষ্টি হইবার উপক্রম হইলে চক্ষুকে অবরোধ করিবে, এবং তোমার মুখের উপর অধরোষ্ঠরূপ কপাট এজন্য স্থাপন করিয়াছি যে কুবাক্য বলিবার উপক্রম হইলে তাহা দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে।

হে মানব, যাহারা বহু আশা করিয়া সংসারান্বেষণ করে ও অল্প অনুষ্ঠান করিয়া পরলোক আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাদিগের কথা ঋষিদিগের ন্যায় কিন্তু কার্য্য কপটের; যাহারা দান না পাইলে অসহিষ্ণু হয়, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না, তুমি তাহাদিগের দলভুক্ত হইও না।

হে মানব, যে ব্যক্তি নিজের জন্য তোমাকে প্রেম করে সে প্রেম করে না, আমি তোমাকে তোমার জন্য প্রেম করিতেছি, সাবধান, আমা হইতে দূর হইও না।

হে মানব, তোমার গলায় নিজের ও অন্যের দোষের ঝুলী ঝুলিতেছে, তুমি অন্যের দোষের প্রতি চক্ষু স্থাপন করিয়া আছ, আপন দোষের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছ, ইহা উচিত নয়।

হে মানব, যদি তুমি স্বর্গ আকাঙ্ক্ষা কর তবে প্রভু পরমেশ্বরের ভজনা করিতে থাক, যে কার্য্য আমার প্রিয় তুমি তাহা কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রিয় যাহা, তাহা সম্পাদন করিব। তুমি নরককে ঘৃণা কর, তোমার ঈশ্বরও পাপকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তুমি আমার ঘৃণার সামগ্রীকে অর্থাৎ পাপকে পরিত্যাগ কর, আমিও তোমার ঘৃণার সামগ্রী নরক হইতে তোমাকে রক্ষা করিব।

হে মানব, সংশয় হইতে দূরে থাক তাহা হইলে আমাকে জানিতে পাইবে; ভোগে বিরক্ত হও তাহা হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে; এবং আমার ভজনার জন্য আপনাকে প্রস্তুত কর আমার সঙ্গে মিলিত হইবে।

দুঃখী মানব সংসারেরর জন্য যাহা করিয়া থাকে স্বর্গ লোকের জন্য যদি তাহা করে তবে ঈশ্বর তাহাকে অবাধে স্বর্গে লইয়া যান; ঈশ্বর যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করে তবে ঈশ্বর তাহাকে পৃথিবীতে ভাগ্যবান্ করেন; যদি সে অবৈধ পরিত্যাগ করে তবে স্বীয় ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে; এবং যদি অসত্য পরিত্যাগ করে তবে সে একজন ঈশ্বরের সত্য বন্ধু হয়।

হে মানব, যাহা তোমার আছে তাহা হইতে ভিক্ষুক দরিদ্রকে বঞ্চিত করিও না, তাহা হইলে আমিও তোমা হইতে দয়া বঞ্চিত করিব না, আমি যেমন তোমার অতিথিকে আদর করি তুমি আমার অতিথিকে সেরূপ আদর করিও। এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো, কে তোমার অতিথি?" প্রত্যাদেশ হইল, "যে দীন হীন ভিক্ষুক তোমার নিকটে উপস্থিত হয় সে আমার অতিথি।"

তোমরা সর্ব্বদা পাপ করিতেছ, আমি পূর্ণ ক্ষমাশীল, আমার নিকটে

প্রত্যাগমন কর ও অনুতাপ কর, তাহা হইলে তোমারা যাহা করিয়াছ ক্ষমা করিব, সঙ্কুচিত হইব না।

হে মানব, যখন তোমার ক্রোধ হয় তখন আমাকে স্মরণ করিও, তাহা হইলে আমি দয়ার সহিত তোমাকে স্মরণ করিব।

হে মানব, যে ব্যক্তি অল্প উপজীবিকা লাভে আমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমিও অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট।

হে মানব, তিনটি বস্তু আছে তাহার একটির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ, আর একটির সঙ্গে তোমার বিশেষ সম্বন্ধ, অপরটি তোমার ও আমার মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ। প্রথমটি তোমার শরীরস্থ আত্মা, দ্বিতীয়টি তোমার ক্রিয়া, তৃতীয়টি প্রার্থনা।

হে মানব, "ঈশ্বর বৈ উপাস্য নাই" এই কথা বলিয়া কেহ কখন স্বর্গে যায় না। যে ব্যক্তি তৎসঙ্গে এই কয়েকটি অনুষ্ঠান করে, যথা ;—আমার মন্দিরে বিনীত হয়, আমার প্রসঙ্গে জীবন যাপন করে, আমার অনুরোধে অবৈধ বিষয় হইতে আত্মাকে নিবৃত্ত রাখে, আমার সন্তোষের জন্য দীন দুঃখী দিগকে আপনার পার্শ্বে স্থান দান করে, অনাথের প্রতি দয়া করে, ফকির দিগের সঙ্গে সদ্ভাব করে, সেই স্বর্গে যায়।

হে মানব, যে পরিমাণে তোমার মন সংসারের প্রতি অনুরাগী হইবে সে পরিমাণে তোমার অন্তরহইতে আমার প্রেম প্রত্যাহৃত হইবে, যে পরিমাণে তুমি সংসারে লোভী হইবে সে পরিমাণে আমি তোমাহইতে ধর্ম্মের মিষ্টতাকে দূর করিব।

হে মানব, তোমাকে আমি বিষয় সঞ্চয় করিবার জন্য সৃষ্টি করি নাই, ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

হে মানব, পুনঃ পুনঃ আমার সান্নিধ্য অন্বেষণ কর, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তুমি আমার প্রতিবেশী হও, তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীদিগের সঙ্গে সহবাস করিয়া আমার সন্তোষ অন্বেষণ কর, অসত্যকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে ও অন্য এক সময়ে আমাকে কিছুকাল স্মরণ কর, আমি এই দুই সময়ের মধ্যে তোমার প্রতি প্রচুর কল্যাণ বিধান করিব।

হে মানব, তুমি প্রার্থনায় শ্রান্ত হইও না, আমি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে

শ্রান্ত নহি ; যদিচ বহুপাপ করিয়াছ তথাপি আমার দয়ায় নিরাশ হইও না, আমার দয়া সকলের প্রতি উন্মুক্ত।

হে মানব, তোমার প্রার্থনা ও অন্বেষণ ব্যতিরেকে আমি স্বীয় দয়া গুণে তোমাকে ধর্ম্মবিশ্বাস দিয়াছি, অতএব প্রার্থনা ও অন্বেষণ সত্বে কেমন করিয়া আমি তোমাকে স্বর্গ দানে কৃপণতা করিব ?

হে মানব, যে ব্যক্তি তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন হয় তুমি তাহার সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইও. যে ব্যক্তি তোমাকে দানে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান করিও, যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে কথা বলে না তুমি তাহার সঙ্গে কথা বলিও, যে ব্যক্তি তোমার ক্ষতি করে তুমি তাহার হিত সাধন করিও, তাহা হইলে তুমি স্বর্গবাসী অগ্রগামী লোকদিগের একজন হইবে।

এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, যে ব্যক্তি তোমার ভয়ে মুখমণ্ডল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে সে, কি পুরস্কার পাইবে ?" পরমেশ্বর বলিলেন "তাহার পুরস্কার আমার ক্ষমা, আমার স্বর্গ" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "প্রভো, যে ব্যক্তি বিধবারও নিরাশ্রয় বালকের আশ্রয় হয় তাহার কি পুরস্কার ?" ঈশ্বর বলিলেন "আমি আপন স্বর্গের আশ্রয়ে তাহাকে রক্ষা করি।"

[সম্পূর্ণ।]

মহাপুরুষচরিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত।

(আদি বাইবল ও বিশেষ বিশেষ মোহম্মদীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।)

"—নিশ্চয় সে (মুসা) বিশুদ্ধ ছিল ও প্রেরিত প্রচারক ছিল, ও সায়না গিরির
দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আমি তাহাকে ডাকিয়াছিলাম এবং কথা বলার
অবস্থায় তাহাকে নিকটস্থ করিয়াছিলাম।" "সত্য সত্যই
আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি * * *
এস্রায়েলমণ্ডলীর জন্য পথপ্রদর্শক
করিয়াছি।" (কোরাণ)

কলিকাতা।

৬ নং কলেজ স্কোয়ার "বিধান যন্ত্রে" শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৵০ মাত্র।

সূচী।

ওঁ একমেবা দ্বিতীয়ম্।

মহাপুরুষ মুসার জীবন চরিত।

বনি এস্রায়েলের মেসরে বসতি।

বনি এস্রায়েলের মেসরে যে প্রকারে বসতি হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। এব্রাহিমের পুত্র এসহাক্ ও এসহাকের পুত্র ইয়কুব, ইয়কুবের অপর নাম এসরাইল, এসরাইল ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি কেনান দেশে বাস করিতেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র হয়। প্রথম দশ পুত্রের নাম রুবেণ, সমযুন, লেবি, য়িহুদা, ইসাখব, সিবুলুন্, দান, নপ্তানি, গাদ্, আসের। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ইয়ুসোফ ও সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম বেনিয়ামীন ছিল। ইয়ুসোফ পরম সুন্দর ও বহুগুণালঙ্কৃত পুরুষ ছিলেন, এবং ইয়কুবের বৃদ্ধাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়ুসোফ সুশীল, সুবোধ ও সুশ্রী এবং বৃদ্ধাবস্থার সন্তান বলিয়া ইয়কুব তাঁহার প্রতি সমধিক স্নেহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। ইয়ুসোফের প্রতি পিতার অধিকতর স্নেহ ও বাৎসল্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠ দশ ভ্রাতার অন্তরে বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠে। তখন ইয়ুসোফের যৌবন কাল। ইতিমধ্যে ইয়ুসোফ স্বপ্নে দেখেন যে চন্দ্র সূর্য্য ও একাদশ নক্ষত্র তাঁহাকে সম্মান করিতেছে। তিনি এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ইয়কুব ভাবিলেন যে ইয়ুসোফ একজন অত্যন্ত বড় লোক হইবে। তদবধি তিনি তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি ভাল বাসা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, চক্ষের অন্তরাল হইতে দিতেন না। ইয়কুবের প্রচুর সম্পত্তি ও অগণ্য গোমেষাদি পশু ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ ভাবিলেন যে পিতা প্রবল স্নেহবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়ুসোফকেই সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন, আমাদিগকে তাহা হইতে একবারে বঞ্চিত রাখিবেন। এই ভাবিয়া তাহারা অন্তরে বিষম যাতনা ভোগ করে ও তাহাদের ঈর্ষানল

সমধিক প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তাহারা প্রান্তরে ক্রীড়া আমোদ করিবার ছলে বহু অনুনয় বিনয়ে ইয়কুবকে সম্মত করিয়া তাহার নিকট হইতে ইয়ুসোফকে লইয়া যায়। এবং হত্যা করিবার কামনায় অরণ্যে লইয়া গিয়া এক পুরাতন বৃহৎ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেই পথ দিয়া এক দল বণিক্ মেসর দেশে যাইতে ছিলেন; তাঁহারা পিপাসাকুল হইয়া জল অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হন। বণিক্ দলপতি কূপ হইতে জল তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইয়ুসোফকে উঠাইয়া লন। তখন ইয়ুসোফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ নিকটে ছিল; তাহারা আসিয়া বলে "এ আমাদের দাস, আমরা ইহাকে তোমার নিকটে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।" বণিক্ যৎকিঞ্চিৎ মূল্যদানে ইয়ুসোফকে ক্রয় করিয়া মেসরে চলিয়া যান। ভ্রাতৃবর্গ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতাকে বলে যে ইয়ুসোফকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে। ইয়কুব শোকাকুল চিত্তে কালযাপন করিতে থাকেন।

এদিকে বণিক্ মেসরে যাইয়া ইয়ুসোফকে দাসরূপে বিক্রী করিবার জন্য নগরে উপস্থিত করেন। বহুলোক ইয়ুসোফের রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া সর্ব্বস্ব দানে তাঁহাকে ক্রয় করিতে উদ্যত হন; পরিশেষে মেসরাধিপতির আজিজমেসর উপাধি প্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী প্রচুর অর্থ দানে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া গৃহে লইয়া আসেন। মন্ত্রীর পত্নী জোলয়খা ইয়ুসোফকে দেখিয়া তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হন ও তৎপ্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বশীভূত করিয়া স্বীয় কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু ইয়ুসোফ কিছুতেই ব্যভিচারে স্বীয় জীবনকে কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন না। মন্ত্রী পত্নী নিরাশ হইয়া ইয়ুসোফের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ভয়ানক অপবাদ দিয়া নানা ছলে কৌশলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কেহ বলেন সাত বৎসর কেহ বলেন দ্বাদশ বৎসর ইয়ুসোফ কারাগারে বন্দী ছিলেন। ইতিমধ্যে মেসরাধিপতি রেয়াণ এক স্বপ্ন দেখেন, কোন পণ্ডিত সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, পরে ইয়ুসোফের নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়, তিনি উত্তমরূপে তাহার ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। এই ঘটনার কিছু কাল পরে মেসরে এবং,

কেনানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইয়ুসোফ পূর্ব্বেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া রাজ্যের নানা বিভাগ হইতে প্রচুর শস্য সংগ্রহপূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিলে তিনি উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে শস্য বিতরণ করিতে থাকেন। ক্রমে কেনানে এই সংবাদ প্রচার হয়। ইয়ুসোফের দুর্ভিক্ষনিপীড়িত ভ্রাতৃবর্গ শস্য ক্রয় করিবার জন্য কেনান হইতে মেসরে ইয়ুসোফের নিকটে আগমন করেন। তদুপলক্ষে ইয়ুসোফের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হয়, এবং ইয়ুসোফ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে তিনি বৃদ্ধ পিতাকে ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে কেনান হইতে আনাইয়া লন। তদবধি তাঁহারা মেসরে অবস্থিতি করে। এইরূপে মেসরে এস্রায়েল ও বনি এস্রায়েলের অর্থাৎ ইয়কুবের সন্ততিগণের বসতি হয়। খ্রীষ্টজন্মের সতরশত ছয় বৎসর পূর্ব্বে এস্রায়েল উনসত্তর জন পুত্র কলত্র জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সহ মেসরে আসিয়া বাস করেন, তদবধি ক্রমে তাহাদের বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইয়ুসোফ এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন, খ্রীষ্টজন্মের ১৬৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয়, তিনি উনচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে একাত্তর বৎসর পর্য্যন্ত মেসরে অবস্থিতি করেন। তাঁহা দ্বারা মেসরে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। মেসরের আদিম নিবাসী কিব্‌তীজাতি, তাহারা এস্রায়েল জাতিকে অত্যন্ত বিদ্বেষ করিত। মেসরের রাজগণও বনি এস্রায়েলের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতে থাকে।

ফেরওণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

মেসরাধিপতি ঈশ্বরবিদ্রোহী ফেরওণের প্রকৃত নাম কাবুস বা কয়তিস অথবা (দ্বিতীয়) অলিদ ছিল, কেহ কেহ বলেন তাহার নাম মসার তাহার পিতার নাম অলিদ। এইক্ষণ যেমন মেসরপতির খদিভ, তুরুষ্কাধীশ্বরের সোল্‌তান, ইরাণরাজের শাহ উপাধি তদ্রূপ পুরাকালে যিনি মেসরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইতেন তিনি ফেরওণ উপাধি লাভ করিতেন।

কোরাণ শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফেরওণ প্রজাদিগকে বলিয়াছিল "আমি তোমাদিগের প্রধান ঈশ্বর, তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে ঐহিক পারত্রিক দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।" এই ফেরওণের প্রথম জীবন নিন্দনীয় ছিল না, সে পূর্ব্বে সামান্য অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছিল, অনেক দুঃখ ক্লেশের পর সে মেসরের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, রাজা হইয়াই সে ঈশ্বরত্বের অভিমান করে, ও বনি এস্রায়েলের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাতে পরমেশ্বর মহাপুরুষ মুসাকে প্রেরণ করিয়া তাহাকে বিশেষ শাস্তি দান করেন, ও তাহার অত্যাচার হইতে এস্রায়েল সন্ততিগণকে মুক্ত করিয়া কেনানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কথিত আছে যে ফেরওণের জন্মস্থান বলখ। সে তথা হইতে দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া বিউশহমা নামক নগরে আগমন করে, সেখানে হামান নামক এক দুরাত্মার সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হয়। সেই বিউশহমা নগরেই হামানের নিবাস ছিল। ফেরওণ তথা হইতে মেসরে চলিয়া আইসে, হামানও তাহার সঙ্গে তথায় আগমন করে, তখন খরবুজার সময় ছিল, তাহাদের সঙ্গে অর্থ সম্পত্তি কিছুই ছিল না, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক জন ক্ষেত্রস্বামীর নিকটে খাদ্য প্রার্থী হয়। ক্ষেত্রপতি তাহাদের প্রতি খরবুজা বিক্রয়ের ভার অর্পণ করে, তাহারা তাহার পারিশ্রমিকরূপে খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কাবুস (ফেরওণ) মেসরাধিপতির নিকটে স্বীয় দুরবস্থা জ্ঞাপনপূর্ব্বক নগরের গোরস্থানের অধ্যক্ষতার পদ প্রার্থনা করে। মেসররাজ প্রার্থনানুসারে তাহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তখন এইরূপ বিধি হয় যে কাবুসের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ শব প্রোথিত করিতে পারিবে না। কাবুস নিয়োগপত্র পাইয়াই গোরস্থানের দ্বারে যাইয়া বসিয়া থাকে। ইহার কিয়দ্দিন পরেই মহামারি উপস্থিত হয়, সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন নগরের সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। কাবুস গোরস্থানে আনীত প্রত্যেক শবের জন্য এক এক মুদ্রা করস্বরূপ গ্রহণ করে, এইরূপ অল্পদিনের মধ্যে তাহার প্রচুর সম্পত্তি হয়। অনন্তর সে রাজমন্ত্রীদিগকে অর্থ দানে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে নগরের শান্তিরক্ষকের পদে অভিষিক্ত হয়, সেই কার্য্যে

নিযুক্ত হইয়া কার্য্যদক্ষতা গুণে রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে। ইহার কিয়দ্দিন পরেই প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হয়, রাজা তাহাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাহার রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য ও অতুল ক্ষমতা হয়।

ফেরওণের আত্মপূজা প্রতিষ্ঠা ও বনি এস্রায়েলের প্রতি অত্যাচার।

কাবুস মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইয়াই হামানকে বলে যে আমিই ঈশ্বর, মেসরবাসিগণ যাহাতে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূজা ও সম্মান করে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হামান বলে যে তোমার ঈশ্বরত্বের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকিলে প্রথমতঃ অল্পে অল্পে প্রজাদিগের মন হস্তগত করিয়া লও। তখন মেসর নিবাসী সমুদায় লোক মহাত্মা ইয়ুসোফের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল ও তদ্ধর্ম্ম আচরণ করিত। ফেরওণ প্রজাদিগকে বশীভূত করিবার এই এক উপায় আবিষ্কার করিল, যথা প্রজাবৃন্দকে তাহাদের দেয় একবৎসরের রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দিল, স্বীয় সম্পত্তি হইতে রাজার প্রাপ্য অর্থ রাজাকে প্রদান করিল। পরে দুর্ভিক্ষাদি কারণে প্রজাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে ফেরওণ আরও তিনবার রাজস্ব হইতে প্রজাদিগকে নিষ্কৃতি দান করে। এই মহোপকার লাভ করিয়া প্রজাবৃন্দ তাহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে, ও তাহাকে পরম দয়াবান্ সদাশয় লোক বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহার কিছু দিন পরেই মেসরাধিপতির মৃত্যু হয়, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। প্রজামণ্ডলী সমুদ্যোগী হইয়া ফেরওণকেই রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ইতি পূর্ব্বে ফেরওণ কয়তিস, কাবুস বা অলিদ অথবা মসাব নামে পরিচিত ছিল, এইক্ষণ প্রকৃত পক্ষে ফেরওণ উপাধি প্রাপ্ত হইল। ফেরওণ রাজ্য লাভ করিয়াই হামানকে মন্ত্রীর পদে বরণ করে ও তাহার নিকটে স্বীয় সঙ্কল্প সাধনে পরামর্শ জিজ্ঞাসু হয়। হামান বলে যে যদি তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রজাদিগের দ্বারা ঈশ্বররূপে পূজিত

হইতে চাও তবে পরামর্শ এই যে রাজ্য মধ্যে এই আজ্ঞা প্রচার কর যে অতঃপর কেহ বিদ্যার চর্চ্চা শাস্ত্রালোচনা করিতে পারিবে না, পণ্ডিত মণ্ডলী অধ্যাপনাদি পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে লোকে ক্রমশঃ শাস্ত্র চর্চ্চার অভাবে স্বীয় ধর্ম্ম ভুলিয়া যাইবে, পরবর্ত্তী লোকেরা শিক্ষার অভাবে মূর্খ হইবে, এইরূপ অল্পে অল্পে তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান হারাইয়া তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিবে। হামানের এই গূঢ় কৌশল ফেরওণের নিকটে যুক্তি যুক্ত বোধ হইল। সে রাজ্যমধ্যে এই আজ্ঞা ঘোষণা করিল যে কোন প্রজা বিদ্যা শিক্ষা শাস্ত্রলোচনা করিতে পারিবে না, যে ব্যক্তি বিদ্যালোচনা করিবে তাহার শিরশ্ছেদন হইবে। তদবধি ফেরওণের ভয়ে লোকে শাস্ত্রালোচনা জ্ঞানচর্চ্চা হইতে বিরত থাকে, মেসররাজ্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা রহিত হয়। অনন্তর কিছু কালের মধ্যে সমুদায় মেসর দেশ নিবিড় অজ্ঞানতা তিমিরে আচ্ছন্ন হইল, সকলে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গেল, পশুর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর ফেরওণ প্রজাদিগকে প্রতিমা পূজা করিতে আদেশ করে, তদবধি কিব্‌তি জাতি পুত্তল পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকার বিশ-বৎসর তাহারা মূর্ত্তি পূজায় যাপন করে. পরিশেষে ফেরওণ বলে যে আমিই প্রতিমা সকলকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছি, ইহারা ক্ষুদ্র। আমি প্রধান ঈশ্বর, এই বলিয়া প্রজাবর্গকে আদেশ করে যে আমি সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বর ইহা তোমা-দিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কিব্‌তি জাতি তাহাতে সম্মতি প্রদান করে। অনন্তর প্রতিমা সকল চূর্ণ করা হয়। কথিত আছে যে ফেরওণ মেসরে প্রবাহিত নীলনদের জলের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে ও অন্য অন্য বিষয়ে কিছু কিছু অলৌকিকতা প্রদর্শন করে, তদ্দর্শনে সর্ব্বাগ্রে কিব্‌তিগণ বিশ্বাসী হইয়া তাহার পূজা করিতে থাকে, তাহাতে ফেরওণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতা বিধানে বিশেষ যত্নবান্ হয়। কিন্তু বনি এস্রায়েল ইয়ুসোফের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে স্থিরতর থাকে, তাহারা ফেরওণের পূজায় সম্মত হয় না। তজ্জন্য ফেরওণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদিগকে কিব্‌তি প্রজাদের সেবায় নিযুক্ত রাখে, যে সকল কার্য্য অত্যন্ত নীচ ঘৃণিত ও গুরুতর পরিশ্রম সাধ্য সেই সমস্ত কার্য্যের ভার তাহাদের প্রতি অর্পণ করে। এস্রায়েল-

বংশীয় নরনারী এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়। কেহ সেই নীচ ও দুঃসাধ্য কার্য্য সকল করিতে না চাহিলে তাহাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত।

মহাপুরুষ মুসার জন্ম ও ফেরওণের গৃহে প্রতিপালিত হওয়া।

মহাপুরুষ মুসা এম্‌রাণের পুত্র, এম্‌রাণ ইয়সহরের পুত্র, ইয়সহর কাহ-শের এবং কাহশ লেবির পুত্র, লেবি ইয়কুবের পুত্র ছিলেন। একদিন রজনীতে ফেরওণ কুস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে ভবিষ্যদ্বক্তা পণ্ডিত দিগকে ডাকাইয়া তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আপন আপন বিদ্যার প্রভাবে নিশ্চয় করিয়া বলেন "এই স্বপ্নদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে এস্রায়েল জাতির মধ্যে এমন এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে যে তাহাদ্বারা আপনার রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে, সমুদায় প্রজা তাহার অধীনতা স্বীকার করিবে।" ফেরওণ ইহা শ্রবণ করিয়া ভীত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে "কবে সেই পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে?" তাঁহারা বলেন "তিন দিবসের মধ্যে মাতৃগর্ভে তাহার সঞ্চার হইবে।" ইহা শুনিয়া ফেরওন আদেশ করিল যে "অদ্য হইতে বনি এস্রায়েলের কোন ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না, যে জন আজ্ঞা অমান্য করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" সর্ব্বত্র এই আজ্ঞা ঘোষণা করা হইল। প্রত্যেক এস্রায়েল সন্ততির গৃহ এক এক জন প্রহরী রক্ষা করিতে লাগিল। ফেরওণের ভয়ে কোন ব্যক্তিই স্বীয় ভার্য্যার সঙ্গে শয়ন করিল না। ঈশ্বরের বিধি অনতিক্রমণীয়, এতাধিক শাসন ও শাস্তিভয় সত্ত্বেও তৃতীয় দিবস রজনীতে মুসাদ্বারা তাঁহার জননী গর্ভ ধারণ করিলেন। তদ্বিবরণ এই ;—বুখান্দ নাম্নী এম্‌রাণের পত্নী এস্রায়েল বংশ সম্ভূতা ছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে বুখান্দের গর্ভে হারুণ নামক এক পুত্র ও মরয়-মনাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন মুসার জন্মগ্রহ-ণের পরে হারুন প্রসূত হইয়াছিলেন। এম্‌রাণ ফেরওণের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্ম-

চারী ছিলেন। সেই দিবস রজনীতে তিনি ফেরওণের নিকটে তাহার পার্শ্বে প্রহরীরূপে উপস্থিত থাকেন, নিশীথ কালে সকলে নিদ্রায় বিহ্বল হইলে বুখান্দ গুপ্তভাবে এম্‌রাণের নিকটে চলিয়া আইসেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। এম্‌রাণপত্নী সকলে নিদ্রাবস্থায় থাকিতেই স্বগৃহে প্রস্থান করেন, কেহই ইহার মর্ম্ম কিছুই অবগত হইতে পারে নাই। পর দিন প্রাতঃকালে ফেরওণ ভবিষ্যদ্বক্তা দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন প্রস্তাবিত সন্তান উৎপত্তি বিষয়ে কি হইল?" তাঁহারা গণনা দ্বারা স্থির করিয়া বলিলেন যে "গত রাত্রিতে উক্ত সন্তান গর্ভস্থ হইয়াছে!" ইহা শুনিয়া ফেরওণ প্রহরীদিগকে আদেশ করিলেন যে এস্রায়েল বংশীয় কোন স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সন্তানকে সংহার করিবে, কন্যা হইলে জীবিত রাখিবে। এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনে প্রহরিগণ বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিল, প্রসূত হওয়া মাত্র তাহাদের হস্তে সহস্র সহস্র শিশু নিহত হইল। বহু বৎসর পর্য্যন্ত ফেরওণের এইরূপ নিদারুণ শিশু হত্যা কার্য্য চলিতে থাকে, তাহাতে এস্রায়েল বংশ একবারে বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম দেখিয়া মন্ত্রিগণ এক বৎসর শিশুদিগকে রক্ষা করিয়া এক বৎসর বধ করিতে ফেওরণকে বাধ্য করে। কিছু কাল সেইরূপ এক এক বৎসরান্তে সদ্যঃপ্রসূত শিশুদিগের হত্যা হইতে থাকে। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, শিশু রক্ষার বৎসরে হারুণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে এম্‌রাণের পত্নীর গর্ভ লক্ষণ কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। তিনি নির্ব্বিঘ্নে গুপ্তস্থানে পুত্র প্রসব করিলেন। তখন ফেরওণের ভয়ে ভীত হইলেন, শিশুটীকে স্তন্য পানান্তর একটী ক্ষুদ্র সিন্ধুকে স্থাপন পূর্ব্বক নীলনদে ভাসাইয়া দিলেন। ফেরওণ সেই নদের তীরে এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই প্রাসাদের পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র সরোবর খাত হইয়াছিল। প্রণালীদ্বারা উক্ত নদের সঙ্গে সরোবরের যোগ ছিল। নদের জলস্রোত প্রণালীযোগে সরোবরে প্রবেশ করিয়া অন্য প্রণালীদ্বারা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত, তথা হইতে অন্য পথে নদীতে যাইয়া পড়িত। দৈবাৎ স্রোতোযোগে সেই ক্ষুদ্র সিন্ধুক পরিচালিত হইয়া উক্ত সরোবরে প্রবেশ করে।

বালকের ভগিনী মরয়ম শিশুটির পরিণাম কি হয় জানিবার জন্য গুপ্তভাবে সিন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে রাজ প্রাসাদের নিকটে উপস্থিত হয়। তখন ফেরওণ স্বীয় ভার্য্যা আসিয়াকে সঙ্গে করিয়া ক্রীড়া সরোবরের তটে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। সরোবরে ভাসমান সিন্দুক দেখিয়া তন্মধ্যে কি আছে অনুসন্ধান করিতে তাহার কৌতূহল হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইল। সিন্দুক উদ্ঘাটন করিয়া দেখে যে পরম-সুন্দর দিব্য-লাবণ্যযুক্ত একটী শিশু আলো করিয়া আছে। ফেরওণ এস্রায়েল বংশ-সম্ভূত শিশু ভাবিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। আসিয়া তাহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। শিশুর রূপ-লাবণ্যে আসিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, তিনি ফেওরণকে বলেন যে, এই শিশু তোমার ও আমার পুত্র হইল, ইহাকে হত্যা করিতে পারিবে না, পুত্র রূপে পালন করিব। পত্নীর একান্ত অনুরোধে ফেরওণ শিশুটিকে পুত্র স্থলে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইল। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে ফেওরণের কন্যা স্নানার্থ নদীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দাসীগণ নদীতীরে বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে নলবনে এক পেটারা দেখিয়া তিনি দাসীদিগের দ্বারা উহা উঠাইয়া লইলেন, পরে পেটারা খুলিয়া সেই বালককে দেখিলেন, শিশু তখন ক্রন্দন করিতেছিল, তিনি বালকের ভগিনীকে পাইয়া তাঁহার যোগে তাঁহার গর্ভধারিণীকে আনাইয়া ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফেরওণের কন্যার কুষ্ঠ রোগ ছিল, বালকের মুখামৃত স্পর্শে সেই রোগের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু মোসলমান গ্রন্থকারেরা নানা গ্রন্থেই ফেরওণের কন্যা স্থলে পত্নীর প্রসঙ্গ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট জন্মের ১৫৭১ বৎসর পূর্ব্বে মুসার জন্ম হয়। আসিয়া শিশুটীকে স্তন্য পান করাইবার জন্য ধাত্রীর অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময় শিশুর ভগিনী মরয়ম আসিয়া বলিলেন যে আমি একজন ধাত্রী উপস্থিত করিতে পারি, তাঁহার স্তনে প্রচুর দুগ্ধ আছে, তিনি ধাত্রীর কার্য্যে বিশেষ নিপুণা। আসিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন মরয়ম আপন জননীকে আনিয়া ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে শিশুর মাতা ছদ্মবেশে উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণে শিশুকে স্তন্য দান করিতে লাগিলেন। ফেওরণ অপুত্রক ছিল, সে পিতৃবৎ শিশুর প্রতি স্নেহ ও যত্ন

প্রকাশ করিতে লাগিল। আসিয়াও মাতার ন্যায় তৎপ্রতি আদর ও বাৎ-সল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, শিশুর নাম মুসা রাখিলেন। মুসা শব্দ দুইটী পদের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সুরিয়াণী ভাষায় মু শব্দে সিন্ধুক বিশেষ, সা শব্দে জল বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, জলে সিন্ধুকের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহার নাম মুসা রাখা হইয়াছিল। মেসর দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ কিব্‌তিভাষায় মু শব্দের অর্থ জল, সা শব্দের অর্থ বৃক্ষ, বৃক্ষের নিকটে জল হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লওয়া হয় তাহাতেই ফের-ওণ তাঁহাকে মুসা নামে অভিহিত করে। মুসা পরম আদর ও যত্ন সহকারে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে কয়েক মাস গত হইলে এক দিন ফেরওণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করে ও সস্নেহে তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে উদ্যত হয়, এমন সময় মুসা তাহার শ্মশ্রু আক্রমণ করিয়া গণ্ডে চপেটাঘাত করে। তাহাতে ফেরওণ অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। মনে করে যে এই দুরন্ত বালক এস্রায়েল বংশীয় কোন লোকের সন্তান, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। আসিয়া নানা অনুনয় বিনয়ে বাধ্য করিয়া হত্যা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করে এবং এই বলিয়া প্রবোধ দেয় যে শিশু অজ্ঞান, তাহার হিতা-হিত বোধ নাই, এজন্যই সে তোমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। এ বনি এস্রায়েলের বংশোদ্ভব নয়; সে বৎসর এস্রায়েল কুলের সমুদায় শিশুকেই তো তুমি হত্যা করিয়াছ। শিশু যে একান্ত অবোধ তাহার প্রমাণ তোমাকে প্রদর্শন করিতেছি," এই বলিয়া তিনি শিশুর সম্মুখে এক পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার অপর পাত্রে উজ্জ্বল মণি ধারণ করেন, শিশু অগ্নিতে জিহ্বা স্থাপন করেন তাহাতে রসনার কিয়দংশ দগ্ধ হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া ফেরওণ শান্ত হয়। কথিত আছে মুসা বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহিত হন। ফেরওণ মহা ঘটা করিয়া তাঁহার বিবাহ দেয়। হরসুল ও বলকা নামে মুসার দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তৎপর আর কয়েক বৎসর তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করেন। বাইবলে ফেরওণের প্রাসাদে মুসার বিবাহ ও সন্তান উৎপত্তির কোন উল্লেখ নাই। যাহা হৌক মুসা যে ফেরওণ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া-ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ফেরওণ আত্মরক্ষার জন্য কত উপায় উদ্ভাবন করিল, কত সাবধান হইল, লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রাণ সংহার করিল, অবশেষে

যে শিশু তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন তাঁহাকে পিতৃবৎ যত্ন পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিপালন করিলেক। বিধাতার কৌশল চক্রে পড়িয়া তাহার সমুদায় বল কৌশল পরাহত হইল, বিধির বিধি সম্পন্ন হইবেই তাহা কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। শিশু জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জলে ভাসিয়া আসিলেন, প্রাণঘাতক শত্রু দ্বারা সযত্নে প্রতিপালিত হইলেন, পরে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পাষণ্ড দলনও এক বিপন্ন জাতিকে উদ্ধার ও জগতে নূতন ধর্ম্মালোক বিস্তার করিলেন। ঈশ্বরের নিগূঢ় কৌশলে সিংহ মৃগশিশুর সংরক্ষণে নিযুক্ত হইল, সেই মৃগশাবক সিংহের বল বিক্রম চূর্ণ করিয়া জগতে অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিল।

এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া মুসার মদয়নে পলায়ন।

মুসা মহা বলবান্ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি এক দিন মধ্যাহ্নকালে নগরের পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন যে এক স্থানে এক জন কিব্‌তীয় রাজ কর্ম্মচারী এস্রায়েল কুলোদ্ভব সামরী নামক এক ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিতেছে। সামরী তাঁহাকে দেখিয়াই সাহায্য প্রার্থনা করে, মুসা তাহার সাহায্য করিতে যাইয়া কিব্‌তির বক্ষে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করেন, তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎক্ষণাৎ মুসা ও সামরী তথা হইতে স্থানান্তরে সভয়ে প্রস্থান করেন। কে হত্যা করিল ফেরওন তখন তাহার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হয় না। এক জনকে হত্যা করিলেন বলিয়া মুসা অনুতাপিত হন ও ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পর দিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার মুসা নগরের পথে আসিয়া দেখেন যে সামরীকে আর একজন কিব্‌তি প্রহার করিতেছে, তাঁহাকে দেখিয়াই সামরী সাহায্য প্রার্থী হয়। তখন মুসা সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়া বলেন "তুমি বড় অসাবধান, কল্য এক জনের সঙ্গে গোলযোগ করিয়াছিলে, অদ্য পুনর্ব্বার আর এক জনের সঙ্গে কলহ করিতে গিয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ।" এই বলিয়া তিনি অত্যাচারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, তখন সেই কিব্‌তি বলিল "মুসা, বুঝিতে পারিয়াছি তুমি কল্য এক

ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ, অদ্য আবার আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ, তোমার এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আমি রাজার গোচর করিতেছি। তৎ-পর তাহার এক সহচর তাহার ইঙ্গিতক্রমে মুসা যে রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করিয়াছে. তাহা রাজার নিকটে জ্ঞাপন করিবার জন্য দৌড়িয়া যায়। এই ব্যাপারে মুসা শঙ্কিত হন, তিনি জানিতেন যে ফেরওণ যেমন অত্যা-চারী তেমন ন্যায় বিচারক, বিচারে স্বীয় পুত্র বলিয়াও পক্ষপাত করে না। তিনি যে হত্যা করিয়াছেন ইহা ফেরওণ জানিতে পাইলে মহা অনর্থ হইবে ইহা ভাবিয়া তথা হইতে গোপনে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জননীকে মাত্র এই সংবাদ জানাইলেন, অন্য কাহাকে জানাইলেন না। ইতিমধ্যে এক জন বন্ধু আসিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে বলিল "রাজা হত্যাব্যাপার অব-গত হইয়াছেন, তুমি হত্যা করিয়াছ এই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তিনি তজ্জন্য তোমার প্রাণদণ্ড করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, অতএব যদি তুমি প্রাণে বাঁচিতে চাও, অবিলম্বে পলায়ন কর।" এই কথা শুনিয়াই মুসা লুক্কায়িতভাবে নগর হইতে বাহির হইয়া মদয়ন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মেসর হইতে মদয়ন দশ ক্রোশ দূরে, কেহ কেহ বলেন সাত দিনের পথ। মুসা মদয়নে পৌঁছিয়া সন্ধ্যাকালে নগরের প্রান্তে এক স্থানে উপ-নীত হইলেন। সেখানে একটি বৃহৎ কূপ ছিল. তখন পশুপালকগণ গো মেষাদি পশুদিগকে জলপান করাইয়া কূপের মুখে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ফলক রাখিয়া দিয়াছিল। সেই স্থানে শো অব নামে এক জন বৃদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অনেক গুলি ছাগ মেষ ছিল, তাঁহার যুবতী কন্যাদ্বয় সেই পশুদিগকে জল পান করাইবার জন্য কূপের পার্শ্বে উপস্থিত হন। কূপের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর সরাইয়া জল তুলিয়া যে পশুদিগকে পান করা ইবেন তাঁহাদের এরূপ শক্তি ছিল না। পশুপালকগণ আসিবে তাহাদের সাহায্যে তাঁহারা জল তুলিবেন এই প্রতীক্ষায় শান্তভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। মুসা তাঁহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহা-দের এক জন আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন যে "আমরা দুই ভগিনী, আমাদের পিতা গৃহে আছেন, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা তাঁহার ছাগ মেষাদি পশু রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকি। পশুদিগকে

জল পান করাইতে হইবে, আমাদের এ রূপ শক্তি নাই যে কূপের মুখ হইতে প্রস্তর সরাইয়া জল তুলিয়া লই। রাখালদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, তাহারা আসিলে তাহাদের সাহায্যে জল তুলিয়া লইব।" ইহা শুনিয়া মুসা বলিলেন যে আমি জল উত্তোলন করিতেছি, অন্য কাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্তর সরাইয়া চর্ম্মময় ডোল যোগে পর্য্যাপ্ত জল তুলিয়া দিলেন। কন্যাদ্বয় পশুযূথকে জল পান করাইয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন এবং পিতাকে বলিলেন যে "এক জন অপরিচিত বলবান্ পুরুষ আমাদের প্রতি দয়া করিয়া পশুদলের পানার্থ জল তুলিয়া দিয়াছেন।" শোঅব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং কন্যাদিগকে বলিলেন "যিনি আমাদের এরূপ উপকার করিয়াছেন তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য।" তাহার এক কন্যার নাম সফুরা ছিল, তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে "তুমি যাইয়া সেই দয়ালু পুরুষকে অভ্যর্থনা করিয়া আমার গৃহে লইয়া আইস।" পিতার অনুমতি ক্রমে জ্যেষ্ঠা কন্যা সফুরা মুসার নিকটে প্রত্যাগমন করেন, মুসাদেব ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত ও দূরের পথ পর্য্যটনে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কূপের অদূরে তরুতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন সফুরা আসিয়া সলজ্জ ও বিনম্রভাবে বলিলেন "মাননীয় পরিব্রাজক, পিতৃদেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদের গৃহে আজ আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে চলুন, তিনি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।" সফুরার মিষ্ট সম্ভাষণে মুসা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে শোঅবের আলয়ে চলিয়া আসিলেন। শোঅব তাঁহার প্রতি অতিশয় যত্ন ও আদর প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মুসাদেব তাঁহাকে বিশ্বস্ত বন্ধু জানিয়া আনুপূর্ব্বিক আত্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। সফুরা পিতাকে বলিলেন যে "এ ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, ইঁহাকে বেশ ভদ্র ও সুচরিত্র এবং বিশ্বস্ত বোধ হইতেছে। ইহাঁকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া ইঁহার প্রতি আমাদের পশুপাল সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিলে ভাল হয়।" শোঅব এই কথা অনুমোদন করেন। তৎপর তিনি মুসাকে বলেন "আমরা কন্যা সফুরাকে বিবাহ করিয়া পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক দশ বৎসর আমার গৃহে

অবস্থিতি করিতে কি তুমি সম্মত আছ? তাহা হইলে আমি তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত। দশ বৎসর পরে আমার সম্বন্ধে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। তখন তুমি সপরিবারে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারিবে।" মুসা এ বিষয়ে সম্মত হন, দশ বৎসর শোঅবের পশুপালন করিবেন এই অঙ্গীকারে সফুরাকে বিবাহ করেন। শোঅব মুসার সহবাসে ও সেবায় বিশেষ সম্প্রীত হন। অলৌকিকরূপে প্রাপ্ত একটি যষ্টি তাঁহার গৃহে ছিল, তিনি জানিতেন যে মহাপুরুষেরাই সেই যষ্টি ধারণে সক্ষম, মুসার জীবনে মহাপুরুষের বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকেই উক্ত দৈবযষ্টির উত্তরাধিকারী বলিয়া জানিলেন এবং তাহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। বাইবলে মুসার শ্বশুরের নাম মদনীয় যাজক যিথ্রো বলিয়া উল্লিখিত আছে।

মুসার স্বদেশে যাত্রা ও পথে প্রত্যাদেশ শ্রবণ।

নির্দ্ধারিত দশ বৎসর অন্তে মুসাদেব সস্ত্রীক ও ছাগ মেষাদি পশু ও দ্রব্যজাত সহ মেসরাভিমুখে যাত্রা করেন। মদয়ন হইতে এক দিনের পথ চলিয়া গিয়া রাত্রি যোগে তুর সায়না গিরির অদূরে এক প্রান্তরে পথ হারা হন, সেই প্রান্তরের নাম "ওয়াদি এমন" অর্থাৎ এমনের প্রান্তর। সেখানে সফুরার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। দৈবযোগে তখন ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রধ্বনি হইতে থাকে, আকাশ মণ্ডল ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারে আবৃত, মুসাদেব উত্তাপ ও আলোকের জন্য অগ্নি উদ্দীপন করিতে অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। সফুরা শীতে কম্পিতা ও জর্জ্জরিতা, তাহার উপর ভয়ানক প্রসব বেদনার যাতনা, মুসা কোথায় অগ্নি পাইবেন তাহার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তুর পর্ব্বতে জ্যোতি দেখিতে পাইলেন, তিনি তাহা অগ্নি মনে করিলেন, বাস্তবিক তাহা অগ্নি ছিল না ঈশ্বরের জ্যোতি। "যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপস্থু যোবিশ্বমাবিবেশ, যওষধিষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।" যে দেবতা অগ্নিতে যিনি জলেতে যিনি বিশ্বেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি

ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আর্য্য মহর্ষির এই বচন মুসার জীবনে প্রমাণিত হইল। তিনি পর্ব্বতস্থ ওষধি বা বনস্পতির মধ্যে প্রদীপ্ত দাবানল রূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিলেন, দূর হইতে সেই ঐশ্বরিক জ্যোতিকে বহ্নিজ্যোতি মনে করিয়া অন্ধকার নিবারণ ও উষ্ণতা সাধনের উপায় হইল বলিয়া আহ্লাদিত হইলেন। এবিষয়ে কোরাণে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি বচন অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। "যখন সে অগ্নি দর্শন করিল তখন স্বীয় পরিবারকে বলিল বিলম্ব কর, সত্যই আমি অগ্নি দেখিয়াছি, ভরসা যে তাহা হইতে তোমার জন্য অনল আনয়ন করিব এবং সেই অগ্নির নিকটে কোন পথপ্রদর্শকও প্রাপ্ত হইব। তৎপর যখন সে তাহার সমীপে আগমন করিল তখন শব্দ হইল "হে মুসা, সত্যই আমি তোমার প্রভু, অতঃপর স্বীয় পাদুকা দূরে রাখ, নিশ্চয় তুমি তুর নামক পুণ্যভূমিতে উপস্থিত, আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম, তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইতেছে তাহা শ্রবণ কর, আমি এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, অতঃপর আমার সেবা কর ও আমার স্মরণার্থ উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ।" বাইবেলে উক্ত হইয়াছে অশিতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় মুসার এই দর্শন ও প্রত্যাদেশ শ্রবণ হয় কিন্তু কোন কোন ইহুদী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই ঈশ্বর আবির্ভাব ও ঈশ্বরবাণী শ্রবণ হইয়াছিল। তিনি এই মহাবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঈশ্বর বলিলেন "মুসা, তুমি দক্ষিণ হস্তে কি ধারণ করিয়া আছ?" মুসা কহিলেন 'যষ্টি' ঈশ্বর আদেশ করিলেন ইহাকে ভূতলে নিক্ষেপ কর।" আজ্ঞামাত্র মুসা যষ্টি মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিলেন, অকস্মাৎ উহা ভয়ানক অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। মুসা দেখিয়া ভয় পাইলেন। ঈশ্বর বলিলেন "ভয় করিও না, স্পর্শ মাত্র ইহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে" যাই মুসা স্পর্শ করিলেন অমনি সর্প যষ্টিতে পরিণত হইল। অতঃপর ঈশ্বর বলিলেন "স্বীয় বক্ষস্থলে হস্ত স্থাপন করিয়া বাহির কর।" মুসা তাহা করিলেন, দেখেন যে তাঁহার করতল শুভ্র হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। পুনর্ব্বার করতল বক্ষস্থলে স্থাপন করিলেন, উহা

পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন ঈশ্বর বলিলেন "তোমার সম্বন্ধে এই দুইটি ঐশ্বরিক নিদর্শন, হে মুসা, এইক্ষণ তুমি ফেরওণের নিকটে গমন কর, ও তাহাকে আমার সংবাদ বল এবং সত্যপথ প্রদর্শন কর।" মুসা ক্ষুদ্রশিশুর ন্যায় সরল ছিলেন, তাঁহার প্রশ্নোত্তর ও স্বভাব চরিত্রে আশ্চর্য্য সরলতা প্রকাশ পাইত। তিনি বলিলেন "প্রভো, আমার পরিবার ও গোমেষাদি পশু প্রান্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তথায় রক্ষক কেহ নাই, প্রণয়িনীর প্রসব বেদনা উপস্থিত, শীতে তাহার ওষ্ঠাগত প্রাণ, আমি অগ্নি পাইব বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম, বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" ঈশ্বর বলিলেন, "আমি সেই সমস্ত সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলাম, তাহাদের কোন বিপদ হইবে না, এবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও।" পুনর্ব্বার মুসা বলিলেন "আমি মেসরে এক জনকে হত্যা করিয়াছি, ভয় হইতেছে আমাকে বা ফেরওন মারিয়া ফেলে, বিশেষতঃ আমার জিহ্বা আড়ষ্ট, আমি বচন বিন্যাসে পটু নহি, আমার ভ্রাতা হারুন বাক্‌পটু, তাঁহাকে আমার সহকারী প্রচারক করিয়া দেও।" ঈশ্বর বলিলেন "আমি তোমার সহায় আছি, কোন ভয় নাই, হারুণ তোমার সহকারী হইবে, তুমিও বাক্‌পটুতা লাভ করিবে, আমি তোমার ও হারুণের রসনায়, কথা বলিব। তুমি যাইয়া ফেরওণকে বল যেন সে আমাকে ভয় করে ও সম্মান করে ও পুণ্য ভূমি কেনানে চলিয়া যাইতে আমার প্রেমাস্পদ বনি এস্রায়েল দিগকে ছাড়িয়া দেয়। তাহাতে তাহার ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ হইবে, নচেৎ মহা অকল্যাণ ঘটিবে।" ইহা শুনিয়া মুসা বলিলেন "প্রভো, ফেরওণ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাকে কে পাঠাইয়াছে, তাহার নাম কি? তখন আমি কি বলিব?" ঈশ্বর বলিলেন "তুমি কহিও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি সৎস্বরূপ, নিত্য, বিদ্যমান, তিনি 'আমি আছি' বলিয়া থাকেন, অন্য কোন নামে পরিচয় দান করেন না। যদি সে তোমার কথা অগ্রাহ্য করে তুমি যষ্টিকে অজগর ও করতলকে শুভ্র জ্যোতিতে পরিণত করা রূপ এই দুই অলৌকি ক্রিয়া প্রদর্শন করিবে, তুমি যে আমার প্রেরিত ইহাই তাহার নিদর্শন। ফেরওণ তোমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করিলেও তুমি কোন রূপ কটূক্তি করিবে না, তাহার সহিত নম্র ব্যবহার করিবে। যাও ফেরওণের হস্ত হইতে তোমার স্বজা-

তিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। তাহারা অত্যন্ত প্রপীড়িত ও ক্লিষ্ট, তাহাদিগকে ক্লেশ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে হইবে।" ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শুনিয়া মুসা প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং পত্নীর নিকটে আসিয়া দেখেন যে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় তিনি সুস্থ শরীরে নিরাপদে আছেন।

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ঝোপে জ্যোতি দেখিয়া মুসা উহা কিসের জ্যোতি অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হন। সেই জ্যোতি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় সঞ্চালিত হইতেছিল, এক স্থানে স্থির ভাবে জ্বলে নাই। তিনি এক দৃষ্টে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন হয়, এবং তিনি প্রচারে আদিষ্ট হইয়া অবশেষে শ্বশুরালয়ে আসিয়া ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া মেসরে চলিয়া যান। বাইবেলে লিখিত আছে যে মেদয়নের ধর্ম্মযাজক যিথ্রো মুসার শ্বশুর ছিলেন। মেসরে যাত্রা করার পূর্ব্বে সেফোরার গর্ভে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। বাইবেলে ইহাও উক্ত হইয়াছে অতঃপর পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "তুমি মেসরে যাত্রা করিতেছ, আমি তোমার প্রতি যে সকল অদ্ভুত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছি তাহা ফেরওণের সাক্ষাতে করিবে, কিন্তু আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন করিব তাহাতে সে এস্রায়েল-বংশীয় লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে না, তুমি ফেরওণকে বলিবে যে পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন এস্রায়েল মণ্ডলী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রস্বরূপ, অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি যে আমার সেবা করিতে আমার পুত্রদিগকে ছাড়িয়া দেও, যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও তবে আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিব।" "পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, "তুমি মুসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও।" তাহাতে তিনি ঈশ্বরের পর্ব্বতে যাইয়া মুসাকে প্রাপ্ত হইয়া চুম্বন করিলেন। তখন মুসা ঈশ্বরের নিরূপিত তাবৎ বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত তাবৎ চিহ্ন হারোণকে জ্ঞাপন করিলেন।"

ফেরওণের নিকটে মুসার আগমন ও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন।

পরে মুসা ও হারোণ মেসরে উপনীত হইয়া এস্রায়েল-বংশীয় প্রাচীনবর্গকে একত্র করিলেন। হারোণ মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল লোকদিগকে জানাইলেন, ও তাহাদের সাক্ষাতে সেই সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে সকলে বিশ্বাস করিল যে পরমেশ্বর কৃপা করিয়া এস্রায়েলবংশের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভজনা করিল। অনন্তর মুসা ও হারোণ ফেরওণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে "এস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর আদেশ করিতেছেন যে প্রান্তরে আমার উদ্দেশ্যে উৎসব করণার্থ আমার লোকদিগকে ছাড়িয়া দেও।" ইহা শুনিয়া ফেরওণ কহিল "পরমেশ্বর কে যে তাহার কথা মানিয়া এস্রায়েল বংশকে ছাড়িয়া দিব; আমি পরমেশ্বরকে জানি না, এস্রায়েল বংশকে ছাড়িয়া দিব না।" অতঃপর ফেরওণ স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিল যে "প্রস্তর উত্তোলন ইত্যাদি গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে এস্রায়েল বংশীয় নর নারীকে বিশেষরূপে নিযুক্ত কর, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে দিবে না, তাহারা কোন পারিশ্রমিকও পাইবে না।" পরে মুসাকে বলিল "তুই যে ঈশ্বরের প্রেরিত তাহার কি নিদর্শন আছে? তুইতো সেই ব্যক্তি যে আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলি, এবং এক জনকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলি, এইক্ষণ তোর প্রাণ দণ্ড করিলে কে তোকে রক্ষা করিবে?" মুসা বলিলেন "আমি যে ঈশ্বরের প্রেরিত তৎসম্বন্ধে অলৌকিক নিদর্শন আছে, এইক্ষণই দেখিতে পাইবে। বহুকাল হইল আমি এক জনকে হত্যা করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি তাহাকে হত্যা করিব বলিয়া ইচ্ছা করিয়া হত্যা করি নাই, সে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাকে শাস্তি দান করিতে যাই, তাহাতে সামান্য চপেটাঘাতে তাহার প্রাণের বিয়োগ হয়। আমাকে যে তুমি ভয় প্রদর্শন করিতেছ তাহাতে আমি ভীত নহি, কেন না ঈশ্বর আমার সহায় আছেন।"

মুসার এই কথা শুনিয়া ফেরওণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল "কোথায় তোর ঈশ্বর, তাহার কি ক্ষমতা আছে প্রদর্শন কর।" তখন মুসা হস্তস্থিত যষ্টি ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা ভয়ঙ্কর অজগরের রূপ ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ফেরওণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। ফেরওণ ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া বেগে পলায়ন করিতে চাহিল, অজগর ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ফেরওণ মুসাকে ডাকিয়া বলিল "শীঘ্র তোমার অজগর সম্বরণ কর, আমি তোমার ঈশ্বরকে সম্মান করিব এবং এস্রায়েল বংশীয়গণকে ছাড়িয়া দিব।" মুসা তখন অজগরের পুচ্ছ ধারণ করিলেন, অমনি উহা তাঁহার হস্তে যষ্টিতে পরিণত হইল। পরে ফেরওণের মন পুনর্ব্বার কঠিন হইয়া গেল, সে এস্রায়েল সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইল, মুসাকে বলিল "তুমি অন্য কোন অলৌলিক ক্রিয়া প্রদর্শন কর, তৎপর এস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।" তখন তিনি বক্ষে করতল স্থাপন করিয়া প্রদর্শন করিলেন, করতলে অত্যুজ্জ্বল শুভ্রজ্যোতি দিপ্তি পাইতে লাগিল। ফেরওণ তাহা দেখিয়া শঙ্কিত হইল, এবং এস্রায়েলদিগকে উৎসব করিতে ছাড়িয়া দিবে এরূপ অঙ্গীকার করিল, কিন্তু পরক্ষণে মন্ত্রী হামানের কুমন্ত্রণায় অসম্মত হইল। হারুণ ঈশ্বরকে ভয় করিবার জন্য বিনম্রভাবে অনেক উপদেশ দিলেন, কিছুই ফল দর্শিল না। পুনর্ব্বার যষ্টি অজগররূপ ধারণ করিয়া ফেরওণকে প্রাসাদ শুদ্ধ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখন ফেরওণও ভয় পাইয়া এস্রায়েলদিগকে ছাড়িয়া দিবে এরূপ অঙ্গীকার করিল, পরে কুবুদ্ধিবশতঃ অঙ্গীকার পালন করিল না। তখন অনেক লোক ফেরওণকে পরামর্শ দিল যে "মহারাজ, মুসার যষ্টি সর্প হওয়া কোন ঐশ্বরিক ক্রিয়া নহে, ইহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মুসা ইন্দ্রজালমন্ত্রে দীক্ষিত, মন্ত্র বলে সে এরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। আপনার রাজ্যে শত শত ঐন্দ্রজালিক আছে যে তাহারাও এরূপ কার্য্য করিতে পারে, বরং ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শনে সক্ষম। আপনি পুরস্কার দানের অঙ্গীকারে তাহাদিগকে আহ্বান করুন, তাহারা আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিয়া মুসার দর্প চূর্ণ করিবে।" ফেরওণের নিকটে এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, সে স্বীয় রাজ্যের সমুদায়

ঐন্দ্রজালিককে ডাকিয়া পাঠাইল। রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে রাজাজ্ঞায় পুরস্কারের লোভে সহস্র সহস্র ঐন্দ্রজালিক উপস্থিত হইয়া নানাবিধ কৃত্রিম সর্প প্রদর্শন করিতে লাগিল, তাহারা সূত্র ও দারু নির্ম্মিত শূন্যগর্ভ সর্প সকলে পারদ পূর্ণ করিয়া প্রান্তরে সূর্য্যোত্তাপের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল, কেহ কেহ মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রকার উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া তদুপরি কৃত্রিম ভুজঙ্গ সকল স্থাপন করিয়াছিল। উত্তাপে পারদ স্ফীত ও বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে স্পন্দিত ও সঞ্চালিত করিতেছিল। ফেরওণ ও তাহার পারিষদবর্গ এবং সহস্র সহস্র লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল, এবং মুসার গর্ব্ব চূর্ণ হইল ভাবিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। তখন ফেরওণ মুসাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ সহস্র সহস্র সামান্য লোক তোমার ন্যায় কাষ্ঠাদিকে জীবন্ত ভুজঙ্গমরূপে প্রকাশ করিতেছে, তোমার তদ্রূপ সর্প প্রদর্শনে ঐশ্বরিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে, তোমার কার্য্য ইহাদের ন্যায় ঐন্দ্রজালিক কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, যদি কোন অলৌকিক ক্ষমতা বলে তুমি ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হও, তবে আমরা তোমাকে ঈশ্বরপ্রেরিত লোক বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত।" মুসা ইহা শুনিয়া যষ্টি ভুমিতে নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা ভয়ঙ্কর অজগররূপ ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও মুখব্যাদান করিয়া একে একে ঐন্দ্রজালিকদিগের প্রদর্শিত সমুদয় বিষধর গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঐন্দ্রজালিকগণ ইহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, সর্পও মহাবেগে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। যাদুকরগণ নিরুপায় হইয়া মুসার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ ভাবিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তখন সর্প তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সপারিষদ ফেরওণকে গ্রাস করিতে উপক্রম করিল, চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ফেরওণ মুসার শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ বাঁচাইল, বনিএস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিবে আর ঈশ্বরের অবমাননা করিবে না এরূপ অঙ্গীকার করিল। তখন মুসা সর্পের পুচ্ছ হস্তে ধারণ করিলেন, উহা পূর্ব্ববৎ যষ্টিরূপে পরিণত হইল।

মুসার হস্তস্থিত দণ্ডের তদ্রূপ অজগর আকার ধারণ করা, করতলে শুভ্র-জ্যোতি প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার বিজ্ঞান অনৈসর্গিক ও অমূলক বলিয়া প্রমাণিত করে। প্রাচীন কালে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, নরনারীর হৃদয় ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, বক্তা ও লেখকগণ সচরাচর অসম্ভব ও অপ্রমাণিত ব্যাপার সকল বর্ণন করিতে ভাল বাসিতেন, সাধারণের রুচি ও সেই রূপছিল। অদূরদর্শী অন্ধ বিশ্বাসী অবৈজ্ঞানীক লোকেরা সহজে সে সকল বিশ্বাস করিত। বিশেষতঃ কোন সাধু মহাজনের কথা হইলে তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে কোন প্রকার অপ্রাকৃতিক জড়ীয় অলৌকিকতার যোগ না দেখিলে তাঁহাকে প্রায় কেহই মহাজন বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ করিতে সমুৎস্থক হইত না। তখন আধ্যাত্মিক অলৌকিকতা অপেক্ষা বাহ্যিক ইন্দ্র জালবৎ অলৌকিকতার সমধিক আদর ছিল। কোন মহাপুষের প্রসঙ্গ হইলেই, তিনি হাঁটিয়া সমুদ্র পার হন বা আকাশ পথে উড়িয়া যান, ইত্যাদি তাঁহার কোন না কোন অদ্ভুভ ক্রিয়ার উল্লেখ হইত। মেসমেরিজমে বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীয়ায় লোকের চক্ষে এক প্রকার ধাঁদা লাগিয়া যায়। তাহাতে লোকে দুগ্ধ জল হইল, সুরা দুগ্ধ হইল, মৃত পক্ষী উড়িয়া গেল, ইত্যাদি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পায়, অথচ সমুদায়ই মায়া ও ফাকি। এরূপ মহাপুরুষ ও মহর্ষিদিগের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও পূর্ব্বতন লোকের চক্ষু একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িত, তাহারা তাঁহাদের অনেক অস্বাভাবিক কার্য্য দর্শন করিত, বিশেষতঃ জনরব তিলকে তাল করিয়া তুলিত, শাস্ত্রকারেরাও সেই জনশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহা বাহুল্যরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুরুষ পরম্পরা তাহা হইতেই অলৌকিকতার নানা শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে। কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি খ্রীষ্টবাদী সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকারেরাই নানা অযৌক্তিক ও অযোগ্য বৃত্তান্ত দ্বারা মহাজনদিগের মহত্ব প্রচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মহামুনি অগস্ত্য সমুদ্রকে গণ্ডুষ যোগে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুমুনি সুরধুনীকে পান করিয়া পুনর্ব্বার জানু বিদীর্ণপূর্ব্বক বাহির করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অভিসম্পাতে অহল্যা দেবী পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন। বহুসহস্র বৎসর অন্তে তিনি

শ্রীরামের চরণরেণু স্পর্শে পুনর্ব্বার মানবদেহ প্রাপ্ত হন ইত্যাদি। মোসলমান সাধু পুরুষদিগের সম্বন্ধেও মোসলমান শাস্ত্রকারেরা কত কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পেগাম্বর মহাপুরুষ মোহম্মদ অলৌকিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না, লোকে তাঁহাকে অলৌকিক কার্য্য করিতে অনুরোধ করিত তিনি তদ্বিষয়ে অনাদর প্রকাশ করিতেন, কোরাণ তাহার প্রমাণ করিতেছে, তবে একেবারে যে অলৌকিকতার গন্ধ নাই তাহাও বলা যায় না। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য তাঁহার সম্বন্ধেও অনেক অলৌকিকতার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বায়েজিদ প্রভৃতি অনেক মোসলমান মহর্ষি অলৌকিক কার্য্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়াছেন। মহর্ষি ঈশার মৃতকে জীবন দান করা মৃত্যুর পর কবর হইতে স্বশরীরে তাঁহার স্বর্গে চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি অদ্ভুত ব্যাপার সভ্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এই ঊনবিংশ শতাব্দিতেও বিশ্বাস করিতেছেন। এই ক্ষণেও ফকির ও সন্ন্যাসী দিগের সম্বন্ধে পল্লী গ্রামের নরনারীদের মুখে অনেক অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুসন্ধানে তাহা অমূলক বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাধারণ লোকে পূর্ব্বে ভূত দর্শনের গল্প সচরাচর বলিত, বিজ্ঞানের প্রভাবে যাহাদের কুসংস্কার দূর হইয়াছে তাহারা কখন তাহা সমূলক বলিয় বিশ্বান করে না। এইক্ষণেও অদূরদর্শী স্থূলবুদ্ধি কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা সচরাচার ঘটনা সকলকে ভিন্নাকারে প্রকাশ করে। নানালোক আবার তাহার মধ্যে নানা রং ফলায়, দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন লেখা পড়ার চর্চ্চা প্রায় কিছুই ছিল না, বিজ্ঞানের আলোক কোথাও স্ফূর্ত্তি পাইত না, লোক সকল নিতান্ত বাহ্যদর্শী কুসংস্কারপন্ন কল্পনাপ্রিয় ছিল, তখন যে আরও কত অধিক কল্পিত ব্যাপার বাস্তবিক বলিয়া প্রচারিত হইবে, লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকগণ তাহা প্রকৃত ঘটনা স্থলে স্থান দান করিবেন কিছুই আশ্চর্য্য নয়। মুসাদেব স্বীদ প্রভুর বলে ফেরওণের নিকটে বিশেষ তেজ ও প্রতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া ফেরওণকে পুনঃ পুনঃ ভীত ও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল, কল্পনাপ্রিয় কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা ক্রমে ক্রমে তাহাকে সর্প ইত্যাদি নানা বাহ্য ভয়ঙ্কর আকার দানে যে প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ধ্রুব সত্য জ্ঞানময় পরমেশ্বরের নিয়ম অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে আপনার প্রাকৃতিক অবিচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাষ্ঠকে সর্প করিতে বাধ্য হন না, তিনি স্বীয় ভক্তকে আধ্যাত্মিক গৌরবে গৌরবান্বিত করেন। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের ন্যায় তাঁহার যথার্থ ভক্ত অস্বাভাবিক অদ্ভুতক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ও গৌরবান্বিত হইতে কখন অভিলাষ করেন না, তিনি প্রভুর বিনীত ভৃত্য হইয়া মুক্তিপ্রদ স্বর্গীয় তত্ত্ব ও প্রভুর আদেশ সকল জগতে প্রচার করিয়া বেড়ান। সামান্য অবস্থাপন্ন মুসা এক জন দুর্জ্জয় দুর্দ্দান্ত সম্রাট্‌কে পরাস্ত করিয়া ঘোর বিপদাপন্ন স্বজাতির দুঃখ ক্লেশ দূর করিলেন, তাহাদিগকে অভিনব জ্ঞান ধর্ম্মের অলোকে আলোকিত করিয়া ধর্ম্মবলে পৃথিবীতে একটী সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে স্থাপন করিলেন ইহা অপেক্ষ অলৌকিক ব্যাপার আর কি আছে? মুসার ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরবাণী শ্রবণ, বিনয়, আনুগত্য, স্বর্গীয় বিশ্বাস ও পবিত্র স্বজাতি প্রেম, অবিচলিত উৎসাহাদি উচ্চ ধর্ম্মভাব ও আধ্যাত্মিক সাধুগুণই অলৌকিকতা। সামান্য মানুষের জীবনে ঐশ্বরিকভাবের বিকাশের ন্যায় অলৌকিকতা আর কি হইতে পারে? পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নানা প্রকারে হীনাবস্থাপন্ন সে একটী দেশকে বা জাতিকে নূতন সত্যের আলোকে আলোকিত করিয়া স্বর্গরাজ্যে লইয়া চলিল, স্বর্গীয় বীরত্বে জগৎ কাঁপাইল ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ক্রিয়া আর কি আছে? বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, বিজ্ঞান কখন ধর্ম্মের বিরোধী হইতে পারে না, কেন না ধর্ম্ম যে ঈশ্বরের বিজ্ঞানও সেই ঈশ্বরেরই। তদ্রূপ বাহ্য অলৌকিতা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে রাসায়নিক ও ঐন্দ্রজালিক লোক বিভিন্ন প্রকৃতি পদার্থের যোগ বিয়োগে এবং অভ্যাসও চতুরতা বলে ও বুদ্ধিকৌশলে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিজ্ঞানেরই মহিমা প্রকাশ পায়। মহাজনদিগের অলৌকিক ক্রিয়া এই রাসায়নিক ও ঐন্দ্রজালিক লোকদিগের অলৌকিতা শ্রেণীর অন্তর্গত বলিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না, তবে তাহাতে ঈশ্বরভক্তের কোন গৌরব নাই, বরং অগৌরব।

কিছুতেই ফেরওণের মন পরিবর্ত্তন না হওয়াতে পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "আমি ফেরওণের প্রতি যাহা করিব এইক্ষণ তুমি দেখিতে পাইবে। আমার পরাক্রম প্রকাশিত হইলে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে ও আপন দেশ হইতে তাহাদিগকে দূর করিবে।" ঈশ্বর মুসার সহিত কথোপকথন করিয়া আরও বলিলেন "আমি যিহোবা, আমি এব্রাহিম, ইয়কুব ও এস্হাকের নিকটে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলাম। আমি তাহাদের বংশোদ্ভব লোকদিগকে কেনান দেশ প্রদান করিব, অর্থাৎ যে দেশে তাহারা প্রবাস করিতেছিল তাহাদিগকে সেই দেশ দিব। তাহাদের সঙ্গে আমার এই অঙ্গীকার আছে। এইক্ষণ ফেরওণ কর্ত্তৃক দাসত্বে নিযুক্ত সেই এস্রায়েলবংশের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমি সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিলাম। তুমি এস্রায়েলবংশকে কহ, আমি পরমেশ্বর, কিবতি লোকদিগের ভার বহন হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিব, আমি তাহাদিগকে স্বীয় প্রজা করিয়া তাহাদের ঈশ্বর হইব।"

ফেরওণ ও তাহার অনুগামি লোকগণের প্রতি নানা প্রকার বিপৎপাত ও মুসার সদলে প্রস্থান।

যখন মহাপুরুষ মুসা ফেরওণ ও তাঁহার অনুগামিগণের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া ঈশ্বরের নিকটে সাহায্যের জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিলেন তখন পরমেশ্বর পুনঃ পুনঃ তাহাদের উপর বিপদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিন বৎসর ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষ হয়, তৎপর সপ্তাহ পঙ্গপালের উপদ্রব, সাত দিবস নগর প্রান্তর গৃহ অট্টালিকা কীট পুঞ্জে পূর্ণ হয়। সপ্তাহকাল কিবতিদিগের সম্বন্ধে নীল নদের জল রক্তে পরিণত হইয়া যায় এবং সপ্ত দিবা রাত্রি বন্য পশু সকল আসিয়া গ্রাম নগর আক্রমণ করে, তিন দিবস কিবতিদিগের গো মেষ অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশু সংক্রামক রোগে বিপদাপন্ন হয়, লক্ষ লক্ষ মণ্ডূক উৎপন্ন হইয়া ঘর বাড়ী আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, পরে ঝড় ও শিলা বৃষ্টি এবং জলপ্লাবনে কিবতিদিগের সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই প্রকারে ফেরওণ পুনঃ পুনঃ বিপদাক্রান্ত হইয়া এক এক বার ঈশ্বরের শরণাগত হইতে

ও বনিএস্রেয়েলকে ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পরে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ও মন্ত্রী হামানের কুমন্ত্রণায় অসম্মত হইয়াছে।

অনন্তর একদিন ফেরওণের সুমতি হইল, সে স্থানান্তরে উৎসব করিবার জন্য যাইতে বনিএস্রায়েলকে অনুমতি দান করিল। তখন ঈশ্বর মুসাকে আদেশ করিলেন যে "তুমি এই সুযোগে রজনীতে এস্রায়েল সন্ততিগণ সহ গোপনে কেনানাভিমুখে প্রস্থান কর, পথে আমি তোমার সহায় রহিলাম।" মুসাদেব বনিএস্রায়েলকে ইহা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তুত হইতে বলিলেন। পরদিন বনিএস্রায়েল নিস্তার পর্ব্বের উৎসবে গমনচ্ছলে প্রতিবেশী কিব্‌তিগণ হইতে নানা প্রকার পরিচ্ছদ ও স্বর্ণ রৌপ্যের আভরণ ও অন্য অন্য বহুমূল্য সামগ্রী চাহিয়া লইল, কেহ দানে সন্দেহ বা আপত্তি করিল না, কেন না প্রতিবৎসর এস্রায়েলবংশীয় লোকেরা উৎসবের দিন এই প্রকারে বস্ত্রাভরণাদি চাহিয়া লইয়াছে ও পরে ফিরাইয়া দিয়াছে। কথিত আছে বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক ব্যতীত বনিএস্রায়েল গণনায় ছয় লক্ষ ছিল, সকলেই রজনীযোগে মেসর হইতে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইল। ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন ঘটনা ঘটিল যে সেদিন মেসরে মহামারি উপস্থিত হইল, সেই মরকে নগরে প্রত্যেক কিব্‌তির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণত্যাগ করিল, সকলেই শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন বিলাপ করিতে লাগিল, অন্য কোন দিকে মনোযোগ বিধান করিতে পারিল না। এদিকে নিশাকালে মুসা সদলে মেসর হইতে যাত্রা করিলেন। হারুণ অগ্রে চলিলেন, তাঁহার পশ্চাতে বহুদলে বিভক্ত বনিএস্রায়েল ক্রমে ক্রমে যাত্রা করিল, তাহারা গোমেষাদি পশু ও সমুদয় গৃহ সামগ্রীসহ রাত্রিযোগে সাগরকূলে এক প্রান্তরে যাইয়া সমবেত হইল। রামিসন নামক স্থান হইতে ছয় লক্ষ পদাতিক সুক্কে নামক স্থানে যাত্রা করে। এস্রায়েলবংশ চারি শত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মেসরে বসতি করিয়াছিল, সেই চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষভাগে উক্ত দিবসে তাহারা মেসর হইতে বাহির হইল। এই যাত্রার দিবস স্মরণার্থ এস্রায়েল বংশ পুরুষানুক্রমে সেই রাত্রিতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বিশেষ ব্রতপালন করিয়া আসিতেছে। মুসা সকলকে বলিলেন "এই দিন তোমরা স্মরণ রাখিবে, যেহেতু তোমরা এই দিবস কারাগারস্বরূপ মেসর হইতে বাহির হইলে, পরমেশ্বর আপন বাহুবলে

তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। আবীর মাসের এই দিনে তোমরা বহির্গত হইলে। পরমেশ্বর যে সকল দেশ দান করিবেন বলিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহিদেশে যখন তিনি তোমাদিগকে আনয়ন করিবেন তখনও তোমরা এই মাসে এই পর্ব্ব পালন করিও, সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাড়ী শূন্য রুটি খাইবে, সপ্তম দিনে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসব করিবে।" তাড়িশূন্য রুটিকা ভোজনের বিধি এই জন্য হয় যে সেই রাত্রিতে তাহারা মেসর হইতে আনীত ময়দা দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাতে তাড়ী ছিলনা, কেননা মেসর হইতে পলায়ন করিবার ব্যস্ততা প্রযুক্ত কিছুই খাদ্যোপকরণ প্রস্তুত করিয়া আনিতে পারে নাই।

বনিএস্রায়েলের সাগর পার হওয়া ও ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হওয়া।

এদিকে পর দিন ফেরওণের নিকটে সংবাদ পঁহুছিল যে মুসা ও সমুদায় বনিএস্রায়েল আপন আপন ধন সম্পত্তি ও গোমেষাদি এবং কিবতিদিগের বস্ত্রালঙ্কারাদি সহ গত রজনীতে পলায়ন করিয়া গিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ফেরওণ প্রজাদিগকে আদেশ করিল যে "তোমরা দৌড়িয়া যাও, সে সকল লোককে আক্রমণ করিয়া বধ কর, তাহারা তোমাদের এতাধিক ধন সম্পত্তি বঞ্চনা করিয়া প্রস্থান করিল, কিছুতেই তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে।" নগর ও উপনগরে সেনাপতিদিগের প্রতি অবিলম্বে সসৈন্যে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সেনাবৃন্দ দলে দলে রাজধানীতে আগমন করিল। ফেরওণ সৈন্যবৃন্দ ও অন্য সহস্র সহস্র অনুচর এবং মন্ত্রী হামানকে সঙ্গে করিয়া দ্রুতবেগে মুসার অনুসরণে বাহির হইল। ফেরওণীয় সৈন্যের অগ্রভাগে এক মেঘস্তম্ভ প্রকাশ পাইয়া পথ অন্ধকারাবৃত করিয়াছিল, তজ্জন্য পথ হারা হওয়াতে সৈন্যদলের গমনে বিলম্ব হইয়া পড়িল। এদিকে মুসা সদলে তিন দিবস সমুদ্রতীরে স্থিতি করেন, এমত সময়ে ফেরওণের বাহিনী দলে দলে সমুদ্রের বন্যার ন্যায় মহাবেগে আসিতেছে দেখিয়া এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা প্রাণভয়ে

অত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িল। তখন উহারা মুসাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিল যে "তুমি আমাদিগকে লইয়া আসিয়া বিনাশ করিলে, আমরা মেসরে ভাল ছিলাম, তুমিই আমাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেও আমাদিগকে কেনানে লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে আদেশ করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া ভুলাইয়া আনিলে এবং আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিলে। এইক্ষণ রাজা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া অগণ্য সৈন্যসামন্ত সহ উপস্থিত, সম্মুখে ভীষণ সমুদ্র, পলায়নের কোন উপায় নাই, এই সময়ে কে আমাদিগকে রক্ষা করে? তুমি যে ঈশ্বরের কথা বলিয়া থাক তোমার সেই ঈশ্বর এইক্ষণ কোথায়? তিনি কি এই সৈন্য তরঙ্গ হইতে আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবেন? মেসরে কি কবর ছিল না যে প্রান্তরে আমাদিগকে মারিবার জন্য উপস্থিত করিলে। তুমি আমাদিগকে মেসর হইতে লইয়া আসিয়া অতি-অন্যায় করিয়াছ, কিব্‌তিদিগের সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও, কেননা প্রান্তরে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা তাহাদের সেবা করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ, এই কথা আমরা মেসরেও তোমাকে বলিয়াছি।" এদিকে মুসাদেব যখন দেখিলেন দুর্ব্বলচিত্ত ঘোর অবিশ্বাসী স্বজাতিবর্গ ভয়ে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিতেছে, আক্রমণ ও উৎপীড়ন করিতে উদ্যত, আবার সম্মুখে ভয়ানক সমুদ্র, সদলে পলায়ন করিবার কোন সুযোগ নাই, তখন তিনি অনন্যগতি হইয়া আপন প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন ও উপায়হীন শিশুর ন্যায় কাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদবস্থায় ঈশ্বর তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "মুসা, ভাবিত হইওনা, অগ্রসর হও, এবং যষ্টিদ্বারা সমুদ্রজলে আঘাত কর, অনায়াসে সাগর পার হইবে।" মুসা এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সাগর জলে যষ্টির আঘাত করিলেন, তাহাতে সাগরবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া দুইদিকে প্রাচীরের আকারে জল সমুন্নত হইয়া উঠিল, উভয় জলপ্রাচীরের মধ্যভাগ এক কূল হইতে অপর কূল পর্য্যন্ত প্রশস্ত বর্ত্মের আকারে প্রকাশ পাইল। তখন এস্রায়েল মণ্ডলী তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে সাগর পার হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন তৎকালীন সেই স্থানে সমুদ্রে চড়া পড়িয়া গিয়াছিল, মুসা ও তাঁহার সঙ্গের বাহিনী দৌড়িয়া অনায়াসে চলিয়া গেলেন। কোন কোন মোসল-

মানইতিহাস বেত্তার মতে মুসা নীল নদ পার হইয়াছিলেন সমুদ্র নয়, কিন্তু কোরাণ ও বাইবেলে সমুদ্রের কথাই লিখিত আছে। উহা সুফ সাগর, কোন ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী বলিয়াছেন যে উক্ত সমুদ্রের স্থানে স্থানে হঠাৎ বালুকাময় চড়া পড়িয়া যায়, আবার সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। যখন সেইরূপ চড়া পড়িয়াছিল বোধ হয় তখন মুসা দলবলে পার হইয়া যান,তাহার পর ক্ষণেই জলস্রোতে চড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে সেই সময় ফেরওণ সসৈন্যে জলে অবতরণ করে। এদিকে ফেরওণ সসৈন্যে সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিল যে মুসা দলবলে সাগর পার হইয়া গেল, তখন সে আশা করিল যে সদলে অপর পারে যাইয়া মুসাকে আক্রমণ করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া জলে নামিয়া সেই পথেই দলবলে দ্রুতবেগে পার হইতে উদ্যত হইল। সকলে সাগরগর্ভে অবতরণ করিলে দুই পার্শ্বের জলপ্রাচীর তাহাদের উপরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ ফেরওণ সসৈন্যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, এক জনেরও প্রাণ রক্ষা পাইল না। এস্রায়েল সন্তানগণ ফেরওণ সদলে সাগরজলে মগ্ন হইল দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মুসাদেব ভূমিষ্ট প্রণত হইয়া পরিত্রাতা পরমেশ্বরের স্তব স্তুতি ও প্রশংসা সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তখন ঈশ্বর তাঁহাকে প্রসন্ন বদনে আশীর্ব্বাদ করিয়া তুরুস্ক রাজ্যের অন্তর্গত কেননাভিমুখে বনিএস্রেয়িলকে লইয়া যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।

এস্থলে ঈশ্বরের আদেশ ও মুসার সঙ্গে তাঁহার কথোপকথন বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। পরমেশ্বর কি মনুষ্যের ন্যায় মানবীয় ভাষায় মুসার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন? বাস্তবিক তাহা নহে। ঈশ্বর নিরাকার, মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার মুখ নাই, তিনি রসনাযোগে বাহিরে কথা বলেন না, অশব্দবাক্যে স্বর্গীয় ভাষায় মনুষ্যের অন্তরে কথা বলেন, ঘটনার ভিতর দিয়া বাহ্য প্রকৃতির মধ্য দিয়া কথা বলেন। তাঁহার গম্ভীর অশব্দ বাণী বজ্রধ্বনিকেও পরাস্ত করে, অনুগত ভক্ত লোকেরা বিশ্বাস কর্ণে তাহা শুনিতে পায়। এই ঈশ্বরবাণীকে প্রত্যাদেশ বা দৈববাণী বলে। মহাপুরুষ ও ঋষি মহর্ষিগণ অন্তরে এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে অনুক্ষণ আপনাদের জীবনের কর্ত্তব্য সকল পালন করিয়া গিয়াছেন। যিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

করেন তিনিই তাঁহার নিগূঢ় আদেশ উপদেশ শুনিতে পান। কথিত আছে যে জেব্রিল আসিয়া হজরত মোহম্মদকে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞাপন করিতেন। কোরাণ শরিফের প্রসিদ্ধ উর্দ্দু অনুবাদক ও টীকাকার শাহ অব্‌দোল কাদের সাহেব লিখিয়াছেন যে "পবিত্রাত্মাই জেব্রিল, জেব্রিল ঈশার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন।" পবিত্রাত্মাকে স্বর্গীয় বিবেক বলা যায়, মুসাদেব ও মহাত্মা ঈশা ও হজরত মোহম্মদ প্রভৃতি মহাজনগণ যে বিবেকযোগে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়াছেন ও অন্তরে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। কোরাণের বকর সুরার ১২শ রকুর প্রারম্ভে লিখিত আছে, "বল যে ব্যক্তি জেব্রিলের বিরোধী হয় (সে অনিষ্ট করে) কেন না নিশ্চয় সেই জেব্রিল ঈশ্বরের আদেশে তোমার অন্তরে এই কোরাণ অবতারণ করেন।" ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে অন্তরেই হজরত মোহম্মদ জেব্রিল (পবিত্রাত্মা) যোগে ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়াছেন। পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধাচরণের ন্যায় পাপ নাই, পবিত্রাত্মার বিরোধী হওয়া আর ঈশ্বরের বিরোধী হওয়া এক কথা। কোরাণে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে যে জেব্রিল (পবিত্রাত্মা) হজরত মোহম্মদের অন্তরে কোরাণ অবতারণ করিয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রেও অন্তরে যে ঈশ্বরের আদেশ হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যঃ সূরয়ঃ" অর্থাৎ পরমেশ্বর আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয় যোগে বেদ প্রকটন করিয়াছেন তদ্দ্বারা জ্ঞানী লোকেরা মুগ্ধ হন। হিন্দুরা "শব্দ ব্রহ্ম" অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যস্বরূপ বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই কথার আভাস পাওয়া যায়। যথা আদিতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাক্যরূপে ছিলেন। নানা শাস্ত্রেই ঈশ্বর যে কথা বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইক্ষণ ও যে তাঁহার কথায় শেষ হইয়াছে তিনি নীরব হইয়া বসিয়া আছেন, কাহার প্রার্থনায় উত্তর দেন না, কাহাকেও জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন না, নূতন তত্ত্ব তাঁহার নিকটে কিছুই নাই, সমুদায় বাইবেল কোরাণাদিতে সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব ঈশ্বর চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া রহিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত বাণী, অনন্ত শাস্ত্র, তাহা কোন কালে ফুরাইবে না। তিনি অবিশ্রান্ত কথা বলিতেছেন ও উপদেশ দিতে-

ছেন। যাহার বিবেক কর্ণ উন্মুক্ত রহিয়াছে তিনিই মুসার ন্যায় প্রভুর কথা শুনিতে পাইতেছেন। তাঁহার কথা বাহ্যিক শব্দ নয়, আন্তরিক। আকাশে দৈববাণী হইল, পবিত্রাত্মা বা জেব্রিল এক অদ্ভুত জড়ীয় আকারে বাহিরে প্রকাশ পাইলেন এ সকল কথা মনঃকল্পিত বা রূপক বৈ নহে। আদেশ সকল মনুষ্যের প্রতি প্রতিনিয়ত হইয়া থাকে, তবে সাধারণ লোকের প্রতি সাধারণ আদেশ বিশেষে ব্যক্তির প্রতি বিশেষ আদেশ হয়। ঈশ্বর হইতে নিষেধ বিধি তিরস্কার ও পুরস্কার সর্ব্বদা আসিতেছে, দুষ্কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি সৎকর্ম্ম করিলে আত্মপ্রসাদ যে হয় তাহাই ঈশ্বর কর্তৃক তিরস্কার ও পুরস্কার।

এস্রায়েল মণ্ডলী সহ মুসার কেনানাভিমুখে যাত্রা করা ও পথে নানা পরীক্ষায় পতীত হওয়া।

যাহাহৌক মুসাদেব এস্রায়েল জাতিকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। কথিত আছে প্রান্তরে রৌদ্রের সময় ঈশ্বরের আদেশে মেঘশ্রেণী তাঁহাদের মস্তকোপরি ছায়াদান করিয়া ছিল। কয়েকদিন অন্তর মুসাদেব সঙ্গিগণ সহ শূর প্রান্তর পার হইয়া মারা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথাকার জল তিক্ততা প্রযুক্ত কেহ পান করিতে পরিল না। সকলে মুসার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল, মুসা নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পরমেশ্বর তাঁহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ দেখাইলেন, মুসা সেই কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া জলেতে নিক্ষেপ করিলেন, তদ্দারা জলের তিক্ততা দূর হইল। সেই স্থানে ঈশ্বর এস্রায়েল জাতির জন্য ব্যবস্থা সকল নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বলিলেন "যদি তোমরা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা মান্য কর ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর তবে কিব্‌তিজাতি যে সকল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল তোমরা সেই যন্ত্রণা ভোগ করিবেনা। আমি তোমাদের আরোগ্যকারী পরমেশ্বর।"

অনন্তর মেসর পরিত্যাগের দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে এস্রায়েল মণ্ডলী এলিমও ওসীন এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সীন নামক প্রান্তরে উপস্থিত হন।

তখন এস্রায়েল মণ্ডলী অন্নাভাব জনিত ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মুসার ও হারুণের বিরোধী হইয়া উঠে, তাহারা বলে "আমরা যখন মাংসের স্থালীর নিকটে বসিয়া তৃপ্তির সহিত অন্ন ভেজন করিতে ছিলাম, হায় হায় তখন মেসর দেশে কেন প্রাণত্যাগ করিলাম না, ক্ষুধায় সমুদায় মণ্ডলীকে বধ করণার্থ তোমরা আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনয়ন করিলে।" মুসা সেই অবোধ জাতিবর্গকে লইয়া সর্ব্বদা বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, বুঝাইলেও তাহারা কিছুই বুঝিতনা, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের নির্ভর ও বিশ্বাস কিছুই ছিল না, একটু ক্লেশবিপদ দেখিলেই অস্থির হইয়া কোলাহল করিত এবং পরমোপকারী মুসাকে গালিদান ও উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিত না। মুসাদেব তাহাদের গালি ও তিরস্কার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন ও কিসে তাহাদের মঙ্গল হয় অনুক্ষণ তাহাই ভাবিতেন। সন্তান বৎসল পিতা যেমন দুষ্ট সন্তানদের অত্যাচার বহন করে তিনি ঠিক সেই প্রকার তাহাদের উৎ-পীড়ন সহ্য করিতেন। মহাপুরুষদিগের চরিত্রই এইপ্রকার, তাঁহারা জগতের ভার বহন করিবার জন্যই প্রেরিত হন, আপনার ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া পৃথিবীর ভাবনাই সর্ব্বদা ভাবেন ও প্রভুর নিকটে ক্রন্দন করেন। তখন খাদ্যাভাবে এস্রায়েল মণ্ডলী নানাপ্রকার কটুকাটব্য করিলে মুসাদেব ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। জীবিকা দাতা পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব, লোক সকল বাহিরে যাইয়া প্রতি দিনের জন্য নির্দ্ধারিত পরিমাণানুসারে আপনাদের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারা সায়ংকালে মাংস ও প্রাতঃ-কালে অন্ন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু তাহারা আমার এই ব্যবস্থানুসারে চলিবে কিনা এতদ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব।" এই কথার সঙ্গে কল্য-কার জন্য ভাবিবেনা, পরম বৈরাগী মহর্ষির ঈসার এই বৈরাগ্যোপদেশের সুন্দর ঐক্য দেখা যায়। যাহা হৌক মুসা এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এস্রায়েল মণ্ডলীকে বলিলেন "পরমেশ্বর সায়ংকালে ভোজনার্থ তোমাদিগকে মাংস দিবেন এবং প্রাতঃকালে প্রচুর অন্ন দান করিবেন। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে তোমরা যে সকল বাগ্‌বিতণ্ডা করিলে ও অবিশ্বাসের কথা বলিলে তিনি তাহা শুনিলেন। আমরা কে? আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বচসা নয় ঈশ্ব-

রের বিরুদ্ধে বচসা হইয়া থাকে।" পরে মুসার আদেশে হারুণ এই কথা সমুদয় মণ্ডলীকে বলিতেলাগিলেন। ইত্যবসরে তাহারা প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া মেঘস্তম্ভের মধ্যে ঈশ্বরের তেজ দর্শন করিল। অনন্তর সন্ধ্যাকালে ভাটুই পক্ষী দলে দলে আসিয়া তাহাদের শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে উড়িতে লাগিল, তাহারা আপনাদের ভোজনার্থ ঈশ্বরের প্রেরিত পক্ষী জানিয়া সেই সকলকে শিকার করিল। প্রাতঃকালে ক্ষুদ্র বীজাকার স্বরস পদার্থ বিশেষ রাশি রাশি প্রান্তরে পড়িয়াছিল, এস্রায়েল মণ্ডলী তাহা কুড়াইয়া ভক্ষণ করিল। কোরাণের তফ্‌সির বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে যে "মন ও সলওয়া এস্রায়েল মণ্ডলীর আহারার্থ উপস্থিত হইত, মন একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার মিষ্টদ্রব্য, রজনীতে বায়ুবেগে এস্রায়েল সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইত, প্রাতঃকালে তাহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিত। সলওয়া একপ্রকার ক্ষুদ্রপক্ষী, এই পক্ষী দলে দলে বাত্যাহত হইয়া এস্রায়েল সৈন্যগণের চতুষ্পার্শ্বে ভূতলে পড়িয়া যাইত তাহারা সেই সকলকে ধরিয়া আনিয়া কবাব করিয়া খাইত।" সেই মন বা মান্না শুভ্র বর্ণ ধান্যাকৃতি ছিল, তাহার আস্বাদ মধু মিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।

এইক্ষণ পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করিলেন "তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ভোজন শক্তি অনুসারে উহা কুড়াইয়া লও এবং তোমাদের এক এক জন আপন আপন পটমণ্ডপস্থ লোকদিগের সঙ্খ্যানুসারে প্রত্যেকের নিমিত্ত কিছু কিছু করিয়া সংগ্রহ কর।" এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা তদনুরূপ কার্য্য করিল। তাহাতে কেহ অধিক কেহ অল্প কুড়াইল। মুসা তাহাদিগকে সাবধান করিলেন যে তোমরা পরদিনের জন্য কিছুই রাখিবেনা। তথাপি কেহ কেহ মুসার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আগামী দিবসের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়াছিল, সেই খাদ্য নষ্ট হইয়া গেল। ঈশ্বরের মণ্ডলী পবিত্র বিধানের অন্তর্গত লোকেরা সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করিবেনা, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিতে হইবে, কেননা ঈশ্বর তাহাদের ভারগ্রহণ করিয়াছেন, যাহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে তাহারা তাঁহার বিধান মার্গের বহির্ভূত লোক, তাহাদের সঞ্চিত সেই অন্ন দূষিত, সেই অশুদ্ধ অন্ন ভোজনে তাহাদের শরীর মন

বিকৃত ও অশুদ্ধ হয়। মুসার কেমন আশ্চর্য্য ভাব! এমন আর কাহার ও জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র শিশু যেমন কথায় কথায় জননীকে জিজ্ঞাসা করে, মুসাদেবও সেই প্রকার পদে পদে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেন,আজ্ঞা না পাইলে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। ভগবানের প্রতি তাঁহার এরূপ অচল বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে,যে বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হইতেন পর্ব্বত প্রমাণ বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা সম্পাদনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, এস্রায়েল মণ্ডলী যেন সপ্তাহের ষষ্ট দিবসে দ্বিগুণ খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহার অর্দ্ধাংশ পবিত্র বিশ্রাম বারের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, সে দিবস তাহাদিগকে খাদ্যাদির আয়োজন করিতে হইবে না। মুসা এই আজ্ঞা সকলকে জানাইলেন, তাহারা তদনুরূপ আচরণ করিল। সেই সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য দূষিত হইল না, কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া বিশ্রাম বারেও খাদ্য কুড়াইবার চেষ্টা করিল। তাহাতে পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে আর কত কাল অসম্মত থাকিবে, দেখ আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিন প্রদান করিয়াছি, এই জন্য ষষ্ট দিনে বিশ্রাম দিনের উপযুক্ত খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকি, অতএব তোমরা কেহ সপ্তমদিবসে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বাহির হইও না।" তদবধি এস্রায়েল মণ্ডলী সপ্তম দিবসকে বিশ্রামের দিন বলিয়া বিশেষ রূপে মান্য করিতে লাগিল। শনিবার বিশ্রাম বার, সেই দিন সাংসারিক কার্য্য কর্ম্ম না করিয়া কেবল ঈশ্বর ভজনায় যাপন করার বিধি। এইক্ষণও ইহুদিজাতি তাহা পালন করিতেছে। কোরাণে উক্ত হইয়াছে যে এস্রায়েল মণ্ডলী প্রতি দিন এক প্রকার খাদ্য খাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং মুসাকে বলে "তোমার ঈশ্বর কি নানা বিধি উত্তম খাদ্য প্রদানে সক্ষম নহেন, জনপদবাসিগণ গোধূম পলাণ্ডু মসুরী ডাল ইত্যাদি কত প্রকার ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে, ঈশ্বর কি তাহা আমাদিগকে দিতে পারেন না? আমরা এরূপ আহারের কষ্ট আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না, একবিধ খাদ্যে আমাদের কিছু মাত্র রুচি নাই।" তাহাতে পরমেশ্বর এক গ্রামের নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া বলেন

"তোমরা যে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ, তজ্জন্য গ্রামের দ্বারে প্রণাম করতঃ পাপ-ক্ষমা হউক বলিতে থাক, তৎপর এস্থানে স্বচ্ছলরূপে নানা প্রকার ভোজ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে।"

অনন্তর মুসা সমস্ত মণ্ডলী সহ সীন প্রান্তর অতিক্রম করিয়া রিফিদিম নামক স্থানে যাইয়া শিবির স্থাপন করেন। তথায় জলাভাব হয়। তৃষার্ত্ত সঙ্গিগণ জল পান করিতে না পাইয়া তাঁহার সঙ্গে কলহ আরম্ভ করে। তাহারা বলে "আমাদিগকে জল দাও পান করিব, তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সন্তানগণকে এবং পশু সকলকে তৃষ্ণা দ্বারা বধ করিতে মেসর হইতে কেন আনিলে ?" তাহাতে মুসা বলেন " তোমরা কেন আমার সঙ্গে বচসা কর এবং ঈশ্বরকে আর কেন পরীক্ষা কর।" তৎপর তিনি পরমেশ্বরের নিকটে খেদোক্তি করিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভো, আমি এই লোক দিগের নিমিত্ত কি উপায় করিব ? তাহারা জল না পাইয়া আমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে উদ্যত।" তখন পরমেশ্বর একটি পর্ব্বতকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলেন "তুমি যষ্টি দ্বারা এই শৈলে আঘাত কর, শৈল ভেদ করিয়া নির্ম্মল বারি নিঃসৃত হইবে।" মুসা তদনুসারে আঘাত করিলে তাহা হইতে দ্বাদশটী প্রস্রবণ নির্গত হয়, মুসার সঙ্গে দ্বাদশ সম্প্রদায় ছিল, এক এক সম্প্রদায় এক এক প্রস্রবণে পর্য্যাপ্তরূপে জল পান করে। এস্রায়েল বংশীয় প্রাচীন লোকেরা এই রূপ পাষাণ ভেদ করিয়া জল নিঃসৃত হওয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। সেই স্থানে এস্রায়েল বংশীয়দের বিবাদ ও পরমেশ্বরের পরীক্ষা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম 'মসা' ও 'মিরিবা' (পরীক্ষা ও বিবাদ) রাখা হয়। রিফিদিমে দুর্দ্ধান্ত আমালক জাতি মুসাদেবের সৈন্যদলের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করে। পরে তাহারাই পরাস্ত হয়। সংগ্রামে জয় লাভের পর মহাপুরুষ মুসা তথায় এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "ঈশ্বর আমাদের ধ্বজা স্বরূপ" রাখেন।

মুসার শ্বশুর ও পত্নীর আগমন ও মুসার বিচার প্রণালীর সংশোধন।

ইতিপূর্ব্বে মুসাদেব স্বীয় ভার্য্যা সেফুরাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। মুসার শ্বশুর শো অব মুসার সঙ্গে ঈশ্বর যে সকল ক্রিয়া করিয়ছেন ও এস্রায়েল জাতিকে যে মেসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এই শুভসংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রাপ্ত হন, এবং আপন দুহিতা সেফুরা ও তাঁহার দুই পুত্রকে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে মুসার নিকটে আগমন করেন। মুসার এক পুত্রের নাম গার্সের অপর পুত্রের নাম ইলিয়েষর ছিল। মুসা স্বীয় শ্বশুরকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করেন ও সাদর সম্ভাষণে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কবিয়া স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গে মিলিত হন। পরে ফেরঔণ সদলে যে প্রকারে নিহত হইয়াছে ও তাঁহার প্রতি ঈশ্বর যে সকল করুণা প্রকাশ করিয়াছেন ও বনি এস্রায়েলকে যেরূপে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন বিস্তারিতরূপে আপন শ্বশুরকে বলিলেন। শোঅব সেই সকল কুশল সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে পুলকিত হন এবং ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরে তিনি সেই স্থানে ঈশ্বর উদ্দেশ্যে হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন, এস্রায়েল বংশীয় প্রাচীন লেকেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ভোজনে যোগ দেয়।

পরে মুসা এস্রায়েলমণ্ডলীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে লোকের ভিড় হয়। মুসা যে প্রকারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহার শ্বশুর উহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন "তুমি একাকী কেন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের বিচার করিয়া থাক?" মুসা বলিলেন "সকল লোক ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার নিকটে উপস্থিত হয়, আমি বাদী প্রতিবাদীর উক্তি শ্রবণ করিয়া বিচার করি ও তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিধি ব্যবস্থা সকল জ্ঞাপন করিয়া থাকি।" শোঅব বলিলেন "তোমার এরূপ আচরণ ভাল নয়, তাহাতে তুমি ও অর্থী প্রত্যর্থী উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছ। কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতার অতিরিক্ত। তুমি একাকী এত লোকের বিচার করি—

সক্ষম নও। অতএব আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। তুমি লোকদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদের কথা ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করিও, ও তাহাদিগকে ঐশ্বরিক বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দিও এবং তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রদর্শন করিও। এতদ্ভিন্ন এই মণ্ডলীর মধ্য হইতে ঈশ্বরভীরু সত্যবাদী নিঃস্বার্থ সুযোগ্য লোক মনোনীত করিয়া সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশৎপতি ও দশপতিরূপে নিযুক্ত কর, তাহারা সর্ব্বদা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট দলের বিচার করিবে, কোন মহা বিচার হইলে তাহা তোমার নিকটে সমর্পিত হইবে, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাহারা করিবে। এইরূপ তাহারা সাহায্য করিলে তোমার কার্য্য ভার লঘু হইবে। যদি তুমি এরূপ আচরণ কর ও ঈশ্বর তোমাকে এপ্রকার আজ্ঞা করেন, তবে তুমি একার্য্য বহন করিতে পারিবে এবং এই সকল লোকও মঙ্গলমতে আপনাদের গন্তব্য স্থানে গমন করিবে।" মুসাদেব শ্বশুরের এই পরামর্শ শিরোধার্য্য করিলেন, তদনুরূপ বিচার কার্য্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। অনন্তর শোঅব বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

সিনয় গিরিতে ঈশ্বরের সঙ্গে মুসার কথোপকথন ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার।

মেসর হইতে যাত্রা করিয়া এস্রায়েলবংশ তৃতীয় মাসের প্রথম দিবসে সিনয় প্রান্তরে উপস্থিত হয়। বাইবেলে সিনয় প্রান্তর সিনয়পর্ব্বত মোহম্মদীয় গ্রন্থাদিতে এমন প্রান্তর, তুর পর্ব্বত বা তুর সায়নাপর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত। তাহারা রিফিদিম হইতে যাত্রা করিয়া সিনয় প্রান্তরে আসিয়া সিনয় পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করে। তখন মুসা সেই ঐশ্বরিক পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পরমেশ্বর পর্ব্বত হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন "তুমি ইয়কুবের বংশকে, এস্রায়েলের সন্তানগণকে আমার এই উক্তি জ্ঞাপন কর, আমি কিব্‌তি দিগের প্রতি যাহা করিয়াছি এবং উৎক্রোশ পক্ষীর পক্ষপুটের ন্যায় তোমাদিগকে যে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছি তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই ক্ষণ যদি তোমরা আমার

আজ্ঞা মান্য কর ও আমার নিয়ম পালন কর তবে তোমরা সকল লোক অপেক্ষা আমার বিশেষ অধিকার পাইবে এবং আমার মনোনীত যাজকদিগের এক বংশ ও পবিত্র এক জাতি হইবে।" তখন মুসা আসিয়া প্রাচীন লোকদিগকে নিকটে ডাকিয়া পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে সকলে এক যোগে স্বীকার করিয়া বলিল "ঈশ্বর যাহা বলিবেন আমরা তাহা পালন করিব।" পরে মুসা পরমেশ্বরের নিকটে এই কথা নিবেদন করিলেন। পরমেশ্বর বলিলেন "আমি নিবিড় মেঘের ভিতর দিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তোমার সঙ্গে আমার কথোপকথন হইবে, সকলে তাহা শ্রবণ করিতে পারিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। তুমি মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র হইতে বল। তাহারা বস্ত্রাদি যেন প্রক্ষালন করে, অদ্য হইতে দুই দিবস যেন পবিত্র ভাবে যাপন করিয়া তৃতীয় দিবসের জন্য প্রস্তুত হয়, কেননা তৃতীয় দিবস আমি সিনয় পর্ব্বতে সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ পাইব। তুমি চতুর্দ্দিকে সীমা নিরূপণ করিয়া লোকদিগকে বল তাহারা পর্ব্বতারোহণে বা সীমা স্পর্শকরণে যেন সাবধান হয়। যে ব্যক্তি পর্ব্বত স্পর্শ করিবে সে হত হইবে। অতএব কেহ যেন সিনয় গিরিকে স্পর্শ না করে। তূরী ধ্বনি হইবা মাত্র যেন তাহারা পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হয়।" অনন্তর মুসা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া মণ্ডলীকে পবিত্র হইতে উপদেশ দান করিলেন, এবং বলিলেন "তোমরা আপন আপন বস্ত্র ধৌত কর, তৃতীয় দিবসের জন্য প্রস্তুত হও, কেহ ভার্য্যার নিকটে গমন করিও না।" তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিল। পরে তৃতীয় দিবস উষা কালে মেঘগর্জ্জন বিদ্যুৎ এবং গিরিশৃঙ্গে ঘনঘটা ও উচ্চ তূরীধ্বনি হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে শিবিরস্থ সমুদয় লোক কম্পিত হইল। মুসা ঈশ্বরের দর্শনোদ্দেশে লোকদিগকে বাহির করিয়া পর্ব্বতের নিম্নভাগে আনিয়া দণ্ডায়মান করিলেন। তখন সমস্ত সিনয় পর্ব্বত ধূমময় ছিল, পরমেশ্বর বিদ্যুৎ বাহনে গভীর জলদপটলে পর্ব্বত শিখরে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহার তেজ ও প্রতাপে সমুদায় পর্ব্বত কম্পিত হইতেছিল। মুসা গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বর আকাশবাণীতে তাহার উত্তর

দান করিলেন। পরে মুসা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে পর্ব্বত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক হারুণকে সঙ্গে করিয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। অন্য কেহ নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া শৈল শিখরে আরোহণ করিতে পারে নাই। কিয়ৎক্ষণ অন্তর মুসা নিম্নে অবতরণ করিয়া লোকদের নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষস্থ মুনিঋষিদিগের জীবন দর্শন ও যোগপ্রধান ছিল। তাঁহারা ধ্যানযোগে স্ব স্ব অন্তরে পরব্রহ্মকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন ও পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার গভীর যোগসাধন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহাদের ব্রহ্মবাণী শ্রবণের কথা অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। যথা মণ্ডুক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রং যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ-দোষাঃ।" (অর্থ) "সেই জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর শরীরের অভ্যন্তরে মনোমধ্যে বিরাজ করেন, যোগিগণ নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকেই দর্শন করিয়া থাকেন।" "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" (অর্থ) "জ্ঞান প্রসাদে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যান যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপ-লব্ধি করেন।" কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "তন্দুর্দর্শং গূঢমনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্ মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" (অর্থ) "তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন, তিনি নিত্য, ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগ পূর্ব্বক অধ্যা-ত্মযোগে সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হন।" "অনোরনীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং তমক্রতুঃ, পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।" (অর্থ) পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহৎ, তিনি প্রাণি-গণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিধা-তাকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দর্শন করে।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ।" (অর্থ) "এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করি-তেছেন, অধ্যাত্মদর্শী সাধকগণ একাগ্রমনে তাঁহাকে দর্শন করেন।" ইত্যাদি,

কিন্তু মুসার, জীবন শ্রবণপ্রধান, ব্রহ্মবাণী শ্রবণই তাঁহার জীবনের সার তত্ত্ব। সকল অবস্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া চলিতে তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি একান্ত আজ্ঞাধীন ভৃত্য ছিলেন। তাঁহার বিধানে ব্রহ্ম দর্শনের কথা বড় নাই। তিনি যে অন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহার আত্মার কর্ণ প্রমুক্ত ছিল, তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর বাণী শ্রবণ করিতেন। তিনি সময়ে সময়ে বাহিরে প্রকৃতির ভিতরে তরু লতা পর্ব্বত মেঘ ও বিদ্যুতের মধ্যে মাত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব অবলোকন করিয়াছেন। "স্থলে হরি জলে হরি চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি অনলে অনিলে হরি হরিময় এই ভূমণ্ডল।" "তুমি বিশ্বরূপী ভগবান্ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, জড় জীব তরু লতা সবকার প্রাণ।" এই সকল উক্তি মুসার জীবন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধান প্রমাণিত করিতেছে। "সেই জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর শরীরের অভ্যন্তরে মনোমধ্যে বিরাজ করেন যোগিগণ নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকেই দর্শন করিয়া থাকেন।" মুসার চরিত্র এই সত্যের সাক্ষ্যদান করে না। তিনি চক্ষু নিমীলন করিয়া ধ্যানের পথে গমন করেন নাই, অন্তর ছাড়িয়া বহিরে গিয়াছেন, বাহ্য জগতে বিশেষ বিশেষ পদার্থে কখন কখন ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। বৈদিক সময়ে ঋষিগণ যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি বাহ্যপদার্থে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি বন্দনা করিয়াছেন মহাত্মা মুসা ও সেইপ্রকার তাঁহার প্রভু জিহোবার আবির্ভাব জড় বস্তুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথম ঈশ্বর বাহিরে পরে অন্তরে, প্রথম বাহ্য প্রকৃতিতে পরে আত্মাতে প্রকাশ পান। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং স ধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধো রুগায়।" (অর্থ) হে মানবগণ, তোমরা শীঘ্র সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তি কীর্ত্তন কর, যিনি এই সমুদয় জড় পদার্থ ও উপাসক দিগের বাসযোগ্য সত্যলোক সৃজন করিয়াছেন, সমুদায় পরাক্রম তাঁহারই, মহাত্মারা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকে।" বৈদিক ঋষিদিগের ঈশ্বরের ন্যায় মুসার ঈশ্বরও মহিমান্বিত তেজোময় প্রতাপশালীরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। কিন্তু মুসার সময়ে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব যেরূপ ব্যক্ত হই-

য়াছে বৈদিক সময়ে সেরূপ নয়। মুসা সম্পূর্ণ রূপে আমিত্ব বর্জ্জিত হইয়া নিজের ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব একেবারে বিসর্জ্জন করিয়া জীবন্ত প্রভুর হস্তে যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। ধর্ম্মের আরম্ভে ঈশ্বরভয় পরে ঈশ্বরপ্রেম, প্রথমতঃ ঈশ্বর ভয়ঙ্কর শাস্তিদাতা রূপে প্রকাশ পান, পরে প্রেমস্বরূপ হরি রূপে ভক্তের অন্তর অধিকার করেন। ভয় ধর্ম্মের বাল্যাবস্থায়, প্রেম যৌবনাবস্থায়। বেদ হইতেই ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্ম্মের সূত্রপাত হয় তখন ঈশ্বরের তেজ মহিমা প্রতাপ ও ভীষণত্বের ভাবই প্রকাশ পায়, পরে পুরাণের সময়ে ঈশ্বরের প্রেম ও লীলা, বিধাতৃত্ব আরম্ভ হয়। এই প্রকার পশ্চিম এসিয়ায় মুসার বিধান হইতেই জলন্ত বিধানের সূত্রপাত, সুতরাং এই বিধানের শাস্ত্রে ভয়, শাসন, ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রতাপের কথাই বাহুল্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। মুসার ঈশ্বর প্রেমময় নহেন, তেজোময় পরাক্রমশালী ভয়ঙ্কর। পরবর্ত্তী ঈসার বিধানে স্বর্গীয় প্রেমের প্রকাশ। ক্রমেই বিধানের বিকাশ ও পূর্ণতা। মুসার উপদেশ "চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত উৎপাটন কর।" ঈসার উপদেশ "অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে তাহাকে বাম গণ্ড ফিরাইয়া দিও।' ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় নীতি, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেম। মুসার ধর্ম্ম কঠোর নীতির উপর ঈসার ধর্ম্ম প্রেমের উপরে সংস্থাপিত।

মুসা পর্ব্বত হইতে ঈশ্বরের যে সকল আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মণ্ডলীর নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"আমার সমক্ষে অন্য কোন দেবতা রাখিতে পারিবেনা, তুমি আপনার নিমিত্ত কোন খোদিত মূর্ত্তি অথবা উপরিস্থ আকাশ কিংবা অধঃস্থ পৃথিবী কিংবা তন্নিম্নবর্ত্তী সলিলস্থ কোন পদার্থের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে না।

"প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইওনা, কারণ যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয় পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধী গণ্য করেন না।

"বিচারে অন্যায় করিওনা, দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ধনীরও সম্ভ্রম করিও না, তুমি ন্যায়েতেই স্বীয় প্রতিবেশীর বিচার করিও।

"তুমি মনে মনে ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না, কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক

স্বীয় প্রতিবাসীকে অনুযোগ করিবে এবং তাহাকে পাপ করিতে দিবেনা।

"প্রতিহিংসা করিওনা ও স্বজাতির প্রতি দ্বেশ করিওনা, কিন্তু প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।

"নর হত্যা করিও না, পরদার করিও না, চুরি করিও না, আপন প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না।"

মুসা পর্ব্বত হইতে নামিয়া এই সকল আজ্ঞা প্রচার করিলে পর লোক সকল পর্ব্বতকে মেঘ গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত, তড়িদ্দামে আলোকিত ও ধূমময় দেখিল। তাহারা এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া পলায়ন করিয়া দূরে দাঁড়াইল, এবং মুসাকে বলিল "তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বল, ঈশ্বরের কথা আমরা শুনিতে চাহি না, আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।" তখন মুসা তাহাদিগকে কহিলেন "ভয় করিও না, তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও তোমরা যেন আর পাপ না কর এই নিমিত্ত পরমেশ্বর আপন ভয়ানক মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন।" তখন লোক সকল দূরে দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু যে স্থানে পরমেশ্বর ছিলেন সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে পুনর্ব্বার মুসা গমন করিলেন। পরিশেষে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন "তুমি এস্রায়েল মণ্ডলীকে বল, আমি আকাশে থাকিয়া তোমাদের সঙ্গে কথা কহিলাম, তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিলে, অতএব তোমরা আমার সাক্ষাতে রৌপ্যময় বা স্বর্ণময় দেবতা আপনাদের জন্য নির্ম্মাণ করিও না। তুমি হে মুসা, আমার নিমিত্ত এক মৃন্ময়ী বেদী নির্ম্মাণ কর, তদুপরি হোম বলি ও মঙ্গলার্থ বলি উৎসর্গ কর।" ইত্যাদি অনেক উপদেশ ও আদেশ করিলেন। পরে ক্রমশঃ পরমেশ্বর মুসা-দ্বারা এস্রায়েল মণ্ডলীর প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম প্রণালী শাসন বিধি পূজা হোম বলি ব্রতাদির নিয়ম পর্ব্বাহ ও উৎসবাদির ব্যবস্থা খাদ্যা খাদ্য নির্ণয় ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও নানা প্রকার উপদেশ ও আদেশ প্রচার করিলেন, তাহা বিস্তারিত বর্ণন করিয়া পুস্তক দীর্ঘ করা আবশ্যক বোধ হইল না। তাহার অনেক নিয়ম প্রণালী ও বিধি ব্যবস্থ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। মুসা ও বনি এস্রায়েল সম্বন্ধে অন্য অনেক অবান্তর ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়াছিল, তাহা তাদৃশ প্রয়োজনীয়

নয় বলিয়া উল্লেখ করা গেল না। কেবল প্রধান কয়েকটী বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন "সুফ সাগর অবধি পিলেষ্টীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং প্রান্তর অবধি ফোরাত নদী পর্য্যন্ত তোমাদের অধিকারের সীমা নিরূপণ করিলাম, আমি সেই দেশের বর্ত্তমান নিবাসীদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব, তোমরা তাহাদিগকে বলে কৌশলে ক্রমে ক্রমে তাড়াইয়া দিও, তাহাদের সঙ্গে কিম্বা তাহাদের দেবগণের সঙ্গে কোন অঙ্গীকার করিও না। তোমাদের অধিকৃত দেশে তাহাদের বাস করা উচিত নয়, তাহারা তোমাদিগকে আমার বিরুদ্ধে পাপে লিপ্ত করিবে। যদি তোমরা তাহাদের দেবগণকে সেবা কর তবে অবশ্য তাহারা তোমাদের ফাঁদ স্বরূপ হইবে।"

অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন "তুমি এস্রায়েল মণ্ডলীকে বল, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিব তাহারা সেই দেশে প্রবেশ করিলে পর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভূমির বিশ্রাম হইবে, কৃষকগণ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন ক্ষেত্রে বীজবপন করিবে, দ্রাক্ষার উদ্যান করিবে ও দ্রাক্ষা ফল সংগ্রহ করিবে, কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রাম কাল হইবে, পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সে বিশ্রাম করিবে। সেই বৎসর কেহ শস্য বপন বা কর্ত্তন ও বৃক্ষাদি রোপণ করিবে না। উক্ত বৎসর তাহারা পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত শস্যাদি ভোগ করিবে। ক্ষেত্রোৎপন্ন সমুদায় দ্রব্য তাহাদেব ও তাহাদিগের দাস দাসীর ও সহবাসী বিদেশীর ও তাহাদের পালিত পশু ও দেশস্থ বন্য পশুদিগের আহার্য্য হইবে।" অপিচ হইা ও বলিলেন, "ক্ষেত্রের শস্য ছেদন কালে তোমরা নিঃশেষরূপে ছেদন করিবে না, এবং ক্ষেত্র হইতে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবে না, তাহা দীন হীন ও বিদেশীয় লোকদিগের জন্য রখিঁয়া দিবে।"

অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "তুমি হারুণ ও তোমার অন্য দুই সহচর নাদব ও অবিহু এবং এস্রায়েল বংশের সত্তর জন প্রাচীন লোক সহ আমার সন্নিধানে আগমন কর, তুমি নিকটে আসিবে তাহারা দূরে থাকিয়া আমার ভজনা করিবে, তোমার সঙ্গে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারিবে না।" তখন মুসা আসিয়া পরমেশ্বরের এই বিধি লোকদিগকে জ্ঞাপন করিলে সকলে এক বাক্য হইয়া বলিল "ঈশ্বর যাহা আজ্ঞা করিলেন আমরা তাহা পালন

করিব।" পরে মুসা পরমেশ্বরের সমুদায় অঙ্গীকার ও বিধি লিখিয়া রাখিলেন, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বত মূলে এক যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিলেন এস্রায়েলীয় দ্বাদশবংশীয় যুবকগণ হোমার্থ ও মঙ্গলার্থ পশু সকল বলিদানা করিল। তখন মুসা সেই বলি-পশুর শোণিত অর্দ্ধাংশ বেদীর উপর অর্দ্ধাংশ লোক-দিগের উপর সিঞ্চন করিলেন এবং নিয়ম পুস্তক সকলের নিকটে পাঠ করিয়া বলিলেন "পরমেশ্বর তোমাদের জন্য যে সকল নিয়ম করিয়াছেন এ সেই নিয়মের রক্ত, ইহা তোমাদের শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যাউক।" তৎপর মুসা ও হারুণ নাদব ও অবিহু এবং অপর সত্তর জন প্রাচীন লোক যাইয়া এস্রা-য়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন। মোহম্মদীয় শাস্ত্রকারেরা বলেন যে মহাপুরুষ মুসা মণ্ডলীর প্রধান সত্তর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া পুণ্য শৈলে উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর দর্শন না হয় সে পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" এই কথার পরই তাঁহা-দের উপর বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় ও বজ্রধ্বনি হয় তাঁহারা কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইয়া পড়েন। (প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।) তাহা দেখিয়া মহাত্মা মুসা শোকাকুল হইয়া প্রার্থনা করেন "হে আমার প্রভো, যদি তুমি ইহাদিগকে ও আমাকে ইতিপূর্ব্বে হত্যা করিতে ভাল ছিল, আমাদের নির্ব্বোধ লোকেরা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য কি আমাদিগকে বধ করিতেছ? তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমা-দিগকে দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" মুসা এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জীবন দান করেন। তখন পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন "তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে আসিয়া স্থিতি কর, আমি মণ্ডলীর শিক্ষার্থ যে প্রস্তর ফলকে ব্যবস্থা লিপি করিতেছি তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" ইহা শুনিয়া মুসা প্রাচীনবর্গকে কহিলেন "আমি যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি সে পর্য্যন্ত এ স্থানে তোমরা অবস্থিতি করিতে থাক। হারুণ তোমাদের নিকটে রহিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি নিষ্পত্তি করিবেন।" এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। যখন তিনি সিনয় পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিলেন তখন মেঘাবলীদ্বারা পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল, সেই মেঘের মধ্যে ঈশ্বরের তেজ

স্থিতি করিতেছিল। ক্রমাগত ছয় দিন পর্ব্বত মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সপ্তম দিবস ঈশ্বর মেঘের মধ্য হইতে মুসার সঙ্গে কথা বলেন। তদবধি মুসা বিশেষ ব্রত অবলম্বন করিয়া চল্লিশ দিন পর্ব্বতে যাপন করেন।

এস্রায়েল মণ্ডলীর গোবৎসমূর্ত্তিপূজা ও মুসার শাসন।

মুসার সঙ্গে স্বর্ণকারের কার্য্যে সুপটু সামরি নামক এক ব্যক্তি ছিল। এস্রায়েলমণ্ডলী মুসার পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া সামরির নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল "আমাদের নেতা মুসার সম্বন্ধে কি ঘটিল কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব আমাদের জীবনের ভার গ্রহণ করে এমন এক দেবতা তুমি আমাদের জন্য নির্ম্মাণ কর।" সামরি তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাদের নিকটে স্বর্ণ রজতাদি ধাতু দ্রব্য প্রার্থনা করিল, তাহারা কিব্‌তিগণ হইতে যে সকল অভরণাদি আনয়ন করিয়াছিল সেই সমস্ত তাহার নিকটে আনিয়া দিল। সামরি ছাঁচে সেই সমস্ত ধাতু দ্রব্য গলাইয়া এক গোবৎস মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই মূর্ত্তির ভিতরে এরূপ কৌশল করিল যে উহা গোবৎসের ন্যায় ডাকিতে লাগিল। এস্রায়েল মণ্ডলী এই অপূর্ব্ব দেবতা প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দিত হইল, এবং তাহাকে সাদরে পূজা করিতে লাগিল। মুসার প্রতিনিধি হারুণও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, তিনি সেই ঠাকুরের সম্মুখে এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া কল্য এই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসব হইবে এরূপ ঘোষণা করিলেন। তদনুসারে পর দিন প্রত্যূষে সকলে আসিয়া হোম নৈবিদ্যাদি উৎসর্গ করিল ও ভোজন পান করিয়া আমোদ করিতে লাগিল। তখন পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন "দেখ তোমার অসাক্ষাতে অবাধ্য অবোধ লোকেরা মহা পাপ করিল, তাহারা আমার পরিবর্ত্তে গোবৎস মূর্ত্তির পূজা আরম্ভ করিয়াছে। আমি ইহাদিগকে বিনাশ করি।" মুসা ইহা অবগত হইয়া মহা ক্রুদ্ধ ও সন্তাপিত হন, তৎক্ষণাৎ ঐশ্বরিক উপদেশাবলী অঙ্কিত দুই প্রস্তর ফলক হস্তে করিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসেন, শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন যে এস্রায়েলমণ্ডলী তাহাদের গোবৎস ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অস্থির হন ও হস্তস্থিত প্রস্তর

ফলক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং বৎস দেবকে অগ্নিতে দগ্ধ করেন ও তাহা ধূলীবৎ পেষণ করিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া মণ্ডলীকে পান করিতে দেন। পরে তিনি হারুণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন "তুমি সাক্ষাৎ থাকিতে এ সকল লোক এরূপ মহাপাপ কেন করিল, তুমি কেন ইহাদিগকে গোবৎস পূজায় যোগ দানে বাধা দিলে না?" হারুণ বলিলেন "প্রভো, ক্রোধ করিবেন না, ইহারা চাক্ষুষ বস্তুর প্রতি আসক্ত, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন, ইহারা চাক্ষুষ দেবতার প্রার্থী আপনার সেই অদৃশ্য ঈশ্বর চাহে না। অতএব আমি তাহাদের কার্য্যে বিরোধী হই- নাই।" বাইবেলে লিখিত আছে হারুণই গোবৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মোহম্মদীয় নানা গ্রন্থে সামরি তাহার নির্ম্মাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক পরে মুসা শিবিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "পরমেশ্বরের পক্ষে কে আছে সে আমার নিকটে উপস্থিত হোক। লেবীর সন্তানগণ তাঁহার নিকটে সমবেত হইল, তখন মুসা তাহাদিগকে বলিলেন "এস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করিতেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি অসি ধারণ করিয়া শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার হইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত গমনাগমন কর ও প্রত্যেকে স্ব স্ব ভ্রাতা মিত্র ও প্রতিবেশীদিগকে বধ কর।" মুসার বাক্যানুসারে তাহারা তদ্রূপ করিল, তাহাতে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক মারা পড়িল। মুসা বলিয়াছিলেন "তোমরা প্রত্যেক জন স্ব স্ব পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে পবিত্র কর, তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

পর দিন মুসা সকলকে বলিলেন "তোমরা মহাপাপ করিয়াছ এইক্ষণ আমি পরমেশ্বরের নিকটে যাইতেছি, যদি আবশ্যক হয় আমি তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" অনন্তর মুসা পরমেশ্বরের সন্নিধানে আসিয়া বলিতে লাগিল "এই সকল লোক পুত্তলিকার উপাসক হইয়া মহাপাপ করিয়াছে, প্রভো, তুমি কৃপা করিয়া ইহাদের পাপ ক্ষমা কর, যদি তাহা না কর তবে আমি বিনয় করিয়া বলি তোমার পুস্তক হইতে আমার নাম উঠাইয়া লও।" তাহাতে পরমেশ্বর বলিলেন "যাহারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিল তাহাদের নামই পুস্তক হইতে উঠাইয়া লইব, আমি যথা সময়ে তাহাদের

পাপের প্রতিফল দিব। যাও, আমি যে দেশের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি সেই দেশে লোকদিগকে লইয়া চল।”

হারুণের মৃত্যু।

পরে মুসা এস্রায়েল মণ্ডলী সহ সিনয় হইতে যাত্রা করিয়া বহুক্লেশে নানা দুর্গম স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক ইদোম রাজ্যের সীমাস্থিত কাদেশ নগরে উপস্থিত হন, পথে জল কষ্ট অন্ন কষ্ট অত্যন্ত হয়, মণ্ডলীর লোকেরাও তজ্জন্য বড় অধৈর্য্য হইয়াছিল। ইদোমের রাজা তাহার রাজ্য মধ্য দিয়া গমনে তাহাদিগকে বাধা দেয়। মুসা অনেক অনুনয় বিনয় করেন, রাজা কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেয় না। তখন এস্রায়েল মণ্ডলী কাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া হোর পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। ইদোম দেশের সীমান্তবর্ত্তী হোর পর্ব্বতে পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন “হারুণ স্বীয় পিতৃলোকের নিকটে সংগৃহীত হইবে, আমি এস্রায়েল বংশকে যে দেশে দিব সে সেই দেশে প্রবেশ করিবে না। তুমি হারুণকে ও তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে হোর পর্ব্বতের শিখরে লইয়া আইস এবং হারুণের বস্ত্র তাহার পুত্রকে পরিধান করিতে দেও, হারুণ তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া স্বীয় পিতৃ পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইবে।” তখন মুসা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। হারুণ হোর গিরি শৃঙ্গে প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে মুসা ও ইলিয়াসর পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলেন। হারুণের মৃত্যুতে সমস্ত এস্রায়েলমণ্ডলী ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শোক প্রকাশ করিল।

এস্রায়েল মণ্ডলীর মাংসের প্রতি লোভ ও তাহার প্রতিবিধান।

পূর্ব্বে কোরাণের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে এস্রায়েলমণ্ডলী একবিধ খাদ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এইক্ষণ তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও শেষ ফল আদি বাইবলের মুসা লিখিত চতুর্থ পুস্তক হইতে বর্ণিত হইতেছে।

ক্রমশঃ এস্রায়েল মণ্ডলী অতিশয় লোভী হইতে চলিল, রজনীতে রাশি রাশি মান্না শস্য বাতাসে উড়াইয়া আনিয়া ফেলিত, তাহারা তাহা কুড়াইয়া চূর্ণ করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিত, তৈলপক্ক পিষ্টকের ন্যায় উহার আস্বাদ ছিল। সেই মান্না ভোজনে তাহাদের অরুচি হইল, তখন মাংসের অভাব ঘটিয়া উঠিল। তাহারা মুসার নিকটে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কে আমাদিগকে মাংস খাইতে দিবে? মেসের দেশে আমরা যে সকল মৎস্য মাংস শশা খর্ব্বুজা পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি বিনা মূল্যে লাভ করিয়া ভোজন করিতাম এইক্ষণ তাহা মনে পড়ে। আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল, আমাদের সম্মুখে মান্না ব্যতীত কিছুই নাই।" মুসা লোকদিগের রোদন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ঈশ্বরকে বলিলেন "তুমি আপন দাসকে কিজন্য এরূপ ক্লেশ দিতেছ? কিজন্য তুমি এই সকল লোকের ভার আমার মস্তকে অর্পণ করিলে? আমি কি ইহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি না জন্ম দান করিয়াছি? দুগ্ধ পোষ্য শিশু বহনকারিণী জননীর ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষে বহন করিতে কি তুমি আমাকে আজ্ঞা করিতেছ? আমি কি এইরূপ দেশশুদ্ধ লোকের ভার বহন করিব? এই সকল লোককে এই ক্ষণ আমি কোথা হইতে মৎস্য মাংস যোগাই? ইহারা সকলে আমার নিকটে রোদন করিয়া 'আমাদিগকে মাংস দেও, আমরা মাংস খাইব বলিতেছে, এত লোকের ভার সহ্য করা একা আমার পক্ষে অসাধ্য, আমার শক্তির অতিরিক্ত। তুমি যদি আমার প্রতি এরূপ আচরণ করিতে চাও তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একেবারে বধ কর। তাহাহইলে আর নিজের দুর্গতি দেখিতে হইবে না।" তখন পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন "তুমি এস্রায়েল বংশীয় সত্তর জন প্রাচীন অধ্যক্ষ পুরুষকে মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে উপস্থিত কর, আমি সেই স্থানে প্রকাশিত হইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিব এবং তোমার আত্মার সঙ্গে তাহাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া দিব, তাহাতে তাহারা মণ্ডলীর ভার বহনে তোমার সহকারী হইবে। তুমি সকলকে জ্ঞাপন কর যে তোমরা আগামী দিবসের জন্য পবিত্র হইয়া প্রস্তুত হও, মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। ঈশ্বর তোমাদের রোদন শুনিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিন পর্য্যাপ্ত মাংস খাইতে দিবেন।" তখন মুসা কহিলেন "প্রভো,

আমার সঙ্গে ছয় লক্ষ পদাতিক, তুমি তাহাদিগকে এক দিন দুই দিন নয় সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত মাংস যোগাইবা, তাহাদের জন্য কত গো মেষ বধ করিলে কুলাইবে? সমুদ্রের সমুদায় মৎস্য সংগ্রহ করিলেও বোধ করি সঙ্কুলন হইবে না।” তাহাতে পরমেশ্বর বলিলেন “ঈশ্বরের হস্ত কি সঙ্কুচিত? আমার উক্তি সফল হয় কি না দেখিবে।”

তখন মুসা বাহিরে যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লোকদিগকে জানাইলেন, এবং পর দিন প্রাচীন সত্তর জন লোককে একত্র করিয়া আবাসের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত করিলেন। সেই সময় পরমেশ্বর মেঘ রথে অবতীর্ণ হইয়া মুসার আত্মার কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত প্রাচীন পুরুষদিগের আত্মার সঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। অধিকন্তু শিবিরাভ্যন্তরে ইল্‌দদ ও মেদদ নামক দুই ব্যক্তিও পবিত্রাত্মাদ্বারা পূর্ণ হইল। তাহারা উক্ত সত্তর জনের মধ্যে গণ্য ছিল না, শিবিরের বাহিরেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগমন করে নাই, অথচ তাহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য বলিতে লাগিল। তখন এক যুবা দৌড়িয়া আসিয়া মুসাকে কহিল “ইল্‌দদ ও মেদদও ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া আশ্চর্য্য কথা বলিতেছে।” মুসার এক যুবক অনুচর মুসাকে কহিল “প্রভো, আপনি তাহাদিগকে বারণ করুণ।” তাহাতে মুসাদেব বলিলেন “তুমি কি আমার অনুরোধে তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিতেছ? আমি ইচ্ছা করি সমুদায় লোক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কথা বলুক, পরমেশ্বর সমুদায়ের মধ্যে স্বীয় আত্মা স্থাপন করুন।” পরে মুসা ও প্রাচীনগণ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে পরমেশ্বর আদেশে প্রবল বায়ু নির্গত হইয়া অগণ্য ভাটুই পক্ষী শিবিরের নিকটে আনিয়া ফেলিল, তাহাতে শিবিরের চতুর্দ্দিক এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত বাতাহত ভাটুই পক্ষী দ্বারা দুই হস্ত পুরু হইয়া ভূমি আচ্ছাদিত হইল। সকলে দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত সেই পক্ষী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব পটমণ্ডপে স্তূপাকার করিল এবং ভবিষ্যতের জন্য মাংসরাশি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিল। তখন ঈশ্বরের অভিশাপ হয়। মহামারী উপস্থিত হইয়া লোভী মাংসাশী দিগকে সংহার করে। মুসা সেই স্থানের নাম ফিব্রোৎহওয়াবা (লোভীর কবর) রাখেন। কেননা তথায় লোভীদিগকে কবর দেওয়া

হয়। পরে এস্রায়েলমণ্ডলী কিব্রোৎহত্তয়াবা হইতে হৎসাবাতে যাত্রা করে।

ধর্ম্মযাজকগণের প্রতি বিধি।

হারুণের চারি পুত্র ছিল, নাদব, অবিহূ ইলিয়াসর ও ইথামর। সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ নাদব ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অভিষিক্ত যাজকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। নাদব ও অবিহূ সিনয় পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল না, ইলিয়াসর ও ইথামর যজন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ছিলেন। পরমেশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন যে তুমি হারুণের পুত্র যাজ-কগণকে বল যে স্বজাতির মধ্যে কাহার মৃত্যু হইলে ধর্ম্ম যাজক অশুচি হইবে না, কেবল স্বীয় পিতা মাতা, পুত্র ও কন্যা এবং ভ্রাতা ও অবিবাহিতা ভগিনী মরিলে অশুচি হইবে। যাজকগণ আপন দলে প্রধান, অতএব তাহারা সাধা-রণ লোকের মৃত্যু জন্য আপনাদিগকে অশুচি গণ্য করিবে না। তাহারা শ্মশ্রু ও মস্তক মুণ্ডন করিবে না, এবং আপন শরীরে কোনরূপ অস্ত্রাঘাত করিবে না,* ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র থাকিবে, ঈশ্বরের নাম সাধারণ ও হেয় করিবে না। তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করে অতএব তাহারা পবিত্রতা রক্ষা করিবে। তাহারা বেশ্যাকে কিম্বা ব্যভিচারিণী নারীকে অথবা স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। আমি পাপ-হারী পরমেশ্বর পবিত্র, অতএব আমার নিয়োজিত যাজকগণও যেন পবিত্র হয়।"

তূরী বাদ্যের বিধি।

পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন "তুমি দুইটি রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ কর, তদ্দ্বারা সৈন্যের সমাগম ও শিবিরস্থ সকলের প্রস্থানার্থ আজ্ঞা প্রচার হইবে। সেই দুই তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী আবাস দ্বারের সম্মুখে

---

* সেই সময়ে সাধারণ লোকেরা অস্ত্র ও উল্কি দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত ও চিত্রিত করিত।

তোমার নিকটে আসিবে। কিন্তু এক তূরীর ধ্বনি হইলে অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ সহস্রাধিপতি লোকেরা তোমার সন্নিধানে আগমন করিবে। রণ-বাদ্য বাজিলে পূর্ব্বদিকৃস্থ শিবিরের লোকেরা চলিয়া যাইবে, দ্বিতীয় বার রণবাদ্য হইলে দক্ষিণদিকৃস্থ শিবিরের সৈণ্যগণ যাত্রা করিবে। এইরূপে ক্রমে তাহাদের প্রস্থানার্থ রণবাদ্য বাজাইতে হইবে। কিন্তু মণ্ডলীর সমা-গমার্থ যখন তূরী ধ্বনি করিবে তখন রণবাদ্য করিবে না। হারুণ যাজকের পুত্রদ্বয় এই দুই তূরী বাজাইবে। এই তূরী ধ্বনির বিধি তোমাদের পুরুষানু-ক্রমে থাকিবে। যে সময়ে তোমরা স্বদেশে দুরন্ত শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবে তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজিবে, তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন, তোমরা শত্রুকুল হইতে রক্ষা পাইবে। এবং আনন্দ দিনে ও পর্ব্বাহে ও মাসারম্ভে, তোমাদের হোম বলি ও মঙ্গলার্থ বলিদান সময়ে তোমরা এই তূরী বাজাইবে, তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

মুসাদেবের পরলোক প্রাপ্তি।

অনন্তর মুসা মেয়ার প্রান্তর পার হইয়া নিবোপর্ব্বতের পিস্গাশৃঙ্গে আরো-হণ করেন। তথা হইতে পরমেশ্বর তাঁহাকে সমস্তদেশ অর্থাৎ দান অবধি গিলি-য়দ দেশ এবং সমুদায় নপ্তাল ও ইফ্রিমের এবং মিনসির দেশ ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত য়িহূদীয় তাবৎ দেশ এবং দক্ষিণ দেশ ও যিরিহোর তলভুমি ও প্রান্তর দেখাইলেন এবং বলিলেন "আমি তোমার বংশকে এই সকল দেশ দান করিব, এই দেশের বিষয়েই আমি এব্রাহিম, এস্হাক ও ইয়কুবের নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এই সমস্ত স্থান তোমাকে প্রদর্শন করি-লাম, কিন্তু তুমি তথায় যাইতে পারিবে না।" অনন্তর পরমেশ্বরের অনুগত ভৃত্য মুসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই মোয়ার দেশে প্রাণত্যাগ করেন। সেই দেশে বৈৎপিয়োর নামক স্থানের সম্মুখস্থ নিম্ন ভুমিতে তাঁহার সমাধি হয়। কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাঁহার সমাধিভূমির তত্ত্ব পায় নাই। মৃত্যু সময়ে মুসার এক শত বিশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, তখনও তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ ও

তেজের হ্রাস হয় নাই। মোয়ার প্রান্তরে এস্রায়েল মণ্ডলী ত্রিশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

দুরাত্মা ফেরওণ বিধাতার বিধি খণ্ডন করিয়া স্বীয় দুর্নীতি ও অধর্ম্মাচার প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য প্রাণপণে কত যত্নচেষ্টা করিল, শত্রু ভাবিয়া কত লক্ষ লক্ষ নিষ্কলঙ্ক শিশুর শোণিতপাত করিল, সকলই বিফল হইল। পরিণামে ধর্ম্ম জয়লাভ করিলেন। বিধাতার বিচিত্র কৌশলচক্রে পড়িয়া সে আপন প্রাণের শত্রুকেই সাদরে প্রতিপালন করিল। মুসা ধর্ম্মবিধি সকল লিপি করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি স্বয়ং লিখিয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা বোধ হয় ফেরওণ তাঁহাকে বাল্যকালে পুত্রবৎ রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছিল। মুসার শরীরে অপরিসীম বল ছিল, বাল্যকালেই তাঁহার বিশেষ তেজ প্রতাপ ও জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি নিপীড়িত স্বজাতির দুঃখে সর্ব্বদা মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেন। পরে ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বজাতিকে দুঃসহ অত্যাচার ও ঘোর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উদ্ধার করিলেন, উচ্চ ধর্ম্ম সুখ সম্পদ ও স্বাধীনতা দ্বারা পৃথিবীতে তাহাদিগকে মহা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন।

মুসা নূনের পুত্র য়িহুশূয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিছিলেন, তজ্জন্য য়িহুশূয়ের আত্মা পবিত্রাত্মাদ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। তৎপর এস্রায়েলমণ্ডলী তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করিয়া মুসার প্রচারিত ঈশ্বরের বিধি অনুসারে জীবনের কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে থাকে। পরে তাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত পবিত্র কেনান ভূমিতে ঈশ্বরপ্রসাদে বাস অধিকার লাভ করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এস্রায়েল বংশীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ দিগের মধ্যে মুসাকে সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও এরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মুখীনভাবে কথোপকথন অন্য কেহই করেন নাই। মুসাকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থের নাম তওরয়ত, এস্রায়েল বংশীয় ইহুদিজাতি তওরয়তের মতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

মুসার জীবন ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধানে প্রধানতঃ এই কয়েকটি গুরুতর বিষয় শিক্ষণীয়। ক্রিয়াশীল শক্তিময় ধ্রুবসত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিয়া সম্পাদন করা, নিজের

বুদ্ধি ও চিন্তার অধীন হইয়া কিছুই না করা, সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বর্জ্জিত একান্ত অনুগত ও সরল শিশুর ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া, স্বজাতির কল্যাণ ও উদ্ধারের জন্য সর্ব্বত্যাগী হওয়া ও জীবন উৎসর্গ করা। পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন, ঈশ্বর যাহা দান করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধি ও প্রদর্শিত প্রণালীর ভিতর দিয়া যে উপজীবিকা উপস্থিত হয় তন্মাত্র গ্রহণ করা, অন্য উপায়ের সামগ্রী দূষিত ও বিকৃত জানিয়া তদ্গ্রহণে বিরত থাকা, সহিষ্ণুতার সহিত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা, কল্য কি খাইব বলিয়া চিন্তা না করা। কোন রূপ স্বেচ্ছাচারী না হওয়া, ঐশ্বরিক বিধি ব্যবস্থাদি সর্ব্বতোভাবে প্রতি পালন করা। নিষ্ঠাবান্ নীতি পরায়ণ শুদ্ধাচারী হওয়া। মুসার প্রবর্ত্তিত বিধির অন্তর্গত হোম বলি ব্রত সংযমন আচার ব্যবহারাদি হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্গত হোমাদির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রাখে।

সম্পূর্ণ।

মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত।

পরিশিষ্ট। *

বেদী নির্ম্মাণের বিধি;—দীর্ঘে ও প্রস্থে পাঁচ হস্ত তিন হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ একবেদী শিটিম কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই চারিকোণের উপর বেদীর একাংশস্বরূপ পিত্তলখচিত চূড়া থাকিবে। ভস্মস্থাপনের স্থালী হাতা বাটী ত্রিশূল অগ্নিপাত্র ঝাঝরী পিত্তল দ্বারা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এ সকল বেদীর অঙ্গীয় হইবে। দণ্ডযোগে বেদী উঠাইয়া স্থানান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহাতে কড়া সকল সংলগ্ন হইবে। বেদী মণ্ডলীর আবাস দ্বারে স্থাপিত হইবে।

হোমের বিধি;—পশুর মধ্যে নির্দ্দোষ পুং গো ও ছাগ ও মেষ এবং পক্ষীর মধ্যে ঘুঘু ও পারাবত হোমার্থ বলির যোগ্য। হারুণের পুত্র যাজকগণের প্রতি হোমক্রিয়া সম্পাদনের বিধি। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যে কেহ তদ্রূপ কোন পুংপশু মণ্ডলীর আবাসদ্বারে লইয়া আসিবে সেই ব্যক্তি সেই পশুর মস্তকে হস্তার্পণ করিবে,তাহাতে এই বলি তাহার প্রায়শ্চিত্ত রূপে গৃহীত হইবে। বলির পশুকে বধ করা হইলে যাজকগণ তাহার রক্ত বেদীর উপরে চতুর্দ্দিকে সিঞ্চন করিবে ও চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া মাংস সকল খণ্ড খণ্ড করিবে,পরে বেদীর উপরিভাগে অগ্নি স্থাপন করিয়া তদুপরি কাষ্ঠপুঞ্জ সাজাইবে, সেই অগ্নির উপরে উক্ত পশুর মাংস খণ্ড সকল ও মস্তক ও মেদ স্থাপন করিবে। পশুর নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিয়া সেই হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে উহা

---

* বিধি ব্যবস্থাদি বিশেষভাবে বিবৃত হইল না বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণ আবশ্যক বোধ হওয়াতে তাহা পরিশিষ্টে যোগ করিয়া দেওয়া গেল।

পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নীকৃত সুগন্ধি হোম বলি হইবে। ঘুঘু বা পায়রা-বতযোগে হোম করিতে হইলে যাজক তাহার মস্তক মুচড়িয়া সেই প্রকার বেদীতে তাহাকে দগ্ধ ও তাহার রক্ত বেদীর পার্শ্বে সিঞ্চন করিবে। পক্ষীর মলযুক্ত আমাশয় বেদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে ভস্মের স্থানে রাখিয়া দিবে।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় বলিদান;—অভিষিক্ত যাজক মণ্ডলীর অপরাধজনক পাপ করিলে সে, কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে এক গোবৎস উৎসর্গ করিবে। পূর্ব্বোক্ত হোম বলির প্রণালীতে তাহাকে বধ করা হইবে। যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত-সহ মণ্ডলীর আবাস মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া পবিত্র স্থলে তিরস্করণীর অগ্রভাগে তাহার কিঞ্চিৎ সিঞ্চন করিবে, এবং কিঞ্চিৎ আবাসস্থ সুগন্ধি ধূপবেদিকার চূড়ার উপর রাখিবে এবং অবশিষ্ট সমস্ত রক্ত দ্বারস্থ হোমবেদীর মূলে ঢালিয়া দিবে। অন্ত্রস্থ ও অন্ত্রের উপরিস্থ এবং দুই মোটিয়ার পার্শ্বস্থ মেদ যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাচ্ছাদক মেটিয়ার সহিত উন্মোচন করিয়া হোমবেদীর উপরে দগ্ধ করিবে। পরে গোবৎসের চর্ম্ম ও অবশিষ্ট মাংস সকল মস্তক ও পদ এবং অন্ত্র ও গোময় এই সর্ব্বশুদ্ধ বৎসটীকে লইয়া শিবিরের বাহিরে ভস্ম নিক্ষেপের স্থানে আনয়ন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। সমুদায় মণ্ডলী বা কোন অধ্যক্ষ বা সাধারণ লোক না বুঝিয়া পর-মেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলে উপরিউক্ত প্রণালী অনুসারে তাহার দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শ্রেণীভেদে এই প্রায়শ্চিত্তে বিশেষ প্রভেদ কিছুই নাই।

মঙ্গলার্থ বলির বিধি;—মঙ্গলার্থ বলির যোগ্য পশু পুং বা স্ত্রী গো, মেষ ও ছাগ। হোমার্থ বলির ন্যায় তাহার প্রাথমিক ক্রিয়া হইবে, প্রায়শ্চৈত্তিক বলির ন্যায় তাহার মেদাদি বেদীর উপর হোমাগ্নিতে দগ্ধ করিবে, অগ্নি কাষ্ঠ দ্রব্য সংযুক্ত হইবে। তাহাতে সেই মেদাদি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নীকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। মেষ বলিদান করিলে তাহার লাঙ্গূলের সমস্ত মেদ মেরুদণ্ডের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইবে। এস্রায়েল বংশীয়দের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই হোমের মাংসাদি অগ্নীকৃত সুগন্ধি উপহাররূপ ভক্ষ্য হইবে। মেদ ও রক্ত কেহ ভোজন করিবে না, মেদ পরমেশ্বরের জন্য হইবে।

* দোষার্থ বলির বিধি পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তিক বলির বিধির অনুরূপ। দোষার্থ বলির দগ্ধ মাংস যাজকগণ পবিত্র স্থানে ভক্ষণ করিবে, তাহা অতি পবিত্র। এই বলি জ্ঞানকৃত দোষ ক্ষালনার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। যে যাজক দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই বলির মাংস তাহার হইবে। এবং যাজক যাহার হোম বলি উৎসর্গ করিবে সে সেই বলির পশুর চর্ম্ম পাইবে। সমুদায় ভক্ষ্য পক্ক নৈবেদ্য, উৎসর্গকারী যাজকের হইবে এবং তৈলমিশ্রিত কিম্বা শুষ্ক সর্ব্ববিধি নৈবেদ্য তুল্যরূপ হারুণের সমুদায় পুত্র পাইবে।

মঙ্গলার্থ ধন্যবাদের বলি ;—কেহ ধন্যবাদের বলি উপস্থিত করিলে, সে তাহার সঙ্গে তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলমিশ্রিত ভর্জ্জিত সুজির পিষ্টক নিবেদন করিবে। পরে সে তাহা হইতে এক এক পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে। এই মঙ্গলার্থ বলির রক্তপ্রক্ষেপকারী যাজক তাহা পাইবে, এই বলির মাংস নিবেদন দিনেই ভোজন করা কর্ত্তব্য, তাহার কিছুই পরদিনের জন্য রাখিবে না। উৎসর্জ্জনীয় বলি মানত বা স্বেচ্ছাকৃত হইলে তাহার অবশিষ্টাংশ পর দিনেও ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিবস অবশিষ্ট সমুদায় মাংস অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। সেই দিবস কেহ সেই মাংস ভক্ষণ করিলে উক্ত বলি নিষ্ফল হইবে, এবং ভোক্তা পাপের ফলভোগ করিবে। এবং কোন অশুচি বস্তুর সঙ্গে যদি মাংসের সংস্পর্শ হয় তবে তাহা অভক্ষ্য ও অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, আর যে জন অশুচি অবস্থায় উক্ত মাংস ভোজন করে সে বিনাশ পাইবে।

নৈবেদ্যের বিধি;—স্বর্ণ রৌপ্য ও পিত্তল, এবং নীলও ধূম্র ও সিন্দূর বর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্র, ছাগরোম রক্তবর্ণ মেষচর্ম্ম ও তহশের চর্ম্ম এবং শিটিম কাষ্ঠ ও দীপার্থ তৈল এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের গন্ধদ্রব্য ও এফোদের বস্ত্র ও বুকপাটার নিমিত্ত সূর্য্যকান্তমণি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়া নৈবেদ্য হইবে।

সাক্ষ্য সিন্দুক নির্ম্মাণের বিধি;—আড়াই হস্ত দীর্ঘ দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড়

হস্ত উচ্চ শিটিম কাষ্ঠের এক সিন্ধুক নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর ও বাহির স্বর্ণপত্র দ্বারা মোড়িবে, তাহার চারি দিকে সুবর্ণের কার্ণিশ হইবে ও দণ্ড দ্বারা উঠাইয়া বহন করিবার জন্য তাহার চারি কোণে স্বর্ণময় চারি কড়া থাকিবে। সেই সিন্ধুকের মধ্যে সযত্নে সাক্ষ্যপত্র স্থাপন করিবে। এই সাক্ষ্যপত্র ঈশ্বরের নিয়মাবলী অঙ্কিত দুই প্রস্তর ফলক। স্বর্ণ দ্বারা সিন্ধুকের পরিমাণে পাপাচ্ছাদন ও স্বর্ণ খচিত দীর্ঘে দুই হস্ত প্রস্থে এক হস্ত উচ্চতায় দেড় হস্ত স্বর্ণ কার্ণিষ বিশিষ্ট কড়াযুক্ত শিটিম কাষ্ঠের মেজ নির্ম্মাণের বিধিও আছে। পাপাচ্ছাদন দ্বারা সেই সাক্ষ্য সিন্ধুক আচ্ছাদিত হইবে এবং স্বর্ণ পিটিয়া দুইটী স্বর্গীয় দূত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই আচ্ছাদনের দুই পার্শ্বে পরস্পর সম্মুখা সম্মুখী ভাবে দণ্ডায়মান করিবে, তাহাদের পক্ষ ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হইবে, দৃষ্টি আচ্ছাদনের প্রতি থাকিবে। ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন যে "যে স্থানে আমার নিয়মপত্র স্থাপিত, আমি সেই স্থানে বিরাজমান থাকিব, সেই পাপাচ্ছানের উপরি ভাগ হইতে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলিব, এবং এস্রায়েল মণ্ডলী সম্বন্ধীয় আমার আজ্ঞা সকল জ্ঞাপন করিব।" থালা ও চামস এবং আচ্ছাদন পাত্রাদি স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইবে, বিশেষভাবে নির্ম্মিত উক্ত মেজের উপর ঈশ্বরের সম্মুখে দর্শনীয় রুটি স্থাপিত রাখিবে।

দীপ বৃক্ষ নির্ম্মণের বিধি ;—ঈশ্বর মুসাকে বলিলেন যে তুমি স্বর্ণ দ্বারা এক দীপ বৃক্ষ প্রস্তুত কর, তাহাতে কাণ্ড ও শাখা এবং গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প থাকিবে। তাহার দুই পার্শ্বে তিন শাখা করিয়া ছয় শাখা হইবে, প্রত্যেক শাখাতে বাদাম পুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার এক কোরক ও এক পুষ্প এবং বৃক্ষ মধ্যে সেই আকারের চারি গোলধার ও কলিকা ও পুষ্প এবং প্রত্যেক দুই দুই শাখার নিম্নে এক এক কলিকা থাকিবে। এই বৃক্ষের জন্য সপ্ত প্রদীপ ও উজ্জ্বল স্বর্ণদ্বারা বর্ত্তিকা ছেদনী নির্ম্মিত হইবে। এই দীপ বৃক্ষ এক মন বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিবে।

ধূপবেদী নির্ম্মাণের বিধি ;— ধূপ জ্বালাইবার জন্যে শিটিম কাষ্ঠের দীর্ঘে ও প্রস্থে এক হস্ত এবং দুই হস্ত উচ্চ ও চূড়াবিশিষ্ট এক চতুষ্কোণ বেদী নির্ম্মিত হইবে। তাহার উপরি ভাগ ও চারি পার্শ্ব ও চূড়া বিশুদ্ধ স্বর্ণে মোড়ান থাকিবে। ঈশ্বর এই ধূপবেদী নির্ম্মাণের বিধি জ্ঞাপন করিয়া মুসাকে বলিলেন,

আমি যে স্থানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব, সেই সাক্ষ্য সিন্ধুকের উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে সাক্ষ্যসিন্ধুকের সম্মুখস্থ তিরস্করণীর অগ্রভাগে তাহা স্থাপন করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হারুণ তাহার উপর সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে। পুরুষানুক্রমে প্রতিদিন ঈশ্বরের সম্মুখে এইরূপ ধূপ জ্বালান হইবে। হারুণ সম্বৎসরে এক বার এই ধূপ বেদীর চূড়ার উপর পাপার্থ প্রায়শ্চিত্তবলির রক্ত সিঞ্চন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে,পুরুষানুক্রমে এরূপ চলিবে। এই বেদী পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি পবিত্র। প্রতিদিন বিশুদ্ধ জিত তৈলের দীপ হারুণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যা অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সাক্ষ্য সিন্ধুকের সম্মুখস্থিত তিরস্করণীর বাহিরে পরমেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে। পুরুষানুক্রমে এই বিধি থাকিবে।

ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি ;—যদি কেহ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে চাহে তবেঁ সূক্ষ্ম সুজি তাহার নৈবেদ্য হইবে, সে তাহার উপর তৈল ঢালিয়া কন্দুরুসহ হারুণের পুত্র যাজকদিগের নিকটে আনিবে, যাজক তাহা হইতে একমুষ্টি সূক্ষ্ম সুজি ও কিঞ্চিৎ তৈল এবং সমস্ত কন্দুরু লইয়া তৎস্মরণার্থক অংশরূপে বেদীর উপর দগ্ধ করিবে। তাহাতে উহা পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নীকৃত সুগন্ধি নৈবেদ্যে হইবে। এই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশ হারুণের ও তাহার পুত্রগণের প্রাপ্য। পক্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য তৈলমিশ্র তাড়ী শূন্য সূক্ষ্ম সুজির পিষ্টক বা তৈলাক্ত তাড়ী শূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক। তৈল মিশ্রিত তাড়ী শূন্য সূক্ষ্ম সুজি ও তৈল পক্ক সূক্ষ্ম সুজি কটাহে ভাজা হইলে ভর্জ্জিত ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ইহা যাজকের নিকটে উপস্থিত করিয়া তদ্দ্বারা উৎসর্গ করিয়া লইবে। যে কোন পক্কভক্ষ্য নৈবেদ্য ঈশ্বরোদ্দেশে বেদীর উপর দগ্ধ করা হইবে তন্মধ্যে তাড়ী বা মধুর সম্পর্ক থাকিবে না। ভক্ষ্য নৈবেদ্যের প্রত্যেক দ্রব্য লবণাক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথম জাত শস্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইলে, অগ্নিতে শুষ্ক শীষনির্ম্মুক্ত সেই শস্যের কোমল বীজ নিবেদন করিতে হইবে। তাহার উপর তৈল ও কন্দুরু রাখিলেই নৈবেদ্য হইবে। পরে যাজকের যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা করিবে।

আবাস নির্ম্মাণের বিধি ;—নীল ও ধূম্র এবং রক্তবর্ণের পাকান সূত্র-

নির্ম্মিত দশ যবনিকা দ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবে, সেই সকল যবনিকাতে স্বর্গীয় দূতগণের মূর্ত্তি থাকিবে। প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে আটাইশ হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত হইবে। পাঁচ পাঁচ যবনিকা পরস্পর সংযুক্ত থাকিবে। শেষ দুই যবনিকায় নীল সূত্রের ঘুন্টিঘরা রচিত করিবে অর্থাৎ সংযোজ্য প্রথম যবনিকার অন্তে পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা এবং দ্বিতীয় যমনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিবে। উভয় শ্রেণীর ঘুন্টিঘরা সমবর্ত্তী হইবে এবং পঞ্চাশ স্বর্ণ ঘুন্টি করিয়া ঘুন্টিঘরা যোগে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ করিবে। এই আবাসের উপর আচ্ছাদনের জন্য ছাগলোমজাত একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে ত্রিশ হস্ত প্রস্থে চারি হস্ত হইবে। পরে যবনিকা সকল পরস্পর সংযুক্ত করিয়া পৃথক রাখিয়া দিবে। এইরূপে অন্য ছয় যবনিকা পৃথক রাখিবে, এবং ইহার ষষ্ঠ যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে স্থাপন করিবে। সংযোজ্য প্রথম শেষ যবনিকার অন্তে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা হইবে। পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুন্টি করিয়া ঘুন্টিঘরাতে তাহা প্রবেশ করাইয়া আবাসের বস্ত্র একত্র করিবে, তাহাতে এক পটমণ্ডপ প্রস্তুত হইবে। আবার এই পটমণ্ডপে অতিরিক্ত অন্তর্যবনিকা পশ্চাৎ পার্শ্বে লম্ববান থাকিবে। তাম্বুর যবনিকা দীর্ঘে উভয় প্রান্তে এক হস্ত করিয়া অতিরিক্ত হইবে, তাহা আচ্ছাদনের জন্য আবাসের উভয় পার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। পরে মেষের রক্তীকৃত চর্ম্মে পটমণ্ডপের এক আচ্ছাদন ও তদুপরি তহশের চর্ম্ম নির্ম্মিত এক আচ্ছাদন হইবে।

আবাসের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য শিটিম কাষ্ঠের দীর্ঘে দশ হস্ত প্রস্থে দেড় হস্ত সুদৃঢ় তক্তা সকল করিবে, প্রত্যেক তক্তাতে দুইটি পায়া সম্মুখাসম্মুখীন ভাবে স্থাপন করিয়া প্রত্যেক পায়াতে রূপার চুঙ্গি লাগাইয়া কোথাও বিশ কোথাও ছয় কোথাও দুই তক্তা স্থাপন করিবে। এবং শিটিম কাষ্ঠের দীর্ঘ দীর্ঘ অর্গল প্রস্তুত করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল পশ্চিম দিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল সংযুক্ত করিবে। মধ্যস্থ অর্গল তক্তার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত হইবে, এবং এই তক্তা সুবর্ণে আচ্ছাদিত করিবে, এবং অর্গল বদ্ধ করিবার জন্য স্বর্ণের কড়া থাকিবে ও অর্গল স্বর্ণে জড়িত হইবে। অপিচ নীল

বর্ণের ও ধূম্র বর্ণের ও রক্ত বর্ণের পাকান সূত্র দ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিবে, তাহাতে বিচিত্র স্বর্গীয় দূতগণের আকৃতি থাকিবে। এবং সেই তিরস্করিণী স্বর্ণেতে মোড়ান চারি স্তম্ভের উপর খাটাইবে ও রূপার চারি চুঙ্গী ও উপরে স্বর্ণের আঁকাড়া থাকিবে। ঘুন্টির নিম্নভাগে তিরস্করণী টাঙ্গাইয়া সেই স্থানে তাহার ভিতরে সাক্ষ্যসিন্ধুক স্থাপন করিবে। তাহাতে সেই তিরস্করিণী পবিত্র স্থানের ও অতিপবিত্র স্থানের ব্যবধান হইবে। অতি পবিত্র স্থানে সাক্ষ্যসিন্ধুকের উপর পাপাচ্ছাদন রাখিবে। তিরস্বণীর বাহিরে উত্তরের দিকে মেজ ও মেজর সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ দিকে দীপ বৃক্ষ রাখিবে এবং আবাসের দ্বারের নিমিত্ত নীল বর্ণ ও ধূম্রবর্ণরক্ত বর্ণের পাকান সূত্রনির্ম্মিত চিত্রি বিচিত্র এক আচ্ছাদন বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবে, ঐ আচ্ছাদন রক্ষার জন্য শিঠিম কাষ্ঠের স্বর্ণখচিত পাঁচটি স্তম্ভ হইবে। তিরস্করণীর পশ্চাৎ ভাগ অতি পবিত্র, কেননা সেই স্থানে ঈশ্বরের বিধিপত্র সংরক্ষিত, ও সেই বিধির সঙ্গে তিনি স্বয়ং বিরাজমান। তিরস্করণীর সম্মুখভাগ পবিত্র, তথায় যাজকগণ উপস্থিত হইতেন, সাধারণ লোক তাহার বাহিরে থাকিতেন।

পবিত্র বস্ত্রাদির বিধি;—ধর্ম্মযাজক হারুণের ঐশ্বর্য্য ও শোভার জন্য এফোদনামক গাত্রাবরণবিশেষ ও পরিধেয় ও বিচিত্র উত্তরীয় ও উষ্ণীষ ও কটি বন্ধ এবং বুকপাটা হইবে। তাহার পুত্র দিগের জন্য এইরূপ বিশেষ বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। স্বর্ণজরি এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণের পাকান সূত্রদ্বারা নানা কারুকার্য্য বিশিষ্ট এফোদ প্রস্তুত হইবে। তাহার দুই প্রান্তে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধ পটী থাকিবে। দুইটী হরিৎ মণিমধ্যে ছয় জন করিয়া এস্রায়েলের বার জন সন্তানের নাম অঙ্কিত হইবে, এবং সেই দুই মণি দুই স্বর্ণ স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এস্রায়েল বংশের স্মরণার্থ এফোদের দুই স্কন্ধপটীতে সংস্থাপিত থাকিবে, হারুণ পরমেশ্বরের সম্মুখে আপন দুই স্কন্ধে স্মরণার্থ তাহাদের নাম বহন করিবে। বুকপাটা বিচারার্থ হইবে। উহা উক্ত প্রাণীতে নানা বর্ণের সূত্রে প্রস্তুত ও বিবিধ মণি মাণিক্যে খচিত হইয়া এফোদের উপরে স্থাপিত থাকিবে। হারুণ যখন পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রবেশ করিবে তখন তাঁহার হৃদয়ের উপরে উহা থাকিবে। হারুণ ঈশ্বরের সম্মুখে এস্রায়েল বংশের বিচার স্বীয় বক্ষের উপরে নিত্য বহন

করিবে। এই বিচারার্থ বুকপাটাতে "উরিম" ও "তুম্মিম" (দীপ্তি ও সিদ্ধি) অঙ্কিত হইবে। এফোদ সম্বন্ধীয় সমুদায় পরিধেয় বস্ত্র নীল বর্ণ করিবে ও তাহার মধ্যস্থলে শিরঃ প্রবেশার্থ এক ছিদ্র থাকিবে এবং তাহার অঞ্চলের উপরে চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণের দাড়িম্ব অঙ্কিত করিবে, তাহার মধ্যস্থলে স্ুবর্ণের কিঙ্কিণী থাকিবে। হারুণ ঈশ্বরের সেবা করিবার সময়ে তাহা পরিধান করিবে। পরে বিশুদ্ধ স্বর্ণের মুদ্রার ন্যায় এক পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে "পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র," এই কথা অঙ্কিত করিবে, এবং উহা নীল সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া উষ্ণীষের অগ্রভাগে বসাইয়া দিবে। তাহা হারুণের ললাটের উপরে থাকিবে। তাহাতে হারুণ এস্রায়েল বংশ কর্ত্তৃক পবিত্রীকৃত দ্রব্য সম্বন্ধীয় দোষ বহন করিবে ও পরমেশ্বরের নিকটে যেন তাহারা গ্রাহ্য হয় এই উদ্দেশ্যে নিত্য তাহা কপালে ধারণ করিবে। উত্তরীয় ও উষ্ণীষ কার্পাস সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হইবে, কটী বন্ধন সূচী কর্ম্ম দ্বারা চিত্র বিচিত্র করিবে। হারোণের পুত্রগণের জন্য উষ্ণীষ ও কটীবন্ধন ও তাহাদের ঐশ্বর্য্য শোভার নিমিত্ত শিরোভূষণ করিবে। হে মুসা, তোমার ভ্রাতা হারুণ ও তাহার পুত্রগণকে এইসকল বস্ত্র পরিতে দিবে ও তাহাদিগকে অভিষেক করিয়া পবিত্র যাজকের পদে নিযুক্ত করিবে। তাহারা পবিত্র কার্য্যে ব্রতী হইয়া অপরাধ করিয়া মারা না যায় এই জন্য এই শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানের বিধি হইল।

যাজকদিগের পদাভিষেকের বিধি;—অনন্তর আমার যজন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ পবিত্র হইবার জন্য তুমি হে মুসা, হারুণ ও তাহার পুত্র দিগের সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য করিবে। যথা, এক নির্দ্দোষ গোবৎস ও মেষ আনয়ন করিবে, তাড়ীশূন্যপিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা এক চুপড়ীতে রাখিবে, সে হারুণও তাহার পুত্রগণকে মণ্ডলীর আবাস দ্বারের নিকটে জলে স্নান করাইবে এবং সেই সকল বস্ত্র হারুণকে পরাইবে, পরে অভিষেচ্য তৈল তাহার মস্তকের উপর ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবে। অনন্তর হারুণের পুত্রগণকে উত্তরীয় পরিধান করিতে

দিবে এবং হারুণকে ও তাহার পুত্রগণকে কটীবন্ধন পরাইয়া তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ স্থাপন করিবে। এইরূপে তুমি তাহাদিগকে স্বপদে নিযুক্ত করিবে। পরে যথা বিহিত হোমবলি ও নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইবে।

তৎপর মুসা ঈশ্বরের বিধি অনুসারে ক্রমে ক্রমে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। সিয়ন শৈলে চল্লিশ দিবস মুসা অনশনে যাপন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে যে সকল উপদেশ ও নিয়মাবলী প্রাপ্ত হন, তাহার সারাংশ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করা গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে যাজকদিগের ধূম্রবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করারও বিধি হইয়াছিল। আবার যজনব্রতে ব্রতী হইবার জন্য যাজকগণ প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে মুসার নিকটে নূতন ভাবে বিশেষ বিধি অনুসারে দীক্ষিত হইতেন। হারুণের দুই যাজক পুত্র সিয়ন শৈলে ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন করাতে অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

খাদ্যাখাদ্য জীববিষয়ক বিধি ;—খুর দ্বিখণ্ড ও রোমন্থন আছে এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত যে সকল পশু সেই সমস্ত পশুই ভক্ষ্য, এই দুই লক্ষহীনপশু অভক্ষ্য, তাহার শবস্পর্শও নিষিদ্ধ। জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডানা ও শল্ক, এই দুই আছে সেই সকল জন্তু ভক্ষ্য, এতদ্ভিন্ন অভক্ষ্য, তাহাদের শবও ঘৃণিত। পক্ষীদিগের মধ্যে মাংসাশী পক্ষী ও চারি চরণে গমনশীল পক্ষবান্ জন্তু ঘৃণার্হ, কিন্তু পঙ্গপাল খাদ্য হইবে। উড্ডীয়মান ষট্পদ পতঙ্গ ঘৃণার্হ হইবে, যে কেহ তাহার শবস্পর্শ করিবে সে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। এই প্রকার কোন উরোগ জন্তু খাদ্য কোন উরোগ অখাদ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে। যে কেহ তাহার শব বহন বা স্পর্শ করিবে সেই দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অশুচি থাকিবে, তাহার বস্ত্র ধৌত করিতে হইবে। অন্য সর্ব্বপ্রকার কীট অখাদ্য।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিধি ;—স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব জন্য সে অশুচি থাকিবে। এই সময়ে যে কেহ তাহাকে বা তাহার আসন, বস্ত্র ও শয্যাদি স্পর্শ করিবে তাহারও অশৌচ হইবে। সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, স্নান করিয়া তাহাকে শুদ্ধ হইতে হইবে। যে স্ত্রী পুত্র প্রসব

করিবে তাহাকে রজস্বলা স্ত্রীর ন্যায় সাত দিন অশুচি থাকিতে হইবে। অষ্টম দিবসে বালকের ত্বক্ ছেদ হইবে, এবং প্রসূতি তেত্রিশ দিন পর্যন্ত কেন পবিত্র স্থানে যাইবে না ও পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। কন্যা প্রসব করিলে প্রসূতি দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে এবং ছেষট্টি দিন পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবে অশুচি থাকিবে। অনন্তর পুত্র বা কন্যা প্রসবের অশৌচের দিন পূর্ণ হইলে সে হোমবলির জন্য একবর্ষীয় এক মেষবৎস এবং প্রায়শ্চিত্ত বলির জন্য একটী ঘুঘু বা একটী কপোতের শাবক মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে আনিবে ও যথাবিধি উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুচি হইবে। প্রমেহ-রোগী ও কুষ্ঠরোগী এবং বিশেষ বিশেষ দোষীর প্রতি বিশেষ বিশেষ বিধি আছে, তাহার আর উল্লেখ হইল না।

শাসন ও নিয়ম ও নীতি সম্বন্ধীয় বিবিধ বিধি।

তোমরা আপন আপন পিতা মাতাকে ভয় করিও, প্রতিমার অনুসরণ করিও না, আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা কোন দেবতা নির্ম্মাণ করিও না, আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

তুমি বধিরকে শাপ দিও না, অন্ধের সম্মুখে বাধা জন্মায় এমন কোন বস্তু রাখিও না, আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও; আমিই পরমেশ্বর।

তোমরা স্ব স্ব কন্যাদিগকে ব্যভিচারিণী হইতে প্রবৃত্তি দান করিও না, তাহা করিলে দেশ ব্যভিচারী হইবে ও দেশ দুষ্ক্রিয়ায় পূর্ণ হইবে।

তোমরা পলিতকেশ বৃদ্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, ও প্রাচীন দিগকে সমাদর করিবে ও ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবে; আমিই পরমেশ্বর।

তোমরা আপনাদিগকে অশুচি করিও না, ভূতবৈদ্যদিগকে গ্রাহ্য করিও না, ঐন্দ্রজালিকদিগের নিকটে কিছু অন্বেষণ করিও না; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

তোমরা আমার বিশ্রাম দিনকে পালন করিও, আমার পবিত্রস্থানকে সমাদর করিও, আমিই পরমেশ্বর।

তোমরা স্বদেশে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিবে,

তিন বৎসর পর্য্যন্ত সেই সকল বৃক্ষের ফল ত্বক্‌সংযুক্ত রাখিয়া দিবে, ভক্ষণ করিবে না, চতুর্থ বৎসর সে সমস্ত পরমেশ্বরের ধন্যবাদার্থ উপহার রূপে পবিত্র হইবে, পঞ্চম বৎসরে ভক্ষণ করিবে, তাহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল উৎপন্ন হইবে; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

কোন বিদেশীয় লোক তোমাদের দেশে তোমাদের সঙ্গে বাস করিলে তোমারা তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, তোমাদের স্বদেশীয় লোকের ন্যায় সেই বিদেশীয় লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে, তোমরা তাহাকে আত্মতুল্য প্রেম করিবে, যেসর দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলে; আমিই তোমাদের পরমেশ্বর।

তোমরা বিচার বা পরিমাণ কিম্বা তৌল অথবা কাঠা বিষয়ে অন্যায় করিও না।

কেহ গো কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ বা বিক্রয় করিলে তাহাকে সেই এক গোর পরিবর্ত্তে পাঁচ গো এবং এক মেষের পরিবর্ত্তে চারি মেষ দান করিতে হইবে; চোর সিঁধ কাটিয়া ধরা পড়িলে যদি কেহ তাহাকে বধ করে সে হত্যাজন্য অপরাধী হইবে না, কিন্তু যদি সূর্য্যোদয় হইলে বধ করে তবে হত্যার অপরাধে অপরাধী হইবে।

চুরি দ্রব্য পরিশোধ করা চোরের কর্ত্তব্য, তাহার কিছু না থাকিলে চৌর্য্যহেতু সে বিক্রীত হইবে। গো কিম্বা গর্দ্দভ অথবা মেষাদি চোরিত বস্তু চোরের হস্তে জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

যদি কেহ অন্যের শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গোচারণ করে, অথবা নিজের পশু ছাড়িয়া দিলে সেই পশু যদি অন্য কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্যাদি নষ্ট করে তবে সেই ব্যক্তি তাহার পরিবর্ত্তে স্বীয় ক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে।

কেহ কণ্টকবনে অগ্নি লাগাইলে যদি কাহার ধান্যরাশি বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয় তবে সেই অগ্নিদাতা অবশ্য তাহার মূল্য দিবে।

কেহ মুদ্রা বা অলঙ্কার স্বীয় প্রতিবেশীর নিকটে গচ্ছিত রাখিলে তাহা যদি তাহার গৃহ হইতে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যায়, পরে সেই চোর ধরা

পড়ে, তবে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। যদি চোর ধরা ন পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবেশীর গচ্ছিত দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য সে বিচারকর্ত্তার নিকটে আনীত হইবে। এবং গো বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ অথবা বস্ত্রাদি কোন প্রকার প্রণষ্ট বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ বলে উহা আমার, তবে বিচারপতির নিকটে অভিযোগ হইবে, বিচারক যাহাকে দোষী স্থির করে সে আপন প্রতিবেশীকে দ্রব্যের দ্বিগুণ দান করিবে।

যদি কেহ স্বীয় গর্দ্দভ বা গো কিম্বা মেষ অথবা অন্য পশু প্রতিবেশীর নিকটে প্রতিপালনার্থ অর্পণ করে ও সেই পশু মরিয়া যায়, বা হিংসিত হয় কিম্বা কেহ তাড়াইয়া দেয় তবে আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে হস্তার্পণ করি নাই এই বলিয়া সে, পশুস্বামীর নিকটে পরমেশ্বরের নামে শপথ করিবে; তাহাতে পশুরস্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, পরিশোধ পাইবে না। কিন্তু যদি কেহ তাহার সাক্ষাতে চুরি করে, তবে পশুর স্বামী মূল্য পাইবে। যদি পশু কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে সেই রক্ষক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তাহার মূল্য দান করিবেন।

যদি কেহ স্বীয় প্রতিবেশীর পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে না থাকা অবস্থায় তাহার হানি কিম্বা মৃত্যু হয় তবে তাহাকে উহার মূল্য প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু যদি পশুর স্বামী তাহার সঙ্গে থাকে তবে সে মূল্য পাইবে না। উহা ভাড়াটিয়া পশু হইলে ভাড়া পাইবে।

যদি কেহ অবাগ্দত্তা কন্যাকে ছলনা করিয়া তাহার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করে, তবে তাহাকে কন্যাপণ দানে বিবাহ করিতে হইবে, আর যদি তাহার সঙ্গে স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিতে কন্যার পিতা অসম্মত হয় তবে যথাবিধি কন্যাপণ স্বরূপ তাহাকে রজতখণ্ড দান করিতে হইবে।

যে জন পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার নিকটে বলিদান করে সে বর্জ্জনীয় রূপে বিনষ্ট হইবে।

তুমি বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না, তাহাদিগকে কোন রূপ ক্লেশ দান করিলে তাহারা যদি আমার নিকটে ক্রন্দন বিলাপ করে এ তবে অবশ্য আমি তাহা শ্রবণ করিব এবং ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে

আমি তোমাদিগকে সংহার করিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যা সকল বিধবা ও সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।

যদি তুমি তোমার কোন দরিদ্র প্রতিবেশীকে ঋণ দান কর তবে, তাহা হইতে সুদ গ্রহণ করিও না, যদি তুমি দরিদ্র প্রতিবেশীর বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরাইয়া দিও। কেন না তাহা তাহার এক মাত্র আচ্ছাদন ও লজ্জা নিবারক বস্ত্র। সে যদি আমার নিকটে খেদ করে আমি দয়া প্রযুক্ত তাহা শ্রবণ করিব।

তুমি বিচারপতিকে নিন্দা করিও না, এবং স্বজাতির শাসনকর্ত্তাকে অভিশাপ দিও না।

তোমার প্রথম পক্কশস্য ও দ্রাক্ষা রস অমাকে নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না, এবং তোমার প্রথমজাত পুত্র আমাকে দান করিও। আপন গো ও গোবৎসের সম্বন্ধে এই রূপ আচরণ করিও, সে সাত দিন স্বীয় মাতার সঙ্গে থাকিবে, তুমি অষ্টম দিবস তাহা আমাকে দান করিও।

তোমরা আমার পবিত্রলোক হইবে, ক্ষেত্রেতে মারা পড়িয়াছে এমন পশুর মাংস ভক্ষণ করিও না, কুকুরের নিকটে তাহা ফেলিয়া দিও।

তুমি মিথ্যা জনশ্রুতিতে যোগ দিও না, এবং অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জ্জনের সহায়তা করিও না।

তুমি দুষ্ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে বহুলোকের অনুসরণ করিও না, এবং বিচারে অন্যায় করিবার জন্য বহুলোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না।

তুমি শত্রুর গো কিম্বা গর্দ্দভকে পথ হারা হইয়াছে দেখিলে অবশ্য তাহার স্বামীর নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবে, আর তুমি আপন শত্রুর গর্দ্দভকে ভারাক্রান্ত হইয়া পতিত দেখিলে অবশ্য তাহা উঠাইয়া সেই শত্রুর সাহায্য করিবে।

তুমি দরিদ্র প্রতিবেশীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিও না, এবং মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাকিও, নির্দ্দোষকে ও ধার্ম্মিক লোককে নষ্ট করিও না, কেন না আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না।

তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ জ্ঞানবান্ দিগকে অন্ধ করে ও ধার্ম্মিক দিগের কথা উল্টাইয়া ফেলে।

তুমি শ্মশ্রুর একপ্রান্ত মুণ্ডন করিও না, কাহার মৃত্যু হইলে শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না।

কোন পুরুষ বিবাদ করিয়া কোন গর্ভবতী নারীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত হয় কিন্তু পরে আর কোন আপত্তি না হয় তবে সে ঐ স্ত্রীর স্বামীর নিরূপণানুসারে দণ্ডিত হইয়া বিচার কর্ত্তার নিকটে দণ্ডের টাকা দিবে, কিন্তু যদি কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত হস্তেব পরিবর্ত্তে হস্ত চরণের পরিবর্ত্তে চরণ দাহনের পরিবর্ত্তে দাহন আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত কালশিরার পরিবর্ত্তে কালশিরা দণ্ড হইবে।

কেহ আপন দাস কিম্বা দাসীর চক্ষুতে বা দন্তেতে আঘাত করিলে যদি তাহার চক্ষু বা দন্ত নষ্ট হয় তবে তজ্জন্য তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

গোরুর শৃঙ্গাঘাতে যদি কাহারও মৃত্যু হয় তবে ঐ গোরু প্রস্তর দ্বারা বধ্য ও তাহার মাংস অখাদ্য হইবে। গোরুর অধিপতি দণ্ডার্হ হইবে না। সেই গো পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত ইহা জানিয়াও তাহার স্বামী বন্ধন না করাতে যদি কাহাকে বধ করে তবে সেই গো ও তাহার স্বামী প্রস্তর দ্বারা বধ্য হইবে। কাহার দাস বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাতে বধ করিলে গোরুর স্বামী সেই দাস ও দাসীর প্রভুকে ত্রিশ শেকল রজত দান করিবে এবং গো প্রস্তর দ্বারা বধ্য হইবে।

যদি কেহ কোন গর্ত্ত অনাবৃত করে, কিম্বা গর্ত্ত খনন করিয়া আচ্ছাদিত না করে ও তন্মধ্যে কোন গো কিম্বা গর্দ্দভ পড়িয়া যায়, তবে সেই গর্ত্তস্বামী পশুস্বামীকে রজতমূল্য দান করিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু তাহার হইবে।

এক জনের গোরু অন্য জনের গোরুকে যদি শৃঙ্গাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে তবে তাহারা জীবৎ গোরুকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিয়া লইবে এবং মৃত গোরুকেও দুই অংশ করিবে। কিন্তু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত ইহা জানিয়া তাহার স্বামী তাহাকে বাঁধিয়া না থাকিলে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্তু ঐ মৃত গোরু তাহার হইবে।

তুমি ছয় দিন স্বীয় কর্ম্ম করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিও; তাহাতে

তোমার গো ও গর্দ্দভ সকল বিশ্রাম পাইবে, এবং তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশীয় লোক বিশ্রাম লাভ করিবে।

আমি তোমাদিগকে যাহা বলিলাম তদ্বিষয়ে সাবধান হইও, কাহাকেও ইতর দেবগণের নাম স্মরণ করিয়া দিও না, তোমাদের মুখহইতেও তাহার উচ্চারণ না হউক।

তুমি প্রতিবৎসর তিন বার আমার উদ্দেশ্যে উৎসব করিও, তাড়ীশূন্য রুটির উৎসব পালন করিও, আমার আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সময়ে আবির মাসে সপ্তাহকাল তাড়ীশূন্য রুটি ভোজন করিও, কেননা সেই মাসে তুমি মেসর হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। কেহ রিক্তহস্তে আমার নিকটে যেন উপস্থিত না হয়। তুমি ক্ষেত্রে যাহা যাহা বপন করিয়াছ তাহার প্রথম পক্ক শস্য ছেদনের উৎসব করিও, এবং বৎসরান্তে উদ্যান হইতে ফল সংগ্রহকালে ফল সঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। এই ভাবে বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমরা সমুদায় পুরুষজাতি প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে, ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে যেমন মনুসংহিতার নীতির আদর, সেইরূপ সমুদায় পাশ্চাত্য সভ্য দেশে মুসার শাস্ত্রের সমাদর। এই নীতিদ্বারা পশ্চিম এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ইহুদি ও খ্রীষ্টান লোকেরা শাসিত হইয়া আসিতেছে। মুসার নীতিকে মূল করিয়াই এইক্ষণ ইয়ুরোপে নীতি শাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে। মোসালমান জাতির মধ্যেও এই নীতিশাস্ত্র একান্ত অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই।

মহাপুরুষ মুসার বিধানকে তাঁহার পরবর্ত্তী মহাজন দেবাত্মা ঈসা পূর্ণ করিয়াছেন। মুসা জগতে নিয়ম ও নীতি স্থাপন করিলেন, ঈসা তদুপরি স্বর্গীয় বল ও দেবত্ব প্রকাশ করিলেন। মুসার নীতির পথ ঈসার দেবত্বের পথ, মুসার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে পার্থিব নিয়ম ও নীতির উপরে, তাঁহার পরবর্ত্তী ঈসার স্বর্গরাজ্য স্বর্গীয় ভাবে অলৌকিক প্রেমের উপরে স্থাপিত হয়। জীবনে যেমন প্রথম পাপবোধ, তৎপর অনুতাপ, অবশেষে পাপ হইতে মুক্তি; তদ্রূপ প্রথমতঃ জগতে মুসা পাপের জ্ঞান দান করেন, যোহন

আসিয়া অনুতাপের পথ দেখাইয়া দেন, পরে ঈসা পাপকে পরাজয় করেন। মুসা ঈশ্বরের গৃহে দাস ছিলেন, তিনি প্রভুর আদেশ শুনিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন, প্রভু ভৃত্যের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল, সুতরাং স্বতন্ত্রতা ছিল। পরে যিশু আধ্যাত্মিকভাবে ঈশ্বরের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন, পুত্র পিতার অংশ, পিতার গুণ পুত্রেতে সঞ্চারিত হয়। স্বভাব ও গুণে ঈসা পিতার সঙ্গে এক হইয়া যান। মুসা ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া তাহা প্রচার করিতেন, যিশুর সঙ্গে ঈশ্বরের সেরূপ সম্পর্ক ছিল না, তিনি ইচ্ছায় ও ভাবে ঈশ্বরেতে লীন হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও অস্তিত্ব ছিল না। ঈসার মুখে স্বয়ং ঈশ্বর কথা বলিতেন। এই জন্যই তিনি বলিয়াছেন "যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে। আমিও আমার পিতা এক।" মুসা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে মেষ বলিদান করিয়া হোম করিতেন। যিশু নিজে মেষশাবক ছিলেন, যেহেতু তিনি মেষশাবকের ন্যায় একান্ত নিরীহ ও নির্দ্দোষ প্রকৃতি ছিলেন, তিনি আপনাকে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিদান করিয়াছিলেন। মুসা, দর্শনীয় রুটি উৎসর্গ করিতেন, যিশু মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের রক্তমাংস বলিয়া রুটি ও দ্রাক্ষা-রস যোগে "প্রভুর ভোজ" দিয়াছিলেন। মুসার ধর্ম্মে ও ঈসার ধর্ম্মে এইরূপ প্রভেদ। মুসার ধর্ম্মের উন্নত অবস্থাই ঈসার ধর্ম্ম। পরে ঈসা আসিয়া মুসার ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াছেন।

মহাপুরুষচরিত।

তৃতীয় সংখ্যা।

মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত।

বাইবেল ও বিবিধ মোহম্মদীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

"সত্যসত্যই আমি দাউদকে আপন সন্নিধান হইতে
মহত্ত্ব দান করিয়াছিলাম।" (কোরাণ)

কলিকাতা।

বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৬।

সূচীপত্র।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত।

দাউদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

মহাপুরুষ দাউদ এস্রায়িল বংশসম্ভূত, তাঁহার পিতার নাম বিশয়, কনান দেশের অন্তর্গত বয়তলহম নগরে বিশয়ের নিবাস ছিল। তিনি কৃষিকর্ম্ম করিতেন. তাঁহার অষ্ট পুত্র, দাউদ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে পিতাকর্তৃক পশুচারণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। যে সময়ে দাউদ জন্মগ্রহণ করেন তখন এস্রায়িল জাতির অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল, জালুত নামক পেলেষ্টৈনীয় এক দুর্দ্দান্ত নরপতি তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিল এবং তাহাদের উপরে সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত তাহাদের সৌভাগ্য সম্পদের কারণ ঈশ্বরপ্রদত্ত মুসার সাক্ষ্যসিন্ধুক যে তাহাদের নিকটে ছিল উহা সেই সময়ে অপহৃত হয়, (১) তাহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। তাহারা একান্ত ভাগ্যচ্যুত ও বিপন্ন হইয়া জরুজিলমে তদানীন্তন ভবিষ্যদ্বক্তা শময়ুনের নিকটে যাইয়া আত্ম দুঃখ নিবেদন করে, এবং বলে যে তুমি আমাদের জন্য এক জন রাজা মনোনীত কর, আমরা তাঁহাকে অধিনায়ক করিয়া জালুতের সঙ্গে সংগ্রাম করিব ও তাহাকে পরাস্ত করিয়া আমাদের পূর্ব্ব সৌভাগ্য উদ্ধার এবং দেবদত্ত সাক্ষ্য সিন্ধুক হস্তগত করিব। শময়ুন তালুতনামক (২) এক জন সামান্য কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে অলৌকিক লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া রাজপদে মনোনীত করেন, এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা প্রথমতঃ তাঁহাকে আপনাদের রাজা করিতে আপত্তি করে, পরে শময়ুনের অনুরোধে সম্মত হয়। তালুত

(১) মহাপুরুষচরিত দ্বিতীয় সংখ্যা মুসার জীবনচরিতে সাক্ষ্য সিন্ধুকের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

(২) বাইবলে শৌলনামে উক্ত হইয়াছে।

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অশিতি সহস্র এস্রায়িল সৈন্যসহ জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, পথে তিনি সৈন্যদিগকে বলেন "ঈশ্বর তোমাদিগকে এক নদীতে পরীক্ষা করিবেন, যে ব্যক্তি সেই নদীর জল গণ্ডূষের অধিক পান করিবে তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।" পরে বৃহৎ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পেলেষ্টাইল দেশে সৈন্য দল সেই নদীর কূলে উপস্থিত হয়, তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল, সেনাগণ অত্যন্ত শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তালুতের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পর্য্যাপ্ত জল পানে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদের উদর স্ফীত হইয়া উঠে, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, সকলে প্রাণত্যাগ করে। তিন শত তের জন সৈন্য যে গণ্ডূষমাত্র জলপান করিয়াছিল তাহারাই জীবিত থাকে। সেই তিন শত তের জনের মধ্যে দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতৃবর্গ ছিলেন। তালুত এতাধিক সৈন্যবিনাশে ও নিরাশ হন না, তিনি এই অল্প সংখ্যক সেনা সহ দুর্জ্জয় সাহসে জালুতের অভিমুখে অগ্রসর হন। দাউদ জালুতকে লক্ষ্য করিয়া মারিবার জন্য পথি হইতে কয়েক খণ্ড প্রস্তর উঠাইয়া লন। জালুতের অগণ্য সৈন্য ছিল, সে তালুতের অত্যল্পসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিয়া পাঠায় "তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর, যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, ঈদৃশ অল্প সেনার সঙ্গে সংগ্রাম করা আমার পক্ষে অপমান, আমার এক আঘাতও এই কয়েকটী সেনা সহ্য করিতে পারিবে না।" সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় জালুতের বাহিনী দেখিয়া তালুতের সৈন্য সামন্তও অতিশয় ভয়াকুল হয়। তালুত সকলকে সাহস দান করিয়া বলিতে থাকেন যে, "ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা অবশ্য এই প্রবল সৈন্যের উপর জয় লাভ করিব।" পরে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, "যে ব্যক্তি জালুতকে বধ করিতে পারিবে তাহাকে আমি অর্দ্ধ রাজ্য সহ স্বীয় প্রিয়তমা কন্যা সম্প্রদান করিব।" অতঃপর তিনি জালুতকে বলিয়া পাঠান যে "তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ অনির্ব্বার্য্য, আমি তোমার বহু সেনা দেখিয়া ভীত নহি, ঈশ্বর আমার সহায় আছেন, আমি অবশ্য জয় লাভ করিব"। ইহা শুনিয়া জালুত ভাবিল যে এই অল্প সঙ্খ্যক শত্রুসেনার জন্য একা আমিই যথেষ্ট, রণক্ষেত্রে আর সৈন্য

প্রেরণ প্রয়োজন করে না। এই মনে মনে স্থির করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহ স্বয়ং সমরক্ষেত্র উপস্থিত হয়। জালুত মহা বলবান্ প্রকাণ্ড ভীষণাকার ছিল। তাহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াই তালুতের সেনাগণ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন তালুত ইচ্ছা করিলেন স্বয়ংই জালুতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে নির্ভীক যুবক দাউদ রণবেশে সম্মুখীন হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে হও?" দাউদ বলিলেন "আমি এস্রায়িল বংশোদ্ভব মিশরের পুত্র দাউদ, রাজন! আপনি নিবৃত্ত হউন, আমি যাইতেছি, নিশ্চয় আমি এই নৃশংস দুরাত্মাকে বধ করিব"। ইহা বলিয়া বীরবর দাউদ অকুতোভয়ে জালুতের নিকটে উপস্থিত হন, জালুত তাঁহাকে অক্ষম ও দুর্ব্বল জানিয়া উপহাস করিতে থাকে এবং বলিতে থাকে "তোমার এমন কি অস্ত্রবল আছে যে, তদ্দ্বারা তুমি আমার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে"। দাউদ বলিলেন "আমি ঈশ্বরের আদেশে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, তিনি আমার পৃষ্ঠবল, কুকুরকে মারিতে অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন করে না, প্রস্তরাঘাতেই বধ করা যায়। এই আমার হস্তস্থিত প্রস্তরের আঘাতেই তোমাকে আমি কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব।" এই বলিয়াই দাউদ জালুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া কৌশলপূর্ব্বক মহাবলে প্রস্তর নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই সে ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজার মৃত্যু দেখিয়া তাহার সৈন্যবৃন্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, এবং পলায়মান বহুসংখ্যক সেনা দাউদের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। তখন এস্রায়িলগণ মহা আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে থাকে, যাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল তাহারা শুভ সংবাদ শ্রবণে মহোল্লাসে দৌড়িয়া আইসে। নরপাল তালুত প্রফুল্লান্তরে দাউদকে বার বার ধন্যবাদ করেন।

দাউদের রাজ্যপ্রাপ্তি।

পরে তালুত স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে বাধ্য হইয়া দাউদকে অর্দ্ধরাজ্য সহ আপন কন্যা সম্প্রদান করেন। দাউদ রাজ্যলাভ করিয়া সুনিয়মে প্রজা পালন করিতে থাকেন, সৈন্য সামন্ত তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে।

দাউদের প্রবল প্রতাপ ও মহাপ্রভুত্ব দেখিয়া তালুত ভাবিত হন, এবং দাউদ তাঁহা হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইবে ভাবিয়া ভয় করিতে থাকেন। পরে কুবুদ্ধির প্ররোচনায় দাউদকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। দাউদ ইহা জানিতে পাইয়া এক বনাকীর্ণ পর্ব্বতে পলাইয়া যান, এবং গিরিমূলে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন। ক্রমে শত শত তপস্বী আসিয়া সেই মন্দিরে তাঁহার সঙ্গে তপস্যায় যোগ দান করেন। তালুত এই সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক নিশীথ সময়ে তপোধনবর্গ সহ দাউদকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দেন, কেননা দাউদ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও অরণ্যবাসী হইলেও তাঁহা হইতে তালুতের অন্তরে ভয় জাগরূক থাকে। প্রেরিত সেনাবৃন্দ যাইয়া অন্ধকার রাত্রিতে অতর্কিতভাবে মন্দিরে সমুদায় তপস্বীকে বধ করে। সৌভাগ্যক্রমে দাউদ সেই রাত্রি মন্দিরের বাহিরে অন্যত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। তালুত যখন দেখিলেন যাহাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হইল সে প্রাণে বাঁচিয়াছে এবং অকারণে তাপস-কুলকে বধ করা হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত অনুতাপিত হন, এবং দাউদের নিকটে লোক পাঠাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দাউদ বলিয়া পাঠান তুমি পুণ্যাত্মা তপস্বিবৃন্দকে বধ করিয়া মহাপাপ করিয়াছ, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি ধর্ম্মদ্রোহী শত্রুসেনার সঙ্গে স্বয়ং তুমি যুদ্ধ কর তাহা হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই যুদ্ধহইতে ফিরিয়া আসিলে আমি যাইয়া তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইব। তালুত এ কথায় সম্মতি প্রকাশ করেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে তিনি এক দিন প্রবল শত্রুসেনার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এই যুদ্ধেই শত্রুর বানাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তখন দাউদ আসিয়া তালুতের সিংহাসনে অধি-রূঢ় হন, এবং সমগ্র সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

দাউদের প্রেরিতত্ব লাভ।

দাউদ মহাত্মা ইয়কুবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি রাজ-সিংহাসনারোহণের চল্লিশ বৎসর পরে প্রেরিতত্ব লাভ করেন। তিনি যেমন মহা বলবান্ প্রতাপান্বিত ভূপতি, তদ্রূপ অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। কোরাণশরিফে উক্ত হইয়াছে যে "আমার দাস মহা বলশালী দাউদকে স্মরণ কর, সে একান্তই ঈশ্বরানুগত ছিল"। আরও উক্ত হইয়াছে "আমি তাহাকে রাজৈশ্বর্য্য দান করিয়াছি, এবং সুবিচার ও শাসন প্রণালী, বিজ্ঞান কৌশল শিক্ষা দিয়াছি"। অপিচ উক্ত হইয়াছে "হে দাউদ, আমি ধরাতলে তোমাকে রাজা করিলাম, তুমি ন্যায়ানুসারে প্রজাপুঞ্জের সুবিচার করিতে থাক, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তাহা করিলে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইবে।" দাউদ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া জবুর গ্রন্থ রচনা করেন, সেই জবুর গ্রন্থই তাঁহার জীবনে সঞ্চারিত প্রত্যাদেশের বিশেষ ভাব প্রমাণিত করে। এই গ্রন্থে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কোন বিধি ব্যবস্থা নাই, ইহাতে কেবল ভজন ও সঙ্গীত, ঈশ্বরস্তোত্র, আরাধনা ও প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের পরাক্রম ও মহিমা কীর্ত্তিত। মুসাদেবের প্রবর্ত্তিত তওরয়ত গ্রন্থের পরেই জবুরের অবতারণা, জবুর শব্দের অর্থ ধর্ম্মপুস্তিকা। তওরয়তে কঠোর নীতি ও কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির সরস ভাবের উল্লেখ প্রায় নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থ জবুরে তাহারই পূর্ণতা। এই গ্রন্থ সুমিষ্ট ভক্তিভাব প্রকাশ করে। মুসাদেব জীবনে ঈশ্বরাদেশ পালন, বাহ্যিক নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মহাপুরুষ দাউদের জীবন প্রেমভক্তির জীবন ছিল। তিনি মুসার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুসরণ করিতেন, ক্রিয়াকাণ্ডবিষয়ে কোন বিশেষ নূতন বিধি ব্যবস্থা জগতে প্রচার করেন নাই, কিন্তু প্রেমভক্তির নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি যার পর নাই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তওরয়ত পাঠ বা স্বরযোগে স্তুতি বন্দনা করিতেন তখন তৎশ্রবণে স্রোতস্বতীর স্রোত বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হইত। নানাপ্রকার রাগরাগিণীযোগে তিনি পাঠ করিতেন, তাঁহার

সুমধুর স্বরে পশু পক্ষী আকৃষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিত। তদীয় সুকোমল মনোহারী স্বরে পাষাণ গলিয়া যাইত, পর্ব্বত সকল স্পন্দিত হইত, সমুদায় জড়জীব স্তোত্র গানে তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিত। দাউদ ঈশ্বরাদেশে যুদ্ধ পরিচ্ছদ বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজস্ব হইতে কিছুই নিজের ও পরিজনবর্গের ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করিতেন না। কথিত আছে তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে লৌহ মধূথবৎ কোমল হইয়া যাইত, অন্যলোকে অগ্নির উত্তাপে লোহা গলাইয়া বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিত. তিনি বহ্নিসংযোগ ব্যতিরেকে কেবল অঙ্গুলির সাহায্যে তাহা প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার এই অলৌকিক ক্রিয়া ছিল। উক্ত হইয়াছে, দাউদই প্রথম লৌহময় কবচ নির্ম্মাণ করেন।

দাউদের বিপদ।

রাজর্ষি দাউদ ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক ঋষিজীবনে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন রাজ কার্য্যহইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই ঈশ্বরগুণানুবাদ স্তুতি প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ধর্ম্মাভিমান হয়, তিনি আপনাকে পবিত্রাত্মা সাধু বলিয়া বোধ করিতে থাকেন। অহঙ্কার পতনের দ্বার, বহু সাধুতা লাভের পরও লোকে অহঙ্কারের পথ দিয়া নরকে গমন করে। দাউদের যাই অহঙ্কার হইল তখনই তাঁহার পতন উপস্থিত। রাজপ্রাসাদের অদূরে উড়িয়া নামক এক ব্যক্তির উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানস্থ ক্ষুদ্র সরোবরে একদিন উড়িয়ার বৎশেবা নাম্নী পরমা সুন্দরী ভার্য্যা বিবসনা হইয়া স্নান করিতেছিল, তখন দাউদ প্রাসাদের ছাদের উপরে যাইয়া একটি সুন্দর পক্ষীর প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করিয়াছিলেন। বিহঙ্গমটী উড়িয়া উক্ত উদ্যানস্থ তরু শাখায় যাইয়া উপবিষ্ট হয়। দাউদও উদ্যানের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, ইতি মধ্যে অকস্মাৎ বসনবিমুক্তা বৎশেবার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। বৎশেবার রূপলাবণ্য দেখিয়া তিনি একে বারে বিহ্বল হইয়া পড়েন, অন্তরে তাহার প্রতি অনুরাগানল প্রজ্বলিত

হইয়া উঠে, তখনই এই পরমা সুন্দরী যুবতীটী কে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অনুসন্ধানে জানিতে পাইলেন যে সেই নারী উড়িয়নামক এক যুবকের ভার্য্যা। ইহা অবগত হইয়াই তিনি উড়িয়াকে ডাকিয়া আনিলেন, ও তাহাকে বাধ্য করিয়া সমরক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন, এবং এই সুযোগে বৎশেবাকে হস্তগত করিলেন। এদিকে উড়িয়া যুদ্ধ করিয়া শত্রু হস্তে প্রাণ-ত্যাগ করে, দাউদ এই সংবাদ পাইয়া মহা আহ্লাদে বৎশেবার পাণি গ্রহণ করেন। পূর্ব্বতন ভূপালদিগের ন্যায় দাউদের বহু ভার্য্যা ছিল, তিনি একোনশত নারীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন, বৎশেবাদ্বারা শত ভার্য্যা পূর্ণ হয়। নারীজাতিসম্বন্ধে যে তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল না, এ বিষয় বলা বাহুল্য। যাহা হউক উড়িয়াকে কৌশলপূর্ব্বক নিধন করিয়া তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে স্বীয় উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করা, যার পর নাই গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল। এরূপ ধার্ম্মিক পুরুষের ঈদৃশ শোচনীয় আচরণ যৎপরোনাস্তি দুঃখজনক। এই বৎশেবার গর্ভেই দাউদ নৃপতির সুবিখ্যাত পুত্র সোলয়মান জন্ম গ্রহণ করেন।

বৎশেবার পাণিগ্রহণের পর একদা দাউদ উপাসনালয়ে উপাসনা করি-তেছেন, এমন সময় দুই তেজঃপুঞ্জ পুরুষ অতর্কিত ভাবে তথায় উপস্থিত হন। দাউদ হঠাৎ তাঁহাদিগকে মন্দিরে সমাগত দেখিয়া চমকিয়া উঠেন। জিজ্ঞাসা করেন "তোমরা কে? কি জন্য এস্থানে সমাগত?" অভ্যাগত দ্বয়ের একজন বলেন "আমার অভিযোগ আছে, বিচারার্থ আপনার নিকটে উপস্থিত। আপনাকে তাহার মীমাংসা করিতে হইবে"। দাউদ বলিলেন "কি অভিযোগ প্রকাশ করিয়া বল"। তখন সেই পুরুষ আপন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ইনি আমার ভ্রাতা, ইঁহার পালে একোনশত মেষ আছ, আমার একটী মাত্র মেষ। ইনি বলেন তোমার সেই মেষটী আমাকে দাও, বল প্রয়োগে উহা গ্রহণ করিতে চাহেন। এবিষয়ে আপনার নিকটে বিচারের প্রার্থী।" তখন দাউদ প্রত্যর্থীকে জিজ্ঞাসা করেন "এ যাহা বলিতেছে ইহা কি সত্য?" তিনি বলেন "হাঁ যথার্থ।" তখন দাউদ কহিলেন "তোমার অত্যন্ত অন্যায় যে তুমি স্বীয় ঊনশত মেষের সঙ্গে ইঁহার একমাত্র মেষকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যোগ করিতে চাও।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই

দুইজন অর্থী প্রত্যর্থী হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "একোনশত ভার্য্যাসত্বে আপনি লোভপরবশ হইয়া উড়িয়ার স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাকে বিবাহ করিয়া শততম ভার্য্যা পূরণ করিয়া লইলেন, এ কেমন বিচার ? নীতি সম্বন্ধীয় অভিযোগ উপস্থিত করিতে আমরা আপনার নিকটে আসিয়াছি, এই সেই অভিযোগ, ভাবিয়া দেখুন আপনি কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন"। ইহা বলিয়া অভ্যাগত দ্বয় অন্তর্হিত হন। কথিত আছে তাঁহারা দাউদকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গীয় দূত ছিলেন। গ্রন্থ বিশেষে নরপাল দাউদের সঙ্গে বৎশেবার উদ্বাহবৃত্তান্ত অন্যরূপ লিখিত। কিন্তু জামেঅত্তওয়ারিখ ও কসসোল্ অম্বিয়া এই দুই গ্রন্থে পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হৌক দাউদ বুঝিতে পারিলেন যে এ দুই ব্যক্তি মনুষ্য নহে, মানবাকৃতি স্বর্গীয় দূত, আমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজের পাপ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, ভয়ানক আত্মগ্লানির অগ্নি তাহাঁর অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, অনুতাপাশ্রু বর্ষণ ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি ক্রন্দন বিলাপের বিশ্রাম নাই, অনাহারে অনিদ্রায় চত্বারিংশৎ দিবস গত হয়, তিনি সর্ব্বদা দণ্ডবৎ হইয়া প্রার্থনা করিতেন, তাঁহার নয়নজলে ধরাতল প্লাবিত হইত। পরে ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন "দাউদ, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন কর, আমি তোমার অনুতাপ গ্রহণ করিয়া পাপ ক্ষমা করিলাম। তুমি উড়িয়ার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছ তজ্জন্য তাহার সমাধির নিকটে যাইয়া সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর"। দাউদ এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উড়িয়ার সমাধির অনুসন্ধান লয়েন, সেখানে যাইয়া তাহার আত্মার উদ্দেশ্যে অশ্রুপাত সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহার পরহইতে তাঁহার অন্তরের বিষাদ গ্লানি চলিয়া যায়, শোকানল নির্ব্বাপিত হয়।

দাউদের বিচার।

দয়াময় পরমেশ্বরের দয়াতে রাজর্ষি দাউদ নিদারুণ অন্তর্দাহ ও পাপের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলে পর রাজকার্য্য পর্য্যালোচানার জন্য রাজসিংহাসনে

উপবিষ্ট হন। কথিত আছে যে একদিন দুইজন কৃষিজীবী পরস্পর বিবাদ করিয়া বিচারার্থ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। একজন অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলে "ইহার ছাগপাল আমার শস্যক্ষেত্রের অপচয় করিয়াছে, মহারাজ, আপনি এবিষয়ে বিচার করুন।" দাউদ রাজকর্ম্মচারীদিগকে ক্ষেত্র ও ছাগপালের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করেন, ক্ষেত্রের মূল্য পশুযূথের মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। তাহাতে নৃপতি পশুযূথকে ক্ষেত্রপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ছাগপালের স্বামী রোরুদ্যমান হইয়া সভা হইতে চলিয়া যায়। তখন দাউদনন্দন সোলয়মানের সাত বৎসর বয়ঃক্রম, তিনি দ্বারেতে উপবিষ্ট ছিলেন। পশুপালককে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বিচার বৃত্তান্ত তাঁহার নিকটে নিবেদন করে। তখন সোলয়মান তাহাকে বলেন, "তুমি ভূপতির নিকটে পুনর্ব্বার যাইয়া বল যে, অভিযুক্ত বিষয়ে আপনি পুনর্ব্বিবেচনা করিলে এ দুঃখীর পক্ষে মঙ্গল হয়।" সোলয়মানের আজ্ঞাক্রমে সে পুনরায় রাজসন্নিধানে যাইয়া পুনর্ব্বিচারের প্রার্থী হয়। দাউদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কাহার কথানুসারে ফিরিয়া আসিয়াছ?" সে বলে "রাজকুমার সোলয়মান আমাকে পুনর্বিচারার্থ পাঠাইয়াছেন"। এই কথা শুনিয়া দাউদ সোলয়মানকে ডাকিয়া পাঠান। সোলয়মান সভায় উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ইহাকে কেন পুনরায় পাঠাইলে"? সোলয়মান নিবেদন করিলেন "পিতঃ, এই উপায়হীন দুঃখীর সম্বন্ধে গূঢ় বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিলে ভাল হয়।" দাউদ বলিলেন "বৎস, তোমার প্রতি ভার দেওয়া গেল, তুমি ইহার বিচার কর।" তদানীন্তন কালের বিচারের এই নিয়ম ছিল যে, কেহ কোন বস্তু চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, যাহার বস্তু চুরি গিয়াছে, চোর চিরজীবন তাহার দাস হইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। দাউদ সেই ব্যবস্থানুসারে ছাগপাল ক্ষেত্রপতিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষণ সোলয়মান বিচার নিষ্পত্তি করিলেন যে, ক্ষেত্রপতি পশুপাল প্রাপ্ত হইবে ও তাহার দুগ্ধপান করিবে এবং ছাগপালক ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে থাকিবে, যখন ক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ শস্যশালী হইবে, তখন সে আপন ছাগযূথ ক্ষেত্রপতিহইতে ফিরিয়া পাইবে।" দাউদ শিশু

সোলয়মানের বিচার নিষ্পত্তি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সোলয়মানের যুক্তিসঙ্গত মীমাংসাই স্থিরতর রাখিলেন ও আপনার বিচার খণ্ডন করিলেন।

এক জন দীনহীন রুগ্ন সাধুপুরুষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দাউদের সময় এই ভাবে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন "হে ঈশ্বর! অনায়াসে যাহাতে আমি কিঞ্চিৎ উপজীবিকা প্রাপ্ত হই, তুমি তাহার বিধান কর। যখন তুমি আমাকে দুর্ব্বল কর্ম্মাক্ষম বিকলাঙ্গ সৃজন করিয়াছ তখন এই আহত-পৃষ্ঠ গর্দ্দভের উপরে অশ্বের বা উষ্ট্রের বহনযোগ্য ভার অর্পণ করিতে পার না। আমি তোমা হইতে শক্তিহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পরম ঐশ্বর্য্যের আকর! যে ভাবে অশক্ত পঙ্গুর উপজীবিকা পাওয়া উচিত সেই ভাবে আমাকে তাহা দান কর। আমি আশ্রিত ও দুর্ব্বল, তোমার প্রেম ও দয়ার ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছি, তুমি অক্ষম আশ্রিতদিগকে অন্যবিধ উপায়ে জীবিকা দান করিয়া থাক। যাহার চরণ আছে সে বিচরণ করিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতে পারে। যাহার চরণ নাই, তুমি তাহাকে বিশেষ উপায়ে প্রতিপালন করিয়া থাক। দাও, এই দীন হীনকে কিঞ্চিৎ উপজীবিকা দাও, তুমি সকল ক্ষেত্রে বারি বর্ষণ করিয়া থাক। ভূমি গতিশক্তিহীন স্থির, কিন্তু তোমার প্রেম প্রচুর বৃষ্টি তৎপ্রতি প্রেরণ করে। যখন শিশু চলিতে পারে না তখন জননী আসিয়া তাহার প্রাত্যহিক উপজীবিকা যোগাইয়া থাকে। আমি অনায়াসে অকস্মাৎ জীবিকা লাভ করিতে চাই, আমি তোমার প্রতি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা করিতে পারি না।" তিনি অনেক কাল এইরূপ প্রার্থনা করেন, এক দিন মধ্যাহ্নকালে উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুল অন্তরে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ এক বৃহৎ গাভী তাঁহার গৃহাভিমুখে দৌড়িয়া আসিল এবং শৃঙ্গযোগে অবরুদ্ধ দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশপুর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রার্থনাকারী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে বাঁধিলেন, পরে তাহার কণ্ঠ ছেদন করিয়া কিয়দংশ মাংসে নিজের উদর পূর্ত্তি এবং অবশিষ্ট মাংস ও চর্ম্ম কসাইয়ের নিকটে বিক্রয় করিলেন। তখন গো-স্বামী আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলে যে "রে মূর্খ চোর, তুই আমার গোধন

হত্যা করিলি কেন? বিচারালয়ে আগমন কর্।" গোহত্যাকারী বলিলেন "আমি বহুকাল জীবিকার জন্য ব্যাকুলান্তরে সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতেই ঈশ্বর আমার নিকটে সেই গোধন প্রেরণ করেন, আমি তাহাকে গ্রহণ করি। উহা আমরা উপজীবিকা ছিল, আমি ঈশ্বরের নিকটে যাহা যাচ্ঞা করিয়া ছিলাম। সেই পুরাতন প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছে। আমার জীবিকা ছিল বলিয়া আমি তাহা কাটিয়া ভক্ষণ করিয়াছি, এই আমার উত্তর।" গো-স্বামী মহাক্রোধে তাঁহার গ্রীবাদেশ আক্রমণ করিয়া তাঁহার কপোলে কয়েকটী মুষ্টি প্রহার উপহার দিল, এবং তাঁহাকে টানিয়া নরপাল দাউদের নিকট লইয়া যাইতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল "রে নৃশংস অত্যাচারী মূর্খ প্রতারক! এই প্রার্থনার যুক্তি রাখিয়া দে। বুদ্ধিকে সজীব কর ও নিজে সবশ হ। প্রার্থনার কথা কি রে ভণ্ড পাষণ্ড!" সাধুপুরুষ বলিলেন "যথার্থই আমি পরমেশ্বরের নিকটে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়াছি, স্তুতি মিনতিতে হৃদয়ের শোণিত অনেক শোষণ করিয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।" গোধনপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "লোক সকল এস, এই দুরাত্মার প্রলাপ ও প্রবঞ্চনা দেখ। রে বঞ্চক! আর কত অনর্থ উক্তি করিবি। প্রার্থনার প্রমাণ রাখিয়া দে, প্রার্থনা আবার কি রে? বল হে লোক সকল বল, প্রার্থনা করিলে কে আমার সম্পত্তিকে তাহার স্বত্ব করিয়া দিবে। যদি এইরূপ হইত তবে সমগ্র রাজ্য এই এক প্রার্থনাচ্ছলে লোকে নিজস্ব করিয়া লইত। দিবা রজনী তাঁহারা প্রার্থনা ও স্তব স্তুতিতে "হে ঈশ্বর! ধন দাও, সম্পদ দাও বলিয়া মিনতি করিত। অন্ধদিগেরই ব্যবসায় যাচ্ঞা ও বিনয় চাটুতা; কিন্তু তাহাদিগের মুখে দানের এক খণ্ড রুটিকা ব্যতীত অর্পিত হয় না, দুঃখী বৈরাগিগণও সেই অন্ধ সদৃশ।" তখন সমাগত লোক সকল বলিতে লাগিল "এ ব্যক্তি কোথাকার ধার্ম্মিক, এ প্রার্থনাবিক্রয়ী ভণ্ড অত্যাচারী, এরূপ প্রার্থনা কি কখন স্বর্গীয়, এই প্রার্থনাকে কি কখন ধর্ম্মবিধির অনুগত বলা যায়? হে সাধুপুরুষ! যে বস্তু দান পাও বা ক্রয় কর, কিম্বা এবম্বিধ কোন উপায়ে প্রাপ্ত হও তাহাতে তোমার স্বত্ব, তুমি যাহা বলিতেছ তোমার এই বিধি

কোম্ গ্রন্থে লিখিত আছে, বলি গাভীটী প্রত্যর্পণ কর, অথবা কারাগারে যাইয়া বদ্ধ হও, আর অনর্থক কথা বলিও না।"

তখন সেই দীনহীন ব্যক্তি উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দীননয়নে বলিলেন "প্রভো দয়াস্বরূপ, করুণাময়, এ বিষয়ে আমি প্রার্থনা করিয়াছি, তুমি ব্যতীত আমার তত্ত্ব কে জানে ? তুমি আমার অন্তরে সেই প্রার্থনা প্রেরণ করিয়াছ, আমার মনে শত শত আশা সমুদ্গত করিয়াছ, আমি সেই প্রার্থনা অসত্য করি নাই। আমি মহাত্মা ইউসফের ন্যায় তোমার বাণীতে দৃঢ়-বিশ্বাসী।" ইয়ুসফকে যখন তাঁহার দুষ্ট ভ্রাতৃগণ গভীর পুরাতন কূপে বিসর্জ্জন করে তখন পরমেশ্বরহইতে তাঁহার কর্ণে এই বাণীর সঞ্চার হয়। "ইয়ুসোফ, তুমি এক দিন রাজা হইবে এবং এই দুরাত্মাদিগকে তাহাদের কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল দিবে।" এই বাক্যের বক্তাকে চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু লক্ষণদ্বারা হৃদয় উত্তমরূপে তাঁহার পরিচয় লাভ করে। সেই মহাধ্বনিতে ইয়ুসোফের আত্মার মধ্যে বল শান্তি ও বিশ্বাস সমুদিত হয়, সেই মহাবাক্যে ঐ অন্ধকূপে এব্রাহিমের অগ্নির ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধে পুষ্পোদ্যান ও উৎসব ক্ষেত্র হয়। অতঃপর তাঁহার প্রতি যত অত্যাচার হইয়াছিল তিনি সেই বাক্যের প্রভাবে তাহা সন্তোষে পরিণত করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই বাণীর মধুরতা প্রত্যেক বিশ্বাসীর অন্তরে চিরকাল থাকে। তাহাতেই তাঁহারা বিপদে সঙ্কুচিত হন না। যাঁহারা ঈশ্বরের নিষেধ বিধির অধীন তাঁহারা চিন্তায় অভিভূত নহেন। তিক্ত অন্ন তাঁহাদের নিকটে শর্করা তুল্য হয়, কণ্টক পুষ্পে প্রস্তর মাণিক্য পরিণত হয়। যে আদেশরূপ গ্রাসপিণ্ড তিক্ত স্বাদ প্রদান করে, বিশ্বাসী তাহাকে গোলেশক্করনামক মিষ্টান্ন তুল্য সুস্বাদু মনে করেন, যাহারা সেই গোলেশক্করের প্রার্থী নহে, তাহারাই তাহা উদ্বমন করিয়া ফেলে। যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ তাঁহারা সাধনপথে প্রমত্ত থাকেন। মত্ত উষ্ট্রের ন্যায় নিশ্চিন্ত, অক্লান্ত ও অবিষণ্ণভাবে তাঁহারা গুরুভার বহন করেন, উষ্ট্র পরাক্রমে শার্দ্দূল তুল্য হয়। অবিশ্বাসী লোক অন্য প্রকার, এ সংসারে সে ঈশ্বরের ভৃত্য ও শিষ্য হয় না। হইলেও তাহার মন নানা ভাবনা চিন্তায় শতধা বিভক্ত থাকে, এক সময়ে তাহার কৃতজ্ঞতা

এক সময়ে নিন্দা। সে নানা ভাবনা ও অবিশ্বাসের জন্য ধর্ম্মপথে এক পদ অগ্রে এক পদ পশ্চাতে স্থাপন করে এই বিবরণ বলিতে গেলে মূল প্রস্তাবকে আশ্রয় না করিলে আর শেষ নাই। অতএব তাহাকেই পুনর্ব্বার অবলম্বন করা যাইতেছে। সেই দুঃখী বলিলেন "হে ঈশ্বর, কি দোষে এই ব্যক্তি আমাকে অন্ধ বলিতেছে। ইহা অত্যন্ত দানবীয় অনুভব। আমি কবে অন্ধের ন্যায় প্রার্থনা করিয়াছি। আমি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে ব্যতীত কবে অন্য লোকের নিকটে ভিক্ষা চাহিয়াছি। অন্ধ ভিক্ষুকেরা মূঢ়তাবশতঃ আশান্বিত। আমি তোমার, তোমাদ্বারা আমার সমুদায় কঠিন সমস্যার মীমাংসা। এ ব্যক্তি আমাকে অন্ধ বলিল, অন্ধগণের মধ্যে পরিগণিত করিল। এ, আমার হৃদয়ের প্রেম ও দীনতা দেখিল না। হাঁ, প্রেম এক অন্ধতা, সেই অন্ধতা আমার আছে। হে সুন্দর পরমেশ্বর! প্রীতি অন্ধতা ও বধিরতা সম্পাদন করে, প্রেমের এই সুন্দর প্রকৃতি। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই উক্তি। অন্যের সম্বন্ধে আমি অন্ধ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে চক্ষুষ্মান্। লোকে আমার গূঢ়তত্ত্ব জানে না; তাই আমার উক্তিকে অযথার্থ মনে করে। সত্য প্রচ্ছন্ন, অন্তরদর্শী ব্যতীত অন্তরের তত্ত্ব কে জানে?" তখন বিপক্ষ বলিল "আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সত্য কথা বল্। তুই আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া আছিস্ কেন? মত্ততার কাহিনী বল্‌ছিস্, অসত্যের ঢলাঢলি কচ্ছিস্, প্রেমের গল্প ঈশ্বর সহবাসের জাঁক করিতেছিস্। যখন তোর মন নির্জীব তখন কোন্ মুখে তুই ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিতেছিস্।" সেই সময় সকল লোক বলিয়া উঠিল "রে হতভাগা, তুই মাটীর দিকে তাকাইয়া থাক্।" তখন সেই দীনহীন ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুনর্ব্বার দীনভাবে বলিলেন "হে ঈশ্বর এ দীনকে লজ্জিত করিও না, আমি সেই গভীর রজনী পর্য্যন্ত তোমাকে কত শত দীনতা সহকারে আহ্বান করিয়াছি। লোকের নিকটে যদিচ তাহার মূল্য নাই, কিন্তু তোমার সন্নিধানে তাহা দীপের ন্যায় উজ্জ্বল। হে ঈশ্বর, আমার নিকটে ইহারা গাভী চাহিতেছে, যখন তুমি তাহা পাঠাইয়াছ আমার অপরাধ কি?"

অতঃপর গো-স্বামী সেই দুঃখী সাধু পুরুষকে বিচারার্থ মহাপুরুষ দাউদের

নিকটে উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিল " মহারাজ, আমার গাভী এ ব্যক্তির আলয়ে গিয়াছিল, এ তাহা কাটিল কেন? আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" দাউদ বলিলেন "সন্ন্যাসী! বল তুমি কেন ইহার উৎকৃষ্ট সামগ্রী নষ্ট করিয়াছ?" এলো মেলো বকিও না, প্রমাণ প্রয়োগ কর, তাহা হইলে এ অভিযোগের মীমাংসা হইবে।" সেই সাধু পুরুষ বলিলেন "মহাত্মন্, আমি সাত বৎসর দিবা রাত্রি প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করিয়াছি। পরমেশ্বরের নিকটে এই বলিয়াছি যে, অনায়াসলভ্য উপজীবিকা আমাকে প্রদান কর, নরনারী সকলে আমার কাতরোক্তির বিষয় অবগত আছে, বালকবালিকাগণও অজ্ঞাত নহে। এ বিষয়ে আপনি যাহাকে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন, সকলে নির্ব্বিবাদে সাক্ষ্য দান করিবে, আপনি সঙ্গোপনে বা প্রকাশ্যে লোকের নিকটে প্রশ্ন করুন যে এই ব্যক্তি কি বলিয়াছে? সেই সকল প্রার্থনা ও আর্ত্তনাদের পরে গৃহের অভ্যন্তরে গাভীকে অকস্মাৎ দেখিতে পাই। ঈশ্বরের দান হৃদয়ঙ্গম করিতে আমি দৃষ্টিহীন হই নাই। আনন্দ এই যে আমার প্রার্থনা পরিগৃহীত হইয়াছে, আমি গাভী বধ করিয়াছি। অন্তরদর্শী ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান করি যে, তিনি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন।"

দাউদ বলিলেন " এ সকল কথা পরিত্যাগ কর, এই অভিযুক্ত ব্যাপারে বিধিসঙ্গত প্রমাণ প্রদর্শন কর। যাহা তোমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় বা তুমি ক্রয় কর তাহারই তুমি স্বত্বাধিকারী, কোন বিত্তের রক্ষক হইলে তাহার চতুর্থাংশে তোমার অধিকার আছে। বিষয় বাণিজ্যকে তুমি কৃষিকর্ম্মের ন্যায় গণনা করিও। তুমি ভূমি কর্ষণাদি না করিলে তদুৎপন্ন শস্যে তোমার অধিকার থাকে না, যাহা তুমি কর্ষণ করিবে, কর্ত্তন করিবে তাহাতেই মাত্র তোমার অধিকার, অন্যথা অধিকার নাই। যাও ইহার বস্তু ইহাকে দাও, দ্বিরুক্তি করিও না; যাও ঋণ গ্রহণ করিয়া ইহাকে প্রবোধ দাও, অন্যায় বলিও না।"

এই কথা শুনিয়া সাধুপুরুষ বলিলেন "পরম ধার্ম্মিক নরবর, যাহা অধার্ম্মিক লোকেরা বলে, আপনি তাহাই বলিতেছেন।" অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে তিনি "হে ঈশ্বর," বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহা বলিয়াই হায়! হায়! রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে নরপতির মন বিকম্পিত হইল,

তিনি অভিযোক্তাকে বলিলেন "অদ্য ক্ষান্ত হও, ইহার এই প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিও না। আমি নিভৃত উপাসনামন্দিরে গমন করিতেছি। অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের নিকটে এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করিব। আমার স্বভাব যে উপাসনাতে আমি কঠিন সমস্যার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। আমার প্রাণের বাতায়ন উন্মুক্ত, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবাধে উপনীত হইয়া থাকে। আমার সেই গবাক্ষপথ দিয়া প্রাণনিকেতনে আদেশ সমাগত হয়, ও জ্যোতির আকর হইতে জ্যোতি বৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই গৃহ নরকতুল্য যাহাতে গবাক্ষ নাই, প্রাণের বাতায়ন উদ্ঘাটন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সকল অরণ্যে কুঠারাঘাত করিও না, স্থির হও গবাক্ষ উদ্ঘাটনের জন্য কুঠার মার। সূর্য্যের জ্যোতি কি জান না? সূর্য্যের কিরণ আবরণমুক্ত, তুমি সেই জ্যোতি দেখিতেছ, পশুরাও দেখিতেছে, তবে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কি? আমি আত্মার অভ্যন্তরে দিবাকরের ন্যায় জ্যোতিঃপুঞ্জে নিমগ্ন। আমি সেই জ্যোতি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। আমি নির্জন উপাসনায় প্রজাদিগকে নীতি শিক্ষাদানের তত্ত্ব লাভ করি।" দাউদ ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক সত্বর নিভৃত উপাসনালয়ে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক আত্মস্থ হইলেন ও একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর অলৌকিক উপায়ে তাঁহার নিকটে সমুদায় ঘটনা পরিব্যক্ত করিলেন। দাউদ দণ্ড ও প্রতিক্রিয়া বিধি অবগত হইলেন। এমত ব্যাপার সকল উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল যে অন্য কেহ জানিত না। নিগূঢ় তত্ত্ব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পর দিন সভামণ্ডপে বহু লোক সমবেত হইয়া দাউদের নিকটে শ্রেণীবদ্ধ হইল। অর্থী সেই অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া প্রত্যর্থীকে গালি দিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল "রে ভণ্ড প্রবঞ্চক! শীঘ্র আমার গোধন আনিয়া দে, পরমেশ্বর হইতে লজ্জিত হ। হায়! মহাপুরুষ দাউদের বিদ্যমানকালে এরূপ স্পষ্ট বিগর্হিত অত্যাচার হইল। এইক্ষণ এই ধূর্ত্ত নির্ভয়ে গোবধ করিয়া আবার প্রত্যুত্তরে প্রবঞ্চনা করিতেছে যে, আমি কত কাল ব্যাপিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনাযোগে চাহিয়াছি। তাহাতে তিনি আমাকে উহা দিয়াছেন। বলুন দেখি মহাশয়গণ, গাভী ছিল আমার সম্পত্তি, ঈশ্বর তাহাকে

দিলেন এ কি কখন হয় ?" তখন দাউদ বলিলেন "চুপ কর, নিবৃত্ত হও, এ ব্যক্তিকে তোমার গাভী সম্বন্ধে স্বত্বাধিকার প্রদান কর। ঈশ্বর তোমার অপরাধ গুপ্ত রাখিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস কর।" বাদী বলিল "ভাল আশ্চর্য্য কাণ্ড ! এ কি আদেশ, এ কি বিচার ! আমার সম্বন্ধে আপনি কি বিপরীত কার্য্য করিবেন ? আপনার সুবিচারের যশ এরূপ বিস্তৃত যে গগন মেদিনী তাহাতে সৌরভীকৃত হইয়াছে। কেহ কুকুরের প্রতিও এরূপ অত্যাচার করে না, ভাল অবিচারের যুগ উপস্থিত। হে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ! আমার প্রতি এরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিবেন না।" এই ভাবে সে দাউদের নিন্দা অনুযোগ করিতে লাগিল।

অতঃপর দাউদ বলিলেন "রে দুরাশয় ! তুই নিজের সম্পত্তি ইহাকে প্রদান কর, অন্যথা বলিতেছি তোর সম্বন্ধে সুকঠিন ব্যবস্থা হইবে। আমার এই আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোর নিস্তার নাই। তোর অত্যাচার ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।" সে ইহা শ্রবণ করিয়া আক্ষেপে বস্ত্র ছিন্ন ও মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল "হায় ! মুহুর্মুহু আপনি আমার প্রতি উৎপীড়ন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।" কত ক্ষণ এই প্রকার নিন্দা করিলে পর পুনর্ব্বার দাউদ তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "যখন তোমার ভাগ্য মন্দ, অল্পে অল্পে অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, যাও তুমি সস্ত্রীক ইহার দাস হইলে, আর অধিক কথা কহিও না।"

সে ইহা শুনিয়া দুই হস্তে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল ও মহা আকুল ও অস্থির হইয়া পড়িল। সমাগত সমস্ত লোকও দাউদকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। যেহেতু তাঁহারা তাহার অন্তরের ভাব অনবগত ছিলেন। যে জন কাম ক্রোধাদি রিপুর পরবশ, তৃণের ন্যায় একান্ত অধীন,' কে উৎপীড়ক কে বা উৎপীড়িত সে কি জানে ? যে জন স্বীয় অন্তর্গত রিপুর মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে, সেই উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের প্রভেদ বুঝিয়াছে। অন্তরে যে নিকৃষ্টবৃত্তি, সেই উৎপীড়ক ও প্রত্যেক উৎপীড়িতের শত্রু। কুকুর দুর্ব্বল গর্দ্দভকে আক্রমণ করে, যথাসাধ্য সেই নিরীহ পশুকে আহত করিয়া থাকে। মনুষ্যেরও এইরূপ ভাব গতি। তখন সভাস্থ লোকেরা দাউদের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিলেন "মহাত্মন্ ! দয়ালু বিচারক ! আপনার ইহা কর্ত্তব্য

নহে, ইহা স্পষ্ট নিদারুণ অত্যাচার, আপনি নিরপরাধীর প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন।"

দাউদ বলিলেন, "বন্ধুগণ গুপ্ত ব্যাপার ব্যক্ত হওয়ার সময় উপস্থিত। সকলে গাত্রোত্থান কর, চল বহির্দ্দেশে গমন করি ও সেই গুপ্ত ঘটনা অবগত হই। অমুক প্রান্তরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। এই নৃশংস নরাধম স্বীয় প্রভুকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ ভূমিগর্ভে লুক্কায়িত রাখিয়াছে ও প্রভুর সমুদায় সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে। এই যুবকের পিতাই এই দুরাত্মার প্রভু ছিলেন। তখন বাল্যকাল ছিল বলিয়া ইনি এ বিষয় জ্ঞাত নহেন। এপর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সহিষ্ণুতা এই ভয়ানক ব্যাপার গুপ্ত রাখিয়াছে। পরিশেষে এই নির্লজ্জ দস্যুর ঘোর অকৃতজ্ঞতায় ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এ প্রভুকে হত্যা করিয়া এক দিনও প্রভুর পত্নীর ও সন্তানের তত্ত্ব করে নাই। ইহা দ্বারা ইহাঁরা নিঃস্ব হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন। এ এক দিন এক মুষ্টি অন্ন দ্বারা আনুকূল্য করে নাই। এই ক্ষণ একটী গাভীর জন্য এই দুরাত্মা স্বীয় প্রভুর পুত্রকে এরূপ লাঞ্ছিত করিতেছে। (ঐ গাভীটীও ইহার পৈত্রিক সম্পত্তি সমুৎপন্ন বলিতে হইবে।) এই দুর্ব্বৃত্ত স্বতঃ স্বীয় অপরাধের আচ্ছাদন উন্মোচন করিল। অন্যথা ঈশ্বর তাহা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। দুষ্ট অধার্ম্মিক লোকেরা স্বয়ংই নিজের অধর্ম্মের আবরণ উন্মোচন করে, অত্যাচারী স্বীয় গুপ্ত অত্যাচার লোকের চক্ষের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে।" এই বলিয়া নরপাল দাউদ সদলবলে সেই তরুমূলে যাইয়া ভূগর্ভহইতে উক্ত সাধুপুরুষের পিতার কঙ্কাল বাহির করিলেন ও সমুদায় ব্যাপার সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। তৎপর সেই দুরাত্মা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইল। দাউদের আদেশানুসারে যুবক আপন পিতৃহন্তার সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

দাউদের শেষ জীবন।

মহারাজ দাউদ চত্বারিংশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন,তাঁহার রাজত্বকালে বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি অনেক ব্যাপার হইয়াছিল,প্রয়োজনাভাবশতঃ সেই

সমুদায় লিখিয়া পুস্তক বৃদ্ধি করিতে আর ইচ্ছা হইল না। তিনি হিব্রোণ নামক স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস, জেরুজিলমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেরুজিলমের ধর্ম্মমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য তিনিই আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার পুত্র সোলয়মানকর্তৃক মন্দিরের কার্য্য সম্পাদিত হয়। দাউদ স্বীয় পত্নী বৎসেবার সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহার গর্ভজাত পুত্র সোলয়মানকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু নিকটে দেখিয়া তদনুসারে তিনি সোলয়মানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে সোলয়মানকে অনেক হিতোপদেশ দেন, এবং মুসার বিধি, ব্যবস্থা ও নীত অনুসারে রাজ্যশাসন ও জীবন যাপন করিতে অনুরোধ করেন। খ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ১০৫৫ বৎসর পূর্ব্বে দাউদ রাজ্যাভিষিক্ত হন। দাউদের রাজত্বকালে এস্রায়েল বংশীয় আট লক্ষ বলবান্ পুরুষ ও যিহুদা বংশীয় পাঁচ লক্ষ লোক তাঁহার অধীনে ছিল। রাজর্ষি দাউদ স্বীয় পিতৃ পুরুষদিগের ন্যায় মহা নিদ্রায় অভিভূত হইলে পর দাউদ নগরে তাঁহার সমাধি হয়। দাউদ প্রত্যাদেশে চালিত হইতেন, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরহইতে ধর্ম্মালোক লাভ করিয়া জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া ধর্ম্ম প্রচার ও ঋষি জীবন যাপন করা দাউদই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থল। ইতি পুর্ব্বে তাঁহার ন্যায় সুমধুর ঈশ্বরপ্রেম জীবনে কেহই প্রদর্শন ও প্রচার করে নাই, তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিভাবপূর্ণ স্তুতি বন্দনা প্রার্থনাদি পড়িয়া হৃদয় বিগলিত হয়।

হিব্রোণ রাজধানীতে দাউদের ছয় পুত্র জন্মে। যিষ্রিয়েলিয়া অহিনোয়মের গর্ভজাত অম্নোন, ইনি দাউদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ম্মিলিয়া অবিগহিয়নের গর্ভজাত কিলাব, ইনি দ্বিতীয় পুত্র। গিশূরের তল্‌ময় রাজার কন্যা মাখার গর্ভজাত অবশালেম, ইনি তৃতীয়। হগিতের গর্ভজাত আদোনীয়, ইনি চতুর্থ। অবিটলের গর্ভজাত শিফটিয়, ইনি পঞ্চম পুত্র। ইগ্লানাম্নী ভার্য্যার গর্ভজাত যিত্রিয়ম, ইনি ষষ্ঠ পুত্র। অম্মিলিয়ের কন্যা বৎসেবার গর্ভে শিমির, শোবব্, নাথন, সোলয়মান এই চারি পুত্র জেরুজিলমে জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্ভিন্ন যিভর, ইলিশূয়, ইলিফেনা, নোহগ, নেফগ,

ইলিয়াদা, ইলিফেলট এই নয় জন পুত্র ছিল। তাহাদের ভগিনীর নাম তামর।

দাউদের গাথা। *

হে পরমেশ্বর, আমার কত শত্রু হইয়াছে, অনেকে আমার বিপক্ষ। "ঈশ্বরহইতে উহার নিস্তার হইবে না।" আমার জীবন সম্বন্ধে অনেকে এরূপ বলে। কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার ঢাল ও আমার গৌরব-স্বরূপ, আমার মস্তকের উন্নতিকারক।

আমি স্বীয় ধ্বনিতে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বতহইতে আমাকে উত্তর দেন। আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হই, কারণ পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করেন। সহস্র সহস্র লোক আমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে সজ্জিত হইলেও আমি ভীত হইব না।

হে পরমেশ্বর, উত্থানকর; হে আমার ঈশ্বর, আমাকে পরিত্রাণ কর; কারণ তুমি আমার সমুদায় শত্রুকে চপেটাঘাত ও দুষ্টগণের দন্ত ভগ্ন করিয়া থাক।

পরমেশ্বর, তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, ও আমার কাতোরোক্তিতে মনোযোগ বিধান কর। হে আমার রাজা ও ঈশ্বর, আমার রোদনধ্বনি শুন, কেননা আমি তোমার নিকটে নিবেদন করিতেছি। হে পরমেশ্বর, প্রাতঃকালে তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, প্রভাতে আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকি। তুমি দুর্ব্যবহারে সন্তুষ্ট ঈশ্বর নও, তোমার নিকটে কোন দুষ্ট লোক আশ্রয় পায় না। অহঙ্কারী লোকেরা তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে না। হে পরমেশ্বর, তুমি হত্যাকারী ও কপটলোকদিগকে নিগ্রহ করিবা, কিন্তু আমি তোমার প্রচুর অনুগ্রহে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব, তোমার ধর্ম্মনিকেতনের অভিমুখী হইয়া সভয়ে তোমার ভজনা করিব।

---

* গীত পুস্তক হইতে ইহা গৃহীত। স্থানে স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তন ও কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

"কে আমাদিগকে কল্যাণ প্রদর্শন করিবে?" এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকে। হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের প্রতি আপন শ্রীমুখের দীপ্তি প্রকাশ কর, শস্য ও দ্রাক্ষারসের বাহুল্য হইলে তাহাদের যে আনন্দ হয় তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ তুমি আমার মনেতে প্রদান করিয়া থাক। আমি শান্তিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, কেননা হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে নিরাপদে রাখিবে।

হে পরমেশ্বর, ক্রোধেতে আমাকে অনুযোগ করিও না, আমাকে শাস্তি দিও না। হে পরমেশ্বর, আমি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। হে পরমেশ্বর, আমার অস্থি সকল কাঁপিতেছে, আমাকে সুস্থ কর। হে পরমেশ্বর, আমার প্রাণ অতি ব্যাকুল হইতেছে, কত কাল বিলম্ব করিবে? হে পরমেশ্বর, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণকে মুক্ত কর, তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি বিলাপ করিতে করিতে শ্রান্ত হই, সমস্ত রজনী অশ্রুজলে শয্যাকে অভিষিক্ত করি, ক্রন্দনে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল, শত্রুভয়ে আমার নয়ন নিস্তেজ হইল। হে কুক্রিয়াশীল লোক সকল, তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, পরমেশ্বর আমার ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিলেন ও পরমেশ্বর আমার বিলাপ গ্রাহ্য করিলেন। আমার সমুদায় বৈরী অতিশয় লজ্জিত ও অস্থির হইবে।

হে পরমেশ্বর, আমার অনেক শত্রু আছে, অতএব আমাকে তুমি তোমার ধর্ম্মপথে লইয়া যাও, এবং আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর। তাহাদের মুখে প্রকৃত কথা নাই, তাহাদের অন্তঃকরণ দুষ্ট, তাহাদের কণ্ঠনলী অনাবৃতকবর স্বরূপ, তাহারা রসনাযোগে মাত্র স্তুতিবাদ করে। হে ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগকে দণ্ড দাও, তাহারা স্ব স্ব ষড়যন্ত্রে পতিত হউক, তাহাদের মহাপরাধপ্রযুক্ত তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও, কেননা তাহারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাতে তোমার শরণাগত সমুদায় লোক আনন্দিত হইবে, এবং তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইবে, তোমার নামের প্রতি যাহাদের প্রেম আছে, তাহারা তোমাতে উল্লাস করিবে। হে পরমেশ্বর, তুমিই ধার্ম্মিক লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে ও অনুগ্রহরূপ আবরণে তাহাদিগকে আবৃত করিবে।

হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন আদরণীয়! গগনমণ্ডলের উপরেও তোমার প্রতাপ স্থাপিত হইয়াছে। তুমি আপন শত্রু ও হিংসুক লোকদিগের দমনের নিমিত্ত বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের মুখহইতে জয়ধ্বনি উত্থিত করিতেছ।

তোমার অঙ্গুলিরচিত যে নভো মণ্ডল ও তোমাকর্ত্তৃক স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারকাগণ তাহা নিরীক্ষণ করিলে আমি মনুষ্য কে যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর, মনুষ্য সন্তানইবা কে যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাক।

হে পরমেশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা করিব ও তোমার তাবৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ণনা করিব এবং তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব। হে সর্ব্বোপরিস্থ প্রভো, আমি তোমার নাম গান করিব, আমার শত্রুগণ পরাঙ্মুখ হইয়া তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হইবে। তুমি আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করিবা ও সিংহাসনে বসিয়া যথার্থ বিচার করিবা।

পরমেশ্বর নিত্যস্থায়ী, তিনি বিচারের জন্য আপন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন, ন্যায়েতে লোকের শাসন করিবেন সত্যেতে জগতের বিচার করিবেন, পরমেশ্বর বিপন্ন লোকদিগের দুর্গস্বরূপ।

পরমেশ্বর, যাহারা তোমার নাম জ্ঞাত আছে তাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে, যেহেতু তুমি আপন অন্বেষণকারী লোকদিগকে পরিত্যাগ কর না। তোমরা সিয়োননিবাসিগণ, পরমেশ্বরের নাম গান কর ও মানবমণ্ডলীর নিকটে তাঁহার সমুদায় ক্রিয়া প্রকাশ কর, যিনি রক্তপাতের ফলদাতা, তিনি তাহা স্মরণ করেন, তিনি দুঃখীদিগের কাতরোক্তি কখন বিস্মৃত হন না।

হে পরমেশ্বর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর, ঘৃণাকারী লোক সকলহইতে আমার যে ক্লেশ হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তুমিই মৃত্যুদ্বারহইতে আমার উদ্ধার কর্ত্তা। আমি সিয়োন নগরের দ্বারে তোমার সমস্তগুণের বর্ণনা করিব ও তোমার কৃত পরিত্রাণ কার্য্যে উল্লাস করিব। অন্যলোকেরা আপনাদের খাত গর্ত্তের মধ্যেই আপনারা পড়িয়াছে ও গোপনে প্রসারিত আপনাদের জালেতেই আপনারা বদ্ধচরণ হইয়াছে। পরমেশ্বর আপনাকে

প্রকাশ করিয়া বিচার করিয়াছেন এবং দুর্জন লোক স্বকৃত কর্ম্ম দ্বারা ধরা পড়িয়াছে। দুষ্ট লোকেরা ও ঈশ্বরবিস্মৃত লোকেরা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। কেননা দীন দরিদ্রগণ সর্ব্বদা তাঁহার বিস্মৃতির পাত্র থাকিবে না, এবং দুঃখীদিগের আশা চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইবার নহে। হে পরমেশ্বর, উঠ, মানুষকে প্রবল হইতে দিও না। হে পরমেশ্বর, তাহাদের মনে ভয় উৎপাদন কর, অন্য জাতীয় লোকেরা মনুষ্যমাত্র, ইহা তাহারা জ্ঞাত হোক।

হে পরমেশ্বর, তুমি কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক, দুর্দ্দশার সময় কেন চক্ষু মুদ্রিত কর। পাষণ্ডের গর্ব্ববশতঃ দুঃখী লোকেরা দগ্ধ হয় ও তাহার মিথ্যা ছলে ধৃত হয়। দুষ্ট লোক স্বীয় মনোরথ সিদ্ধি সম্বন্ধে দর্প করে, এবং লোভী লোক ধন্যবাদ করিতে করিতে পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। পাষণ্ড অহঙ্কারবশতঃ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না, এবং ঈশ্বর নাই এই তাহার সমস্ত চিন্তার সার, তাহার সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সৌভাগ্য হয়; তোমার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চ, ও তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত। সে সমুদায় শত্রুর প্রতি ফুৎকার করে এবং মনে মনে বলে আমি কখন স্থানভ্রষ্ট হইব না, পুরুষানুক্রমে নিরাপদে থাকিব। তাহার মুখ অভিশাপ ও কপটতা ও শঠতাতে পরিপূর্ণ, এবং তাহার জিহ্বার নিম্নভাগে অন্যায় অত্যাচার থাকে, সে গ্রামের গুপ্তস্থানে বসিয়া নির্জ্জনে নির্দোষকে বধ করে, তাহার চক্ষু দীন দুঃখীকে ধরিবার জন্য নিরীক্ষণ করে। যেমন গহ্বরের মধ্যে সিংহ তদ্রূপ সেও গুপ্ত স্থানে অপেক্ষা করে। সে আপন জালের মধ্যে দুঃখীকে টানিয়া আনে, তাহাতে সে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে বলবান্ লোকেরা দুঃখগ্রস্ত লোককে নিপাত করে। এবং পরমেশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহার মুখ আচ্ছাদিত, তিনি কখন দেখিতে পাইবেন না, মনে মনে এরূপ কহে।

হে পরমেশ্বর, উঠ, হে ঈশ্বর, আপনার হস্ত বিস্তার কর, দুঃখী কাঙ্গালদিগকে বিস্মৃত হইও না। দুষ্টলোক কেন ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে, তুমি অনুসন্ধান করিবে না সে মনে মনে ভাবে, কিন্তু তুমি দেখিতেছ, কারণ তুমি স্বহস্তে অত্যাচারের প্রতিফল দিবার জন্য তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ। তুমি পিতৃহীনের উপকারী বন্ধু, কেন না দুঃখী লোক তোমার

হস্তে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করে। তুমি দুষ্ট ও দুরন্ত লোকের বাহু ভগ্ন কর, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার দুষ্টতার অনুসন্ধান কর। হে পরমেশ্বর, তুমি দুঃখী-দের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মন সুস্থির করিয়া থাক, এবং সাংসারিক লোক যেন পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য না করে এই নিমিত্ত পিতৃহীন ক্লিষ্ট লোকদিগের বিচারে তুমি কর্ণপাত করিবা।

হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর। আমার প্রভু পরমেশ্বর অতিশয় মহান্ এবং প্রতাপেও ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত। তিনি দীপ্তিরূপ বস্ত্র পরিধান করেন ও আকাশকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করেন। তিনি বারিযোগে স্বীয় উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং মেঘকে রথস্বরূপ ও বায়ুকে পক্ষস্বরূপ করিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। তিনি আপন দূতগণকে বায়ু স্বরূপ ও আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ করেন। তিনি পৃথিবীর মূল এমন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন যে সে কদাপি বিচলিত হয় না। তিনি নিম্নভূমিতে প্রস্রবণ সঞ্চারিত করেন, ক্ষেত্রস্থ পশুগণ তাহার জল পান করে ও আরণ্য গর্দ্দভ আপন তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। গগনচারী বিহঙ্গকুল তাহার নিকটে কুলায় নির্ম্মাণ ও তরুশাখায় বসিয়া গান করে। তিনি পশুযূথের নিমিত্ত তৃণপুঞ্জ ও মনুষ্যের আহারের জন্য শাক বৃদ্ধি করেন, এবং মনুষ্যমনের আনন্দজনক মদিরা ওতাহার মুখের প্রসন্নতাজনক তৈল ও তাহার হৃদয়দৃঢ়কারী শস্য ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য পৃথিবীতে উৎপাদন করেন।

তিনি কালকে নির্দ্ধারণ করণার্থ চন্দ্রমার সৃষ্টি করিয়াছেন, সূর্য্যও স্বীয় অস্তগমনের সময় জ্ঞাত আছে। তিনি তিমিরাচ্ছন্ন রজনী উপস্থিত করিলে বনচারী পশু সকল বহির্গত হয়; তরুণ সিংহগণ আহারের জন্য গর্জ্জন করিয়া ঈশ্বর হইতে খাদ্য অন্বেষণ করে। সূর্য্যোদয় হইলে তাহারা স্ব স্ব গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। তখন মনুষ্য সায়ংকাল পর্য্যন্ত আপন আপন কর্ম্মে পরিশ্রম করিবার জন্য বহির্গত হয়। হে পরমেশ্বর, তোমার কর্ম্ম কেমন বিচিত্র। তুমি জ্ঞানেতে সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছ, এই পৃথিবী তোমার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। ঐ সমুদ্র দেখ কেমন প্রকাণ্ড ও প্রসারিত। তন্মধ্যে অসঙ্খ্য জলচর ও ক্ষুদ্রও বৃহৎ কত জন্তু থাকে।

পরমেশ্বরের মহিমা নিত্য, তিনি স্বীয় কার্য্যে আনন্দিত। আমি যাবজ্জীবন পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করিব ও যাবজ্জীবন আমার ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিব, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধ্যান সুখজনক হইবে, আমি পরমেশ্বরেতে আনন্দ করিব। হে আমার মন পরমেশ্বরের গুণানুবাদ কর।

তোমরা পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁহার নাম গান কর, লোকের নিকটে তাহার ক্রিয়া সকল প্রকাশ কর, তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল মনেতে ধ্যান কর। তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর, পরমেশ্বরের অন্বেষণকারী লোকদিগের অন্তঃকরণ আনন্দযুক্ত থাকুক। হে তাঁহার সেবক এব্রাহিমের বংশ, হে তাঁহার মনোনীত ইয়কুবের বংশ, তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ও তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখের দণ্ডাজ্ঞা স্মরণ কর।

হে আমার মন, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সকল বিস্মৃত হইও না। তিনি তোমার তাবৎ অপরাধ মার্জ্জনা করেন, ও তোমার সকল রোগের শান্তি বিধান করেন এবং বিনাশহইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন ও অনুগ্রহ ও দয়ারূপ মুকুটে তোমাকে ভুষিত করেন, এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে তোমার রসনাকে তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষীর ন্যায় পুনর্ব্বার তোমার নূতন যৌবন হয়। পরমেশ্বর ন্যায় সাধন করেন ও তাবং উপদ্রুত লোকের নিমিত্ত বিচার নিষ্পত্তি করেন। তিনি মুসাকে আপনার পথ ও এস্রায়েল বংশকে আপনার কর্ম্ম জানাইয়াছেন। পরমেশ্বর কৃপাময় ও দয়ালু। তিনি নিরন্তর ভৎর্সনা করেন না ও সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন না। আমাদের পাপানুসারে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন না ও আমাদের অপরাধানুসারে প্রতিফল দেন না। পৃথিবী অপেক্ষা যেমন আকাশমণ্ডল উচ্চ, তদ্রূপ তাঁহাহইতে ভীত লোকদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বড়। উদয়াচলহইতে যেমন অস্তাচল দূরে, তদ্রূপ তিনি আমাদিগ হইতে আমাদের পাপ সকল দূর করেন। পুত্রের প্রতি যাদৃশ পিতার স্নেহ ও ঈশ্বরভীরু লোকদিগের প্রতি পরমেশ্বরের ও তাদৃশ স্নেহ আছে। তিনি আমাদের স্বভাব জানেন, আমরা যে ধূলিমাত্র ইহা তাঁহার স্মরণ আছে।

তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, কেন না তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও পবিত্র বাহু পরিত্রাণ সিদ্ধ করেন। পরমেশ্বর আপন কৃত পরিত্রাণ জানাইয়াছেন, এস্রায়েল বংশের প্রতি আপন যে অনুগ্রহ ও অঙ্গীকার তাহা স্মরণ করিয়াছেন। এবং সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা আমাদের ঈশ্বরের কৃত পরিত্রাণ দেখিয়াছে। হে পৃথিবীস্থ লোকসকল, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর ও আনন্দধ্বনি কর এবং উচ্চৈঃস্বরে গান কর, পরমেশ্বরের উদ্দেশে বীণাতে ও বীণার সঙ্গে স্বরেতে গান কর এবং তুরী ভেরী বাজাইয়া রাজা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে জয়ধ্বনি কর। সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সমুদায় প্রাণী এবং জগৎ ও তন্নিবাসিগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে জয়ধ্বনি করুক। নদী সকল করতালি দিউক, পর্ব্বতগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উচ্চ ধ্বনি করুক। কেন না তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন; তিনি ন্যায়েতে জগতের ও সত্যেতে লোকদিগের বিচার করিবেন।

হে পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন, আমার আর্ত্তনাদ তোমার কর্ণগোচর হৌক, বিপদের দিনে আমা হইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিও না। আমার প্রার্থনার সময়ে শীঘ্র আমাকে উত্তর দিও। আমার দিন সকল ধূমের ন্যায় ক্ষয় পায় ও আমার অস্থি সকল দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় উত্তপ্ত হয়। আমার অন্তঃকরণ তৃণের ন্যায় দলিত ও শুষ্ক। হাহাকার শব্দ করাতে আমার অস্থি চর্ম্ম বিদ্ধ। আমি প্রান্তরস্থ হাড়গিলা পক্ষীর ন্যায়, এবং বনাকীর্ণ পতিত ভূমির পেচকের ন্যায় হই, এবং ছাদের উপরি স্থিত সঙ্গিহীন চটকের ন্যায় জাগ্রৎ থাকি।

তোমার প্রমাণবাণী আশ্চর্য্য, এই জন্য আমার মন তাহা পালন করে, তোমার বাক্যোদয় আলোক প্রদান করে ও অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করে। তোমার নামের প্রেমিক লোকদিগের প্রতি তোমার যে রূপ ব্যবহার তুমি তদ্রূপ আমার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিয়া দয়া কর। তোমার বাক্যানুসারে আমার গতি স্থির কর, এবং কোন পাপকে আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দিও না। লোকের অত্যাচারহইতে আমাকে রক্ষা কর, তাহাতে আমি তোমার আদেশ পালন করিব। আমি তোমার দাস, প্রসন্নবদনে আমাকে আপন

বিধি শিক্ষা দাও। লোক সকল তোমার ব্যবস্থা পালন করিবে না, এজন্য আমার চক্ষু হইতে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

আমি তোমার শাস্ত্র কেমন ভাল বাসি! সমস্তদিন তাহা ধ্যান করি। স্বীয় আজ্ঞাক্রমে তুমি আমাকে শত্রুগণ অপেক্ষা জ্ঞানবান্ করিতেছ। সেই আজ্ঞা সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকে। আমি তোমার প্রমাণবাক্য ধ্যান করি, এই কারণ তাবৎ গুরু অপেক্ষা আমি জ্ঞানবান্ হই; তোমার আজ্ঞা পালন করি, এই কারণ প্রাচীন লোক অপেক্ষাও বুদ্ধিমান্ হই। আমি তোমার বাক্য পালনার্থ সমুদায় কুপথহইতে আপন চরণকে নিবৃত্ত করি। তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার রাজনীতি হইতে বিমুখ হই না। তোমার বাক্য আমার জিহ্বাতে কেমন মিষ্ট লাগে! তাহা আমার মুখে মধুহইতেও সুস্বাদু। তোমার আদেশে আমি জ্ঞান লাভ করি, এই জন্য সমুদায় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

তোমার বাক্য আমার গমনের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ। আমি শপথ করিয়াছি যে তোমার পুণ্যময়ী রাজনীতি পালন করিব ও তাহা সিদ্ধ করিব। আমি অতিশয় দুঃখী, হে পরমেশ্বর! স্বীয় বাক্যানুসারে আমাকে জীবন দান কর। হে পরমেশ্বর! তোমার নিকটে নিবেদিত আমার মুখের প্রশংসা গ্রাহ্য করিয়া আমাকে আপন রাজনীতি শিক্ষা দেও। আমি নিরন্তর প্রাণ হস্তে করিয়া আছি, তথাপি তোমার শাস্ত্র বিস্মৃত হই না। দুষ্টগণ আমার নিমিত্ত জাল নিক্ষেপ করিলেও আমি তোমার আজ্ঞাহইতে বিপথগামী নহি। তোমার প্রমাণবাক্য আমার মনের আনন্দজনক, এই কারণ আমি চিরকালের নিমিত্ত তাহা নিজ অধিকারার্থ মনোনীত করিয়াছি, এবং শেষ পর্য্যন্ত তোমার বিধি পালনার্থ আপন মনকে প্রবৃত্তি দান করিয়াছি।

আমি দ্বিমনা লোকদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু তোমার শাস্ত্র ভালবাসি। তুমি আমার গুপ্ত আশ্রয় স্থান ও ঢালস্বরূপ; আমি তোমার বাক্যের প্রত্যাশা করি। হে দুষ্ক্রিয়াশীল লোক সকল, তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি আপন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিব। তুমি নিজ বাক্যানুসারে আমাকে ধারণ করিয়া রক্ষা কর, আমার আশা সম্বন্ধে আমাকে লজ্জিত করিও না। আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব ও

তোমার বিধি সৰ্ব্বদা মান্য করিব। তোমার বিধি হইতে ভ্রান্ত লোকদিগকে তুমি নিগ্রহ করিবে, তাহাদের প্রবঞ্চণা ভ্রান্তিমাত্র। তুমি পৃথিবীস্থ তাবৎ দুষ্ট লোককে মলের ন্যায় দূর করিবে, এই জন্য আমি তোমার প্রমাণ বাক্য ভাল বাসি। তোমাকে ভয় করাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তোমার বিচারাজ্ঞা আমি ভয় করি।